রাজার মুকুট মাথে, পরম সুন্দর।
সকলেই রাজা ব'লে করে সমাদর॥
এই ছিল রাজা প্রজা হল পরক্ষণে।
কে পার উত্তর দাও, বিচারিয়া মনে॥১২

বল সে কি ঠাকুর হয়।
পেলে যারে মৃত্যু হয়॥ ১৩

ইংরাজীতে হয় গালি।
বাঙ্গলাতে শোভে ডালি॥ ১৪

নীল রঙ্গের কাপড়খানি জরির ফুল তায়।
পরিমাণে কভু শেষ দেখা নাহি যায়॥১৫

কায়া আছে প্রাণ নাই, এ বড় আশ্চর্য্য।
হস্ত আছে, পদ আছে, নাহি করে কার্য্য॥ ১৬

সিংহ নয় বাঘ নয় আছে চারি পা।
সর্ব্ব ঘরে থাকে সে কভু কামড়ায় না॥১৭

কাল কাল পাখীগুলি খুড়ো খুড়ো বলে।
বল দেখি হেন জীব কি আছে ভূতলে॥১৮

দেখিতে দেখিতে তাহা হয় অদর্শন।
যাকে ছোঁয় হয় তার তখনি মরণ॥১৯

সবুজ রঙ্গের কাপড়খানি মুক্তা দেওয়া তায়।
প্রাতঃকালে বড় তার শোভা দেখা যায়॥২০

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে দামী কাপড় হয়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে গন্ধে নাক যায়॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে সে বড় কামড়ায়।
তিন অক্ষর যোগে চারিদিক্ আলোময়॥২১

স্বর্গ হতে কলা গাছ দিল দরশন।
পনরটী কলা মাত্র তাহার ফলন॥
রাত্রিকালে কলা ফলে একি চমৎকার!
যেমন সুস্নিগ্ধ তার তেমনি বাহার॥২২

হাঙ্গর কুম্ভীর নয় নদীতে নিবাস।
আস্ত আস্ত মানুষেরে করিতেছে গ্রাস॥২৩

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে টলে পড়ে যায়
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে কালাংশ বুঝায়॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে ছবি হয় ভাই
তিন অক্ষর যোগে তাহা রেঁধে রেখে থাই॥২৪

নদীর কূলে জন্ম তার কর্ণমূলে বাসা।
চাঁচিয়ে চুঁচিয়ে তার গা করেছে হাঁসা॥
কাটিয়ে কাটিয়ে জিহ্বা করেছে খান খান
তথাপি তাহার মুখে বাহির হয় ভাগবত-পুরাণ॥২৫

বৃক্ষ নহে কাঁটা আছে নাহিক জীবন।
তথাপি মনের সুখে করিছে ভ্রমণ॥
প্রতি পদে শব্দ করি যখন বেড়াই।
নব উপকার বহু করি আমি ভাই॥২৬

জালা মধ্যে থাকি বটে আমি জল নই।
কলসীর মধ্যে থাকি কিন্তু আমি জল নই
জলাশয়ে থাকি আমি আমি জল নই।
পাতাল ভিতরে থাকি আমি জল নই॥
ফল মধ্যে থাকি তবু আমি জল নই।
না থাকি আকাশে কিন্তু আমি জল নই॥
না থাকি নদীর মধ্যে আমি জল নই।
বল দেখি কোন্ বস্তু তবে আমি হই॥২৭

অনল সমান ক্ষিতি নাহি তাতে চাষ।
নাহি তাহে কাদাপাণি নাহি তাতে ঘাস॥
বীজ ফেলিলে পুষ্প হয়ত প্রচুর।
আশ্চর্য্য পুষ্পের কাণ্ড না হয় অঙ্কুর॥২৮

সাতজন এক ঠাঁই, যদি হয় ওহে ভাই।
পাই সবে ছুটি, বল কি হয় সেটি॥২৯

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে বড়া করে খাই
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে গাড়ীতে বোঝাই॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে কোলে গিয়ে বাঁচি।
তিন অক্ষর যোগে যে হয় তাকে করি ছিছি॥৩০

এক থাল সুপারি।
গুণিতে নারে ব্যাপারী॥৩১

এক বিন্দু মুখ তার চারিপণ দন্ত।
তাহার ঐরির নাম জগতে বিখ্যাত॥
তাহার কনিষ্ঠ পুত্র যেই মহাশয়।
ত্বরা করি সেই দ্রব্য পাঠাবে নিশ্চয়॥৩২

জল মধ্যে জন্ম তার কারীকরে গড়ে।
দেব নহে দানব নহে মাথার উপর চড়ে॥৩৩

পাখী নয় পতঙ্গ নয় উড়ে উড়ে যায়।
বিচিত্র বর্ণেতে তার অঙ্গ শোভা পায়॥
চাতক পাখীর সঙ্গে বড় ভাব হয়।
বল দেখি তার নাম করিয়া নিশ্চয়॥৩৪

উল্টাইলে ধাতু হয় সোজাতে জননী।
কি শব্দ হয় তাহা বল দেখি শুনি॥৩৫

তেল কুচকুচ পাতা তার ফলে ধরে কাঁটা।
পাকলে মধুর রস বীজ গোটা গোটা॥৩৬

সরল সুবোধ শিশু বল দেখি ভাই।
সকল গড়েছে বিধি কিবা গড়ে নাই॥৩৭

সবকাজ করিবার, শক্তি আছে বিধাতার।
এ হেন কি আছে কাজ, কর্ত্তে নারে বিধিরাজ॥৩৮

এক রত্তি জলে মাছ খিল খিল করে।
জেলের সাধ্য নাই যে মাছ ধরিতে পারে॥৩৯

ছুটী মাত্র গাছে কলা একি চমৎকার।
নড়িয়া বেড়ায় গাছ অদ্ভুত ব্যাপার॥
কোন্ দেশে এই গাছ বল ভগ্নীগণ।
দেখে তার ফল করি সার্থক নয়ন॥৪০

কাঁটার টার ফেলে পাঁটার ফেলে পা।
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে বেচে বেচে খা॥৪১

বিষম সে জন্তু তার একমাত্র হাত।
তাহাতেই করে সব শত্রুকে নিপাত॥
কুষ্ঠ রোগী নহে তবু না আছে আঙ্গুল।
না আছে নখর হবে বিধাতার ভুল॥
তথাপি সে হাতে অতি সূক্ষ্ম সূচ ধরে।
এ কেমন জন্তু বল পৃথিবী ভিতরে॥৪২

দুই পক্ষ আছে তার কিন্তু পক্ষী নয়।
এক পক্ষ কাল আর পক্ষ সাদা হয়॥
অতি দ্রুত উড়ে যায় ধর্ত্তে কেহ নারে।
বুঝে লও ওগো বামা তুমি ঠারে ঠারে॥৪৩

হড় গড়ানে দীঘির পাড়।
তাতে একটা মল্লিকা ঝাড়॥
মল্লিকা ঝাড়টী ফুটিল।
ছেলে বুড় ছুটিল॥ ৪৪

হাত দিয়া ছড়াই।
মুখ দিয়া কুড়াই ॥৪৫

এক অক্ষরে নাম তাহা সকলেরি হয়।
মানুষাদি জীব জন্তু যে আছে যথায় ॥
এ বড় আশ্চর্য্য নাম করহ শ্রবণ।
বিপদে পড়িলে সবে করে উচ্চারণ ॥৪৬

এক গাছি দড়ি।
সকল ঘর বেড়ি ॥৪৭

কোন কথা হয় কহ বালক বিদ্বান।
ইংরাজিতে যার অর্থ হয় 'ডেকে আন॥'
যত্ন বুঝাইবে যদি বাঙ্গালাতে বল।
বল শিশু কোন্ কথা হয় শীঘ্র বল ॥৪৮

মস্তকে করিয়া আনে হয়ে যত্নবান্।
অপরাধ বিনে তার করে অপমান॥
অপমানে গুণ তার দূর নাহি হয়।
অবশেষে করি দেয় সম্বল উপায় ॥৪৯

দেখিতে পুরুষ এক মুখ দুই কায়।
এক মুখে উগারয়ে আর মুখে খায় ॥
মারিলে জীবন পায় হুতাশ পরশে।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত সে সভা মধ্যে বৈশে ॥৫০

(ক্রমশঃ)

অদ্ভুত বিবরণ।

আর্টিজান ওয়েল।
বা পাতাল কূপ।

আরটারী শব্দে ধমনী। পৃথিবীর ধমনী বিদীর্ণ করিয়া কূপদ্বারা জল-প্রবাহ আকর্ষণ করাকেই আর্টিজান ওয়েল বা পাতালকূপ বলে। ইহার এক একটীর গভীরতা ৫০০ পাদ হইতে ৩০০ পাদের অধিক। জর্ম্মণি, ফ্রান্স ও আমেরিকায় এরূপ অনেক পাতালকূপ আছে। ভূগর্ভ বিদীর্ণ করিয়া পাতাল হইতে বিশুদ্ধ পানীয় বারি আকর্ষণ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্প্রতি গলভিষ্টন নগরে এরূপ একটী সুগভীর কূপ খনন করা হইয়াছে। ইহার গভীরতা ৩০৭০ পাদ। ৮২৫ পাদ হইতে১৩০০ পাদ পর্য্যন্ত গভীর ১৩টী পাতাল কূপ এ নগরে বিদ্যমান আছে;কিন্তু ইহাদিগের একটীরও জল পানীয়রূপে ব্যবহারে আইসে না। নগরবাসীরা তজ্জন্য পাঁচ হাজার ডলার ব্যয়ে এই অতি গভীর কূপটী খনন করিয়াছেন। ইহার প্রথম ৮৭০ পাদ নিম্নে ১৫ ইঞ্চ ব্যাস নল প্রোথিত আছে, পরে এক পাদ ব্যাসের নল ১২০০ পাদ গভীরতা পর্য্যন্ত, তৎপরে ৯ ইঞ্চ ব্যাসের নল ২৩৬৩ পাদ পর্য্যন্ত, অবশেষে ৫ ইঞ্চ ব্যাসের নল কূপটীর ৩০৭০ পাদ গভীরতা পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়াছে। সচরাচর গভীরতা অৰ্দ্ধ মাইলেরও অধিক। ভূগর্ভে পাহাড় বা বিশেষ বন্ধুর জমি ছিল না, সুতরাং খনন করিতে বিশেষ কষ্ট হয় নাই। তবে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এত অর্থ ব্যয় ও বিপুল পরিশ্রম করিয়াও আশানুরূপ পানীয় জল প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই।

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রীয় যুবরাজ ফার্দ্দিনান্দ ভারত ভ্রমণার্থ কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

২। চিকাগো প্রদর্শনীতে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলী যাইতেছেন। তথায় স্ত্রীলোকদিগের শিল্পকার্য্য প্রদর্শনার্থ একটী স্বতন্ত্র সুন্দর বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। একটী স্ত্রী-ইঞ্জিনিয়ার ইহার প্ল্যান (মুল নক্সা) করেন, ইহার ভিতরের সজ্জা স্ত্রীলোক দ্বারা প্রস্তুত এবং ইহার তত্ত্বাবধান ভার একটী মহিলা সমিতির উপর আছে, চিকাগোর বিবী পটার পামার তাহার অধ্যক্ষ।

৩। গ্রীশের সন্নিকটবর্ত্তী সপ্ত আইওনীয় দ্বীপের মধ্যে জান্টি বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাতে আগ্নেয় গিরি আছে। সম্প্রতি এই দ্বীপে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হওয়াতে দ্বীপবাসীরা গৃহহীন হইয়া নিতান্ত বিপন্ন হইয়াছে। কত লোক মারা গিয়াছে, এখনও জানা যায় নাই।

৪। বিচারপতি ট্রিবিলিয়ান আপনার সৌজন্যের বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। কুলকামিনীদিগকে সাক্ষ্য দানার্থ এজলাসে হাজির হইবার নিয়ম হইতে অব্যাহতি দিয়া স্বয়ং তাহাদিগের বাটীতে গিয়া সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

৫। গোয়ালিয়ারের মহারাণী নাবালক মহারাজের সহিত কলিকাতা দর্শনার্থ আসিয়া লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০৲ টাকা ও ডিষ্ট্রিক্ট দাতব্য ফণ্ডে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন। জুনাগড়ের নবাবও লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০৲ টাকা দান করাইলেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। লুপ্তরত্নোদ্ধার—৺ প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলী মূল্য ৩৲টাকা, ক্যানিং লাইব্রেরীর বাবু যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রাপ্তব্য। সুপ্রসিদ্ধ লেখক বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার উপক্রমণিকা লিখিয়াছেন এবং তাহাতে দেখাইয়াছেন "বাঙ্গালা গদ্য যে উন্নতির পথে চলিতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রধান ও প্রথম কারণ" এবং তাঁহার প্রণীত আলালের ঘরের দুলাল "আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি।" আমরাও বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি,প্রায় ৩০বৎসর অতীত হইল, আমরা যখন বামাবোধিনী প্রচারে প্রবৃত্ত হই, প্যারী বাবুর প্রকাশিত মাসিক পত্রিকার লিখনপ্রণালী সাধা-

রণের—বিশেষতঃ বামাগণের বিশেষ উপযোগী বলিয়া আদর্শস্থলে গ্রহণ করি। প্যারী বাবুর লেখা যেমন সরল, তেমনি সরস ও হৃদয়গ্রাহী এবং তাঁহার প্রণীত পুস্তকগুলি সুসংস্কার, সুজ্ঞান ও ধর্ম্মশিক্ষার ভাণ্ডার। তাঁহার অধিকাংশ লেখায় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আশা করি পাঠিকাগণ বামাকুলের পরম হিতৈষী প্যারী বাবুর গ্রন্থাবলীর এক এক খণ্ড যত্নের সহিত সংগ্রহ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন।

২। নিত্যকৃত্য, প্রথম কল্প (শিশুদিগের জন্য) মূল্য ৴১০ অর্দ্ধ আনা, দ্বিতীয় কল্প (সাধারণের জন্য) মূল্য ৴০ আনা। প্রথম কল্পে প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া অবধি রাত্রিকালে নিদ্রা যাওয়া পর্য্যন্ত শিশুদিগের কৃত্য প্রত্যেক কার্য্যে কবিতাকারে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ-প্রার্থনা আছে। কবিতাগুলি সরল ও সুখবোধ। ৪ বৎসরের বালক বালিকাগণও সহজে বুঝিতে ও অভ্যাস করিতে পারিবে। আশা করি, প্রত্যেক ধর্ম্মপরায়ণ পিতামাতা স্বীয় শিশু সন্তানকে অন্যান্য শিক্ষার সহিত এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিও সমগ্র অভ্যাস করিতে শিক্ষা দিবেন। দ্বিতীয় কল্প বয়স্ক ব্যক্তিরা আপনাদের জন্য ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামারচনা।

স্বর্গের ফুল।

বাসন্তী পূর্ণিমা শেষে
বালক বালিকা বেশে
দেখেছিনু স্বরগের ফুল।

ফোটেনি সংসারে তারা
এমন পবিত্র যারা
ফুটিবে কি? এযে মহাভুল!

স্বরগের পুণ্য দেশে
কচি মুখে আধ হেসে
জন্ম পুনঃ হয় তাহাদের।

চাঁদের অমিয় হাসি,
তরল লাবণ্য রাশি,
বাড়াইল শোক আমাদের।

সরোজ ইন্দুর কথা
মনে এলে পাই ব্যথা,
তারাতো রয়েছে মহাসুখে।

জনক জননী যাঁরা,
কেঁদে কেঁদে হ'ল সারা,
আমরাও অশ্রু ফেলি দুখে।

সরোজ মধুর বোলে
'মাসিমা 'মাসিমা' ব'লে
করেছিস্ কত আবদার।

সোণার কমল মুখে
দিছি চুমু কত সুখে
আজ তুই আয়না আবার!

সুচারু লাবণ্য মাখা,
স্মৃতির কিরণে আঁকা,
চাঁদ মুখ দেখিবারে সাধ।

আয়না সোণার ছেলে
অভিমানে হেলে ছলে
ঘুচে যাক্ মোর অবসাদ।

চঞ্চল আঁখির কোলে
হাসির বিজলী খেলে
স্নেহে মাখা করে ঢল ঢল।

দেখিব কি আর বার?
প্রাণ-কাড়া হাসি আর,
রাঙা দুটী বিমল কপোল।

আধ আধ ভাঙ্গা স্বরে
বলিবি কি ধীরে ধীরে
"মাসিমা দাওনা সাদাফুল!"

উদিলে সোণার শশী,
হাসিতিস্ চারু হাসি
তাদেখে হাসিত তারাকুল।

* * * *

উচ্ছ্বাসে হইয়া সারা
ডাকিতিস্ "আয় তারা
আয় চাঁদ আয় মোর কাছে।"

ডেকে ডেকে শ্রান্ত হয়ে
মোর কোলে মাথা থুয়ে
ঘুমাইয়া পড়েছিলি শেষে।

ঘুমন্ত সে চাঁদ মুখে
দিয়েছি সোহাগে সুখে
শত শত স্নেহের চুম্বন।

সরোজ! সোণার ছেলে
অতীতের কথা তুলে
পাই প্রাণে বিষম বেদন।

'কোথা তুই' 'কোথা তুই' স্বরগের ফুল,
কে আমি হেথায় ব'সে হইরে আকুল!
থাক সুখে-মহা সুখে
জননীর স্নেহ বুকে
পাষাণে বাঁধিয়া বুক বলিনু আবার
থাক সুখে অতিদূরে—সরোজ আমার!

সরোজ!
তোরি ছোট বোন্ ইন্দু তোরি সনে আছে
শরতের 'কবি উষা' রেখো কাছে কাছে।
এক বৃন্তে দুটী ফুল
কোথা আর পাব তুল
স্বরগের কুঁড়ি তোরা-স্বরগের ফুল,
কে আমি হেথায় ব'সে হইরে আকুল!

শত মন্দাকিনী ধোয়া তোরা দুটী ফুল,
কে আমি হেথায় ব'সে হইরে আকুল
থাক সুখে-মহা সুখে,
জননীর স্নেহ-বুকে
পাষাণে বাঁধিয়া বুক বলিনু আবার,
থাক সুখে অতি দূরে সরোজ আমার।

কুসুমকুমারী দাস।

The Bamabodhini Patrika.

It is highly gratifying that our learned lady doctor Srimati Kadambini Ganguli will shortly start for Chicago to be present at the great Exhibition and help in making exhibit of the handwork of Indian ladies. She also intends to reside in the United States for sometime and compete for Medical degrees of the American Universities. While we wish her all success, we earnestly hope she will be the means of uniting the sisters of the New World with those of India.

We are glad to see that the Newnham College for ladies in London is helping the cause of female education in India. Miss Vokins, a student of the College, has filled the place of Miss Cough, Principal of Maharani's School in Mysore, who died a few months ago.

Miss Govindarajulu, Assistant Surgeon of Mysore, who has proceeded to Edinburgh to acquire a higher education in the faculty of the Medical profession, has been granted, says the Madras Journal of Education, a scholarship of £50 per annum, on the understanding that at the end of two years she will join the Mysore Medical Service, and continue to serve therein for a period of five years certain.

The total amount of expenditure on the girls' schools in Mysore was in 1891-92 Rs. 1,04,375 against Rs. 67,911 in the previous year. The consequence has been, as might be expected, the marked progress in female education in that province.

We are glad to find that Lala Bungsha Gopal Nande, grandfather of the present Minor Maharajah of Burdwan, has given Rs. 5,000 for the provision of separate kitchens and bathrooms for each ward in the new zenana Hospital in Calcutta. May such beneficent gifts increase!

Many of our readers might remember the honored name of Rao Sahib Rupram, the social reformer in Guzrat. On the 17th ultimo a deserving memorial in the shape of an asylum for the poor and helpless orphans and foundlings was opened in remembrance of his good works at Ahmedabad where he worked so long.

In our country we have got no association where teachers of youth might gather together and take steps to further the cause of education. The ninth annual meeting of the University Association of women teachers took place the other day, when Miss Walsh of Girton College, gave an interesting and appropriate address. The membership now numbers 426.

We are glad to read in the Report of Mr. Tawney, the acting Director of Public Instruction that in Bengal there has been a fair increase of both the girls and girls' schools during the last year. For particular reasons, the Government

cannot help female education as they have been doing in regard to the education of the boys. So it behoves the District Boards, the Municipalities as also the educated gentry to come forward and help the cause of female education throughout the country. More private efforts will have to be made in this way. We all desire the advancement of our people. This cannot be done if the better half of the population remain ignorant. The other day a powerful deputation attended the Secretary of State for India in London not to allow the Government of Bombay to decrease the aid granted to the Higher Girls' School in Poona. The deputation was assured that Lord Kimberley would see that the grant be not decreased, and that sufficient support be given to the cause of female education in the Western Presidency.

The success of Miss Jagannatham in having qualified herself in Medical degrees in England has encouraged some philantropic gentlemen in Scotland to come forward to defray the expenses of another Indian lady for Medical education in Great Britain for a term of 4 years. Miss Jagannatham has been appointed a Resident Medical Officer in Cama Hospital in Bombay, as an Assistant to Dr. Peechy.

The Viceroy, during his last visit to Mysore paid a well-merited tribute of praise to the Manager of the Maharani High girls' school. This good Institution has been educating hundreds of girls in English, Vernaculars, needle-work and music. The more the number of such schools, the greater will be the progress all round among the people. The Mysore Government also supports some female Medical pupils in Madras.

Mrs. Harrison, the wife of the President of the United States has died at the age of 58. She married early Mr. Harrison who after fighting a good many battles in life, at last achieved the greatest success, which an American citizen can aspire to. viz. becoming the head of the Executive Government at Washington. Mrs. Harrison presided over all the ceremonies in White House. She was much respected and liked by the American people for her courteous and kindly manners, and so her death has been deeply mourned by the people of the United States as a great loss. The Queen of England sent a sympathetic message to President Harrison on the occasion. In the States, the election for the Presidency comes after every 4 years. The next President is Mr. Cleveland, who is appointed a second time to the honorable post. Mrs Cleveland, although young, had been very popular, when her husband first presided over the Executive Mansion. She will again fittingly fill up the place on 4th March next for another 4 years.

Miss Marsden, who has been doing so much for the poor lepers of Siberia after having been honored by the Queen and the English people has gone over to America to collect money for the noble Mission. She is really a sister of mercy devoting all her life to alleviate the sufferings of the poor lepers in Asiatic Russia. She has been travelling all over that dreadful country, founding homes and Asylums for the suffering people. May all success attend the noble and self-sacrificing efforts of this lady! We would very much like to have a Miss Marsden among our own country-women.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৮ সংখ্যা। } ফাল্গুন ১২৯৯—মার্চ্চ ১৮৯৩। } ৫ম কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মিশরে গোলযোগ—মিশরের অধিপতি খেদিব এতদিন ইংরাজদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, এখন তাঁহার স্বাধীন হইবার ইচ্ছা প্রকাশ হওয়াতে ইংরাজ রণপোত তথায় দেখা দিয়াছে এবং খেদি-রের চৈতন্য উৎপাদনের চেষ্টা করা হইতেছে। শেষ ফল কি হয় বলিতে পারা যায় না।

সংস্কৃতের প্রতি অনুরাগ—জর্ম্মণেরা ইউরোপের মস্তক বলিয়া অভিহিত। তাহারা অনেকদিন হইতে সংস্কৃতের চর্চ্চায় বিশেষ অভিনিবিষ্ট। ডসন নামক তত্রত্য এক দার্শনিক পণ্ডিত সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়া এখানকার পণ্ডিতদিগকে চমৎকৃত করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃতে অনর্গল কথাবার্ত্তা কন, বেদ বেদান্ত প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র অনু-শীলন করিয়াছেন এবং শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন। আমরা আবার শুনিয়া আনন্দিত হইলাম নরওয়ে স্থইডেনের রাজা বড় বেদপ্রিয়। বেদ বিষয়ে যিনি উৎকৃষ্ট রচনা করি-বেন, তিনি তাঁহাকে এক স্বর্ণপদক উপহার দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

দান—মহারাজা সিন্ধিয়া কলি-কাতার ভিন্ন ভিন্ন কলেজ ও দাতব্যা-লয়ে প্রায় ৬০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। মহারাণী স্বর্ণময়ী গত ভাদ্র হইতে মাঘ এই ৬ মাসের মধ্যে অন্যূন ৩৩৮৮৫ টাকা নানাবিধ দেশহিতকরি কার্য্যে দান

করিয়াছেন। কে বলে মহারাণীর দানশীলতা খর্ব্ব হইয়াছে? ইহার মধ্যে ৫০০ ও তদধিক দানের উল্লেখ করা যাইতেছে;—

কলিকাতা ডিষ্ট্রীক্ট দাতব্য সভা	৫০০৲
সংস্কৃত কলেজে ছাত্র ফি	৬০০৲
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ফি	৯২৯৲
পুরীর মন্দির সংস্কার	৪০০০৲
মহারাণীর জমীদারী মধ্যে পুষ্করিণী সংস্কার	৫০০০৲
দেবীপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভিক্ষুকদিগকে দান	৬০০০৲
ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে দান	৩০০০৲
মধিসমিতি	১০০৲
চিকাগো প্রদর্শনে ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি	১০০০৲
শ্রাদ্ধ, বিবাহ ও অন্যান্য দায়গ্রস্ত লোকদিগকে দান	৭২০৪৲

হেওয়াই দ্বীপের বিপ্লব—আমেরিকা এই দ্বীপের পদচ্যুত রাজ্ঞীকে পেন্সন দিয়া ইহার স্বত্বাধিকার গ্রহণ করিতেছেন। তথায় মার্কিণদিগের জাহাজের আড্ডা হইবে।

কপট সন্ন্যাসিনী—গিরিবালা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক সন্ন্যাসিনীর বেশ ধরিয়া পাণ্ডুয়ার ৩টী ভদ্ররমণীকে গঙ্গাস্নান করাইয়া শ্রীক্ষেত্রে লইয়া যাইবে বলিয়া কলিকাতায় আনে। ইহাদিগকে কুলি ডিপোতে লইয়া যাওয়া তাহার অভিপ্রায় ছিল। সন্ন্যাসিনী হাজতে, মোকর্দ্দমা চলিতেছে।

আশ্চর্য্য বিবাহ—ভৌনগরের রাজকন্যা কুমারী রম্বার সহিত পুররন্দরের রাজপুত্র কুমার ভারসিংজির বিবাহে বর উপস্থিত হইতে না পারিয়া তাঁহার তরবারি পাঠাইয়াছিলেন, সেই তরবারি বর স্থানীয় হইয়া কন্যা গ্রহণ করেন। এক রমণী এই তরবারীবাহিকা হইয়াছিলেন। কন্যা ভৌনগরে যাইলে বিবাহের উদীচ্য কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

চিকাগো মহামেলা—গণ্টুরের মুসলমান রমণীদিগের শিল্পবিদ্যালয় হইতে ২০০০ টাকা মূল্যের শিল্পজাত এই মহামেলায় প্রদর্শনার্থ প্রেরিত হইয়াছে।

কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাব্জী—এই বোম্বাইবাসিনী রমণী বিলাতে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন। ইনি অক্স‌ফোর্ডের বি, সি, এল উপাধি পাইয়াছেন।

মান্দ্রাজে নারীবলি—গুপ্তধন আবিষ্কারের আশায় মান্দ্রাজের এক উকীল ব্রাহ্মণের কন্যাকে কয়েক ব্যক্তি ধরিয়া আনিয়া বলি দেয়। তন্মধ্যে এক পেন্সনপ্রাপ্ত পেয়াদা ছিল, তাহার দোষ সপ্রমাণ হওয়াতে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়—প্রবেশিকা পরীক্ষায় এ বৎসর ২৯টী বালিকা পরীক্ষা দিয়াছে, তন্মধ্যে ৯টী বাঙ্গালী, অবশিষ্ট ফিরিঙ্গী ও ইউরোপীয়।

পৃথিবীর শ্বসনক্রিয়া।

এই প্রস্তাবের শিরোনাম দেখিয়াই অনেকে আশ্চর্য্য হইবেন। বাস্তবিক ইহাতে আশ্চর্য্য হইবারই কথা। চেতন পদার্থই (উদ্ভিদও চেতনের অন্তর্গত) শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে, অচেতন জড় পদার্থ পৃথিবীও যে শ্বাস গ্রহণ ও নিশ্বাস ত্যাগ করিবে ইহা সহজে বিশ্বাস হয় না। ত্রিংশৎ বৎসর অতিবাহিত হইল প্রস্তাবলেখক একদা কাব্যভাবে মোহিত হইয়া জগৎ 'জীবন্ত' বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যথাঃ—

* * * * * * * * *

"সেই মত জানিবে এ অখিল সংসার।
প্রত্যক্ষ শরীরধারী সচেতন প্রাণী,—
প্রাণী মধ্যে প্রাণী থাকে এ তো সবে জানি।
আমাদেরি ক্ষুদ্র-দেহে কত দেহী চরে!
তেমতি আমরা চরি অবনী উপরে।
অবনীও কোন এক মহাপ্রাণি কায়ে
ক্ষুদ্রতম অণুমত রহে লুকাইয়ে।"

বিজ্ঞানবিভা—অসীমছালোক।

আজি জগতের অগ্রণী বৈজ্ঞানিক পত্রে* তাঁহার মতের প্রতিপোষক প্রস্তাব পাঠ করিয়া তিনি যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছেন যে পৃথিবীর শরীরের যে সমস্ত অংশ জলশূন্য, স্থূলতঃ তাহা সছিদ্র। সেই সমস্ত ছিদ্রদ্বারা পৃথিবীর উপরিস্থ নির্ম্মল বায়ু রাশি নিয়ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট এবং তদভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু বহির্গত হইতেছে। স্বাভাবিক অতল-স্পর্শী আগ্নেয় গিরি-গহ্বরে ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। পৃথিবীর ধমনীচ্ছেদ করিয়া গভীর পাতাল কূপ খনন করিবার সময়ও নিয়মিত শ্বসনক্রিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং তদুপরি বায়ুমান যন্ত্র স্থাপিত করিলে ইহা আরও সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। আমেরিকায় ইলেনয়িস ও আয়রা প্রদেশে অনেকগুলি অতলস্পর্শী বাষ্প-কূপ (Gas-well) আছে, এগুলি নিয়মিত সময়ে বাষ্প বা বায়ুত্যাগ ও বায়ুগ্রহণ করিয়া থাকে। স্থানউডের নিকট ওরগণেও একটী শ্বসনশীল কূপ আছে। ইহার ৯০ পাদ গভীরতায় নিম্নে জলীয় স্তর বা জলপ্রবাহ। কূপটী ক্রমশঃ কর্দ্দম, বালুকা, প্রস্তর ও মৃদঙ্গারের স্তর ভেদ করিয়া খনিত হইয়াছে। মৃদঙ্গারের তরল স্তর ৮০ পাদের নিম্নে। তন্নিম্নে ভগ্ন প্রস্তর ও আগ্নেয়গিরিপ্রসূত ধাতুচূর্ণ। তন্মধ্য দিয়া জলপ্রবাহ শনৈঃশনৈ নিঃসৃত হইতেছে। কূপটী খনন সময়ে মধ্যে মধ্যে প্রভূত বাষ্প নির্গত হইয়া অত্যন্ত কষ্টের কারণ হইত; কিন্তু যখন খনন

* Scientific American January 14, 1893.

কার্য্য সম্পূর্ণ হইল, তখন আর এক প্রকার বিপদ্। প্রথমতঃ অবিশ্রান্ত বাষ্প নির্গত হইতে লাগিল, তদনন্তর যতক্ষণ ধরিয়া বাষ্প নির্গত হইয়াছিল, ঠিক্ ততক্ষণ ধরিয়া উপরিস্থ বায়ুরাশি সেইরূপ বেগে কূপ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। জল যেমন ৯০ পাদ নিম্নে প্রবাহিত ছিল, তদ্রূপই রহিয়া গেল। এক্ষণে কেবল নিয়মিতরূপে বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ সম্পন্ন হইতেছে। এই শ্বসন কার্য্য এক হইতে পাঁচ কিম্বা ছয় দিন ব্যাপিয়া হইতেছে। ইহা এরূপ প্রবলবেগে সম্পন্ন হয় যে, তদ্দ্বারা একটী বায়ুযন্ত্র (উইণ্ড মিল) অনায়াসে চালিত হইতে পারে। কেবল যন্ত্রের পক্ষসকল বাষ্প বা নিশ্বাস ত্যাগের সময় একদিকে এবং বায়ু গ্রহণ কালে বিপরীত দিকে চালিত হইবে মাত্র।

বায়ুমান যন্ত্রের দ্বারা যে কোনও বৃহৎ-খাদ গভীর গহ্বর মধ্যে এই শ্বসন ক্রিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। যিনি ইচ্ছা করেন, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

ভেস্তা কুমারী সম্প্রদায়।

প্রাচীন রোমীয় জাতি বর্ত্তমান পারসীদিগের ন্যায় অগ্নিপূজক ছিলেন কি না তাহা বলা যায় না, কিন্তু তাহাদিগের আরাধ্যা দেবী ভেস্তার মন্দিরে পূত হুতাশন চিরপ্রজ্বলিত থাকিত। ভেস্তা গ্রীক দেবী হেস্তিয়ার ন্যায় অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী। বোধ হয় আর্য্যদিগের দেব হুতাশন হেস্তিয়া দেবীরূপে কল্পিত। ইঁহার মন্দিরে পবিত্র অগ্নি সংরক্ষণার্থ ছয়টী কুমারী অগ্নিহোত্রীরূপে নিযুক্তা থাকিতেন। কুমারীগণ সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভবা সুলক্ষণা এবং ছয় হইতে দশম বৎসর বয়সে মনোনীতা হইতেন। ইহাদিগের ব্রত বা পরিচর্য্যার কাল ত্রিশ বৎসর নির্দ্ধারিত ছিল। ত্রিশ বৎসর ব্রত পালন করিয়া উদ্‌যাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন। তখন তাঁহারা যদৃচ্ছ বিবাহাদি করিয়া সংসার-ধর্ম্ম করিতে পারিতেন। কিন্তু সচরাচর কুমারীগণ সংসার-ধর্ম্মাবলম্বন না করিয়া চিরকুমারী থাকিয়া ভেস্তা দেবীর পরিচর্য্যাতেই জীবনাতিপাত করিতেন। সংসারের প্রতি এই ঔদাসীন্য যে বৈরাগ্য-জনিত, তাহা সর্ব্বথা বর্ণিত হয় নাই। তবে যে সকল কারণে আমাদিগের দেশের মোহন্তগণ দায়গ্রহণ না করিয়া দেবসেবায় জীবন যাপন করিয়া থাকেন, এই কুমারীগণের মধ্যেও সেই সকল কারণের অসদ্ভাব ছিল না। সমগ্র রোমীয় সাম্রাজ্যের পূজা গ্রহণ পূর্ব্বক ইহারা অতুল সম্পত্তিশালিনী হইতেন। স্বয়ং সম্রাট্ও ইহাদিগকে দেবীবৎ পূজা করি-

তেন, সুতরাং ইহাঁরা রাজবিধি দ্বারাও শাসিতা হইতেন না। রাজসভা ও জনসমাজে—প্রকাশ্য বা গুপ্ত স্থানে সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে ইহাদিগকে দেবীবৎ আমন্ত্রণ করা হইত। ইহাদিগের অনুগ্রহ বা বিরাগভাজন হওয়া মহাভাগ্য বা অভিশাপের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। এরূপ স্থির সৌভাগ্যপূর্ণ আধিপত্য ও অসীম সম্পত্তির বিনিময়ে কে সাংসারিক অনিশ্চিত সুখের আকিঞ্চনে প্রয়াস পায়? কাজে কাজে ইহাঁরা চিরকৌমার্য্য ব্রতেরই পক্ষপাতিনী থাকিতেন। এখানে ভোগবিলাসিতারও অভাব হইত না। ধর্ম্মের ছদ্মবেশে গোপনে গোপনে এমন কুকার্য্যই ছিল না যাহা ইহাঁদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত না হইত, তবে তজ্জন্য ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক হইয়া চলিতে হইত। যে হতভাগিনী তাদৃশ সতর্কতা সহকারে স্বীয় দুশ্চরিত্র গোপনে সমর্থা না হইত, তাহারই সর্ব্বনাশ হইত। প্রকাশ্য পাপাচরণের শাস্তি জীবদ্দশায় কবরস্যাৎ করা। সম্ভ্রান্তবংশীয় ও পদমর্য্যাদাশীল বিলাসী ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা এই পাপাচরণে সংলিপ্ত থাকিত বলিয়া অনেকের চরিত্র অপ্রকাশিত থাকিত। তবে ইহাঁদিগের মধ্যে উন্নত হৃদয়া দেব-চরিত্রা রমণীরও অসদ্ভাব ছিল না এবং তাঁহাদিগের প্রার্থনা ও চেষ্টায় রোমকজাতির অনেক কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। কিন্তু মানব-সংসারে সকল সদনুষ্ঠানের যেমন অপব্যবহার হয়, এই অগ্নিহোত্রীদিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল। ভেস্তার অগ্নিরক্ষণ ব্যতীত ইহাঁদিগকে আর একটী দেবীর পরিচর্য্যা করিতে হইত। এটী ত্রয়ের ইষ্টদেবী পালাদিয়ম। গ্রীকেরা ত্রয়ের ধ্বংস সাধন করিলে ত্রয়-রাজজামাতা ইনিস এই দেবীমূর্ত্তি রোমে আনয়ন করেন। তদবধি ইনি রোমেরও ইষ্টদেবী বলিয়া পূজিতা। খৃষ্টীয় ৩৯৪ অব্দে যখন এই কুমারী সম্প্রদায়ের চরিত্র-রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং তজ্জন্য কুমারীদিগকে দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়, তখন কুমারীরা ষড়যন্ত্র করিয়া ভেস্তা ও পালাদিয়ম উভয় দেবীমূর্ত্তিরই ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। তদবধি এই কুমারী সম্প্রদায়েরও বিলোপ হইয়াছে।

অপূর্ব্ব পণ্য।

পাঠিকারা অনেক প্রকার পণ্যদ্রব্যের কথা শুনিয়াছেন বা পাঠ করিয়াছেন। বর্ব্বর জাতির মধ্যে পুত্র কন্যা বা পত্নী বিক্রয়ের দৃষ্টান্ত অবিরল নহে, সভ্যজগতে আত্মবিক্রয়ের চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সে সকল পণ্য মধ্যে ধর্ত্তব্য নহে। স্বোদরপূরণ বা পুত্র কন্যাদিগের ভরণ পোষণার্থে যে সকল অনাথিনী মস্তকের কেশ বা বদনের দশন বিক্রয় করেন, তাঁহারা

অমানুষী দেবী। ভিক্টর হিউগো তাঁহার "লেস মিজারেবল" গ্রন্থে দরিদ্রা ফন্‌-টাইনের চিত্র এইরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন। হতভাগিনী তাঁহার শিশু সন্তানের ভরণ পোষণার্থে সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া অবশেষে আপনার মস্তকের সুন্দর কেশ ও বদনের মুক্তাফলনিভ দন্তগুলি পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়াছিল! এই দুঃখপূর্ণ ঘটনা বাস্তবিক ঘটিয়াছিল কি না আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না, কিন্তু আমরা যে ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই প্রস্তাবের অবতারণা করিয়াছি, ইহা প্রগাঢ় সত্য। একটী রেলওয়ে কর্ম্মচারী রেলওয়ে দুর্ঘটনায় আহত হইয়া সানফ্রান্‌সিস্‌কো হাঁসপাতালে নীত হয়। তাহার দক্ষিণ পদ দগ্ধ হইয়া বিষম ক্ষত হইয়াছিল। তাহার আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। চিকিৎসকেরা শেষে যুক্তি করিয়া স্থির করিলেন যদি কোন জীবিত ব্যক্তির শরীর হইতে নয় ইঞ্চ দীর্ঘ ও পাঁচ ইঞ্চ প্রস্থ পরিমাণ একখণ্ড মাংস কাটিয়া ক্ষত স্থানে সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা ক্ষত স্থানে সংযুক্ত হইয়া ক্ষত পূর্ণ ও পদ আরোগ্য হইতে পারে। কিন্তু কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুষ্কর ত্যাগস্বীকার করিয়া আপনাকে বিপদাপন্ন করিবে? হতভাগ্যের একজন সহচর কর্ম্মচারী প্রথমতঃ আপনকার গাত্র হইতে মাংস কাটিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, কিন্তু যখন মাংসের পরিমাণের কথা বলা হইল, তখন ভয় পাইয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। অবশেষে আহত ব্যক্তি নিরাশ হইয়া প্রকাশ করিল যে "যে এইরূপ আপনার শরীর হইতে মাংস দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিবে, মাংসের মূল্য স্বরূপ তাহাকে একশত ডলার (প্রায় তিন শত টাকা) প্রদান করিবে।" উক্ত হাঁসপাতালে লুসি প্লাট নাম্নী একটী বিধবা ধাত্রী ছিল। ইহার তিনটী অপগণ্ড শিশুসন্তান হাঁসপাতালে বৃত্তি স্বরূপ যাহা পাইত, তাহাতে তাহার সংসার চলিত না। একশত ডলার পাইলে অনেক উপকার হইবে, ভাবিয়া দরিদ্রা সন্তান-বৎসলা আপন অঙ্গচ্ছেদ করিয়া মাংস প্রদান বা বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। অনেকে তাহাকে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু সে কাহারও বাক্যে কর্ণপাত করে নাই। অকুতোভয়ে ও প্রসন্নচিত্তে সে চিকিৎসক সমিতির নিকট উপস্থিত হয় এবং অম্লানবদনে আবশ্যক মত মাংসখণ্ড দান করে। অস্ত্র চিকিৎসককে মাংসখণ্ড কাটিয়া লইবার সময় কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। অঙ্গচ্ছেদ সম্পন্ন হইলে এবং ক্ষতস্থান ঔষধ দ্বারা বাঁধিয়া দিলে বিধবা স্বয়ং একশত ডলার গণিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে গৃহে গমন করিল। বলা বাহুল্য যে তাহার ক্ষত স্থান অচিরে আরোগ্য হইয়াছে এবং আহত রেল-কর্ম্মচারীরও পদ পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইয়াছে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাত্মা নানক সাহ নূতন ধর্ম্ম আবিষ্কার করতঃ শান্ত. নিরীহ যোগীকুলের ন্যায় শিখ (শিষ্য শব্দের অপভ্রংশ) সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। সেই শিখগণ যত দিন না মুসলমানগণ কর্ত্তৃক নিরাপরাধে বিনষ্ট হইতে লাগিল—যত দিন না তাহারা মোগলসম্রাটের ঘোরতর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়াছিল, ততদিন তাহারা মহদাশয় নানকের জ্ঞান অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু বাবর ও আকবরের অনুপযুক্ত বংশধর—সম্রাট্ কুলকলঙ্ক দুর্বৃত্ত অরঙ্গজেবের অত্যাচারে তেমন সুশীতল স্থির সলিল রাশির ন্যায় শিষ্য সম্প্রদায়ে বিগ্রহবাড়বানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। "ঈশ্বরের কথা ব্যতীত অন্য অস্ত্রে যুদ্ধ করিও না" বলিয়া নানক যে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন, সম্রাটের অত্যাচার হইতে রক্ষার্থ সেই মহান্ উপদেশ শিখকুল উল্লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সময়ে শিখ সম্প্রদায়ের অধিনায়ক হইয়া যে মহাত্মা তাহাদিগকে চালিত করিতেছিলেন—যিনি স্বজাতির, স্বশ্রেণীর, স্বধর্ম্মীর ও স্বদেশের প্রতি অত্যাচার দর্শন করিয়া হৃদয়ে তীব্র বেদনা অনুভব করিয়াছিলেন—যিনি অবিচলিত অধ্যবসায়ে ও মহোৎসাহে এই কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বার্থকে বলি দিয়াছিলেন—যাঁহার তেজস্বিনী বক্তৃতা, অদম্য সাহস ও মহাপ্রাণতা অস্থিতে অস্থিতে প্রবিষ্ট হইয়া শিখ সম্প্রদায়ে নবজীবন সঞ্চার করতঃ জাতীয় জীবনের অঙ্কুর উদ্ভাবন করিয়াছিল, সেই মহাত্মাই এই প্রবন্ধের শীর্ষক 'গুরু গোবিন্দ সিংহ।'

গুরু গোবিন্দ সিংহ ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাটনানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। নানক শাহ হইতে গুরু গোবিন্দ পর্য্যন্ত বংশ নির্ণয় করা কঠিন, কারণ নানকের পর যিনি গুরু পদ গ্রহণ করেন, তিনি নানকের পুত্র বা পৌত্র নহেন, তিনি একজন শিষ্য। নানকের পর তিন জন শিষ্য পরপর গুরু পদ প্রাপ্ত হইয়া পরলোক গত হইলে অর্জ্জুনমল চতুর্থ গুরু হইলেন। এই চতুর্থ গুরু হইতে গোবিন্দ সিংহ পর্য্যন্ত একটী বংশতালিকা নিম্নে দেওয়া গেল। ইঁহাদের বংশের পরিচয় যতদূর পাইয়াছি, এই বংশ তালিকায় বোধ হয় তাহা পরিষ্কাররূপে প্রকাশিত হইবে।* চতুর্থ গুরু যদি

* অর্জ্জুনমল
|
হরগোবিন্দ
|
গুরুদিতা, সুরজসিংহ, তেগবাহাদুর, অটলরায়, অমররায়

গুরুদিতা → দাহরমল, হররায়
হররায় → রামরায়, হরেকৃষ্ণ
তেগবাহাদুর → গোবিন্দসিংহ

নানকের জ্ঞাতি হয়েন, তবে ইঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় মহারাজ রামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলা যাইতে পারে। নানক যে লব বংশীয় বলিয়া প্রথিত, তাহা আমরা প্রস্তাবান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গুরুশ্রেণী।

(১) নানক, (২) অঙ্গদ, (৩) অমর দাস, (৪) রামদাস, (৫) অর্জ্জুনমল, (৬) হরগোবিন্দ, (৭) হররায়, (৮) হরে কৃষ্ণ, (৯) তেগবাহাদুর, (১০) গোবিন্দ সিংহ।

কাহারও কাহারও মতে নানককে ছাড়িয়া দিয়া অঙ্গদ প্রথম ও গোবিন্দ সিংহ নবম গুরু স্থানীয়।

অর্জ্জুনমল ও হরগোবিন্দ মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিষ্ঠুররূপে নিহত হয়েন, এবং তেগ বাহাদুরের অবস্থাও স্বীয় পিতা ও পিতামহের ন্যায় ঘটে। তেগ বাহাদুর মৃত্যুর জন্য যখন দিল্লীতে নীত হয়েন তখন গোবিন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "শুন গোবিন্দ! আমি চির বিদায় লইয়া দিল্লীতে চলিলাম, কিন্তু আমার দুটী কথা কি তোমার স্মরণ থাকিবে? একটী, আমার মৃত্যুর পর আমার দেহ শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইতে দিও না, দ্বিতীয়টী—তোমার পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের শোচনীয় মৃত্যুর বিষয় বিস্মৃত হইয়া ভোগ-বিলাসের অধীন হইও না।" এই সময় গোবিন্দের বয়স পনর বৎসর মাত্র, গোবিন্দ অশ্রুজলে বদনমণ্ডল প্লাবিত করিয়া পিতার নিকট "তাহাই হইবে" বলিয়া বিদায় লইলেন। এখন হইতেই গোবিন্দ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যপালনে দৃঢ়ব্রত হইলেন। বলা বাহুল্য যে দিল্লী হইতে পিতার মৃতদেহ শিষ্যদিগের দ্বারা আনয়ন করিয়া সৎকার করিলেন। পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পিতার নিকট যে অঙ্গীকার করিয়া তাঁহার আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, গোবিন্দ সে অঙ্গীকার আজীবন এক মুহূর্ত্তও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। হরগোবিন্দ যদিও শিখ সম্প্রদায়ে অস্ত্র শিক্ষার প্রথম প্রচলন করেন, কিন্তু গোবিন্দসিংহ সেই অস্ত্রের জীবনদাতা অর্থাৎ শিখদিগকে ইনিই যুদ্ধ শিক্ষা প্রদান করেন এবং ইঁহারই তেজে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহে অবতীর্ণ হয়। গোবিন্দ সিংহ যদিও জীবনের শেষাংশে মোগলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তিনি উচ্ছৃঙ্খল শিখ সম্প্রদায়ের সুশৃঙ্খলা সাধনে নিযুক্ত ছিলেন। গুরুগোবিন্দ সিংহ যদি জীবন-মধ্যাহ্নে গুপ্ত হত্যা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিতেন, তাহাহইলে ভারত সম্রাজ্যের ভাগ্যচক্র কোন্‌দিকে চালিত হইত কে বলিতে পারে? ইনি এক সময় আরঙ্গজেবকে বলিয়াছিলেন, "আপনি হিন্দুকে মুসলমান করিতেছেন, আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব; আপনি

আপনাকে নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্তু সাবধান! আমার শিক্ষাবলে চটক শ্যেনকে ভূপাতিত করিবে।” গুরু-গোবিন্দ সিংহের এই তেজোগর্ব্বিত বাক্য মিথ্যা হয় নাই। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে নাহনের সর্দ্দারের সহিত মোগলদিগের বিপক্ষে তাঁহার প্রথম যুদ্ধ সংঘটন হয়, এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ জয়লাভ করেন। নাদন* রাজের সপক্ষে মোগলের বিরুদ্ধে মিয়া খাঁ নামক মোগল সর্দ্দারের সহিত ইহাঁর দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়, এ যুদ্ধেও গোবি-ন্দের জয় হয়। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে দিলির খাঁর সহিত ইহাঁর তৃতীয় যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে গোবিন্দ সিংহ প্রথমে পরা-জিত হয়েন ও তাঁহার দুইটী শিশুসন্তান মুসলমানকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। যে স্থলে এই যুদ্ধ হয় তাহা আজও মুক্তসর নামে প্রসিদ্ধ, কারণ এই পরাজয়ের পর ইনি এখান হইতে সপরিবারে চম্পাকুমারে প্রস্থান করেন। এই পরাজয়ের পর গোবিন্দসিংহ,আরও একটী যুদ্ধে মোগল-দিগকে পরাস্ত করেন। গোবিন্দসিংহ নিজে বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং ইনি গ্রন্থাদি প্রণয়ন করি-য়াও লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া-ছিলেন। গোবিন্দের পূর্ব্বে অন্য কোনও গুরুর সিংহ উপাধি ছিল না, যুদ্ধ কার্য্য ও বীরত্বের পরিচায়ক সিংহ উপাধি গোবিন্দ নিজে সৃষ্টি করিয়া উহা গ্রহণ করেন ও শিষ্যদিগকে প্রদান করেন। গোবিন্দ সিংহ পণ্ডিত, অধ্যবসায়শীল, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধকৌশলবিদ্ স্বদেশানুরাগী তেজস্বী বীর এবং ধার্ম্মিক সন্ন্যাসী ছিলেন। গোবিন্দ সিংহ যখন তাঁহার শিক্ষিত চটক দ্বারা মোগল সৈন্যকে সন্ত্রাসিত করিতেছিলেন, সেই সময় যদি তিনি ও শিবজী দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইয়া একতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া হতভাগিনী ভারতমাতাকে উদ্ধার করিবার জন্য অসি সঞ্চালন করিতেন, তাহা হইলে ভারতসিংহাসন আর বাহাদুর সাহকে ক্রোড়ে স্থান দিত কি না সন্দেহস্থল। কিন্তু হায়! ভারতের অদৃষ্টে যে বিধি তাহার সন্তানগণের বুকচিরা শোণিতা-ক্ষরে লিখিয়াছিলেন, “অধীনতা—লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধ হও” তাহা কে খণ্ডাইবে? গোবিন্দ হিন্দু মুসলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করিয়া—বামন, বৈশ্য, শূদ্রকে এক সূত্রে গ্রথিত করিয়া যে গভীর-সাধনা, একপ্রাণতা, স্বাধীনতা, স্থিরতা ও নিস্পৃহতা শিখগণের মজ্জায় মজ্জায়, অস্থিতে অস্থিতে, শিরায় শিরায় প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিলেন,তাহাতে শিখসমাজ নববলে নবজীবনে অভ্যুত্থিত হইতে পারিয়াছিল, কিন্তু গুরুগোবিন্দের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের ভাগ্যলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইলেন বলিতে হইবে। আজও শিখ-সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ। গুরু-গোবিন্দ সিংহ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে গোদাবরী তীরবর্ত্তী নাদর নামক স্থানে কোনও

* নাদন রাজ্য শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিমে ও জম্বুর দক্ষিণ পূর্ব্বে অবস্থিত।

পাঠানের হস্তে জীবনত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার একটী সন্তানও জীবিত ছিল না। ইনি শিষ্যগণকে কিরূপে শিক্ষা দিতেন, তাহার একটী উদাহরণ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

গোবিন্দ সিংহ সময় সময় নির্জ্জন বাস করিয়া শাস্ত্রাদি পাঠে নিয়ত রত থাকিতেন। একদা ইনি নির্জ্জনে গিরিগুহায় বাস করিতেছিলেন। গোবিন্দ যথায় নির্জ্জন বাস করিতেন, ইঁহার শিষ্যগণ তাহা জানিত এবং আবশ্যক হইলে তথায় গিয়া গুরুর সহিত সাক্ষাৎ করিত। এক সময় রঘুনাথ নামক একজন শিষ্য ঐ গিরিগুহায় আসিয়া গুরুকে ৫০,০০০ টাকার দুখানি হস্তাভরণ উপহার দিল। গুরু উহা গ্রহণ করতঃ শিষ্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলয় দুটী পার্শ্বে রাখিয়া দিলেন—অমনি তাহার একটী গড়াইয়া নদীস্রোতে পতিত হইল। রঘুনাথ দেখিবামাত্র জলে নামিয়া উহার অন্বেষণ করিতে লাগিল, কিন্তু পাইল না। তখন রঘুনাথ একজন ডুবারী আনিয়া তাহাকে ৩০০ টাকা প্রদান করিবে বলিয়া জলে নামাইয়া দিয়া গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা করিল ঐ বালা কোথায় পড়িয়াছে? গুরু দ্বিতীয় বালাটী নদীতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন "ঐখানে পড়িয়াছে।" তদ্দর্শনে ডুবারী সবিস্ময়-চিত্তে ফিরিয়া গেল। রঘুনাথ গুরুর নিস্পৃহতা দর্শনে মোহিত হইয়া সেই অবধি বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করিয়া গুরুর দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল।

প্রতিমা বিসর্জ্জন।

সাঙ্গ জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়।
মর্ত্ত্য-অভিনয় শেষ হয় প্রায়!
কাল পারাবারে অনন্ত পাথারে
উন পঞ্চাশত
বর্ষ ভেসে যায়। ১

পার্থিব বন্ধন একে একে যত,
কষিতে কষিতে ছিঁড়িছে নিয়ত!
উজান বহিল, ভাটিতে পড়িল,
ক্ষীণ তনু-তরী
বহে আর কত? ২

সম্পদ বিপদ, সংযোগ বিয়োগ,
সুখ দুখ, হর্ষ শোক ভোগ রোগ,
ঘটনার ঘোরে দিবানিশি ঘোরে,
অদৃষ্ট আবর্ত্তে,
কর্ম্ম-ফল যোগ! ৩

জীবন বৃক্ষের অবশিষ্ট ফুল
ফুটিতে ফুটিতে ছিঁড়ি বৃন্তমূল,
সহসা খসিল, সর্ব্বনাশ হৈল,
উন্মূলিত হৈল
আশালতা মূল! ৪

জীবনের সাধ সমস্ত ঘুচিল!
জনমের মত ভোগ ফুরাইল!
শ্মশান সংসার, আঁধার আগার,
প্রজ্বলিত দীপ
সহসা নিবিল! ৫

কত সাধ, ফুল, ছিল তব মনে!
শোভাময়ী তুমি, সংসার কাননে!
আহ্লাদে হাসিতে, আনন্দে ভাসিতে,
সোহাগে দোলিতে
সুখ সমীরণে! ৬

সংসারের হিত সাধিতে বিব্রত,
কতই আগ্রহে খাটিতে নিয়ত!
সদাহাস্য মুখ, জানিতে না দুখ,
পূর্ণ আশা ভরে
সুখী ছিলে কত! ৭

ভাবিতে এমতে যাবে চিরকাল!
ভাঙ্গিল স্বপন অসময়ে কাল!
সোণার সংসার হৈল ছার খার!
জ্বলিল আবার
দাবাগ্নি বিশাল! ৮

সংসার কাননে মঞ্জরিয়া ক্ষণে,
আশা-কুশা-লতা কালের দংশনে,
ফুটন্ত সময়ে, ছিন্নমূল হ'য়ে;
আছাড়িয়ে যবে
ত্যজিল জীবনে! ৯

অমার আঁধারে ঘেরিল ভুবন!
শূন্যময় হেরি হৈনু অচেতন!
হারালাম জ্ঞান, সারা হৈল প্রাণ,
কর্ম্ম-ভোগ হেতু
নহিল মরণ! ১০

কত সাবধানে, কত সন্তর্পণে,
ছিন্নমূল তন্তু গুছায়ে যতনে,
বান্ধি হৃদি দলে, সিঞ্চি অশ্রুজলে,
কত যে কাঁদিনু
গুমরিয়া মনে! ১১

সতী দেহ চক্রে খণ্ড খণ্ড করি
দিগ দিগন্তরে নিক্ষেপিলা হরি!
আকুল শঙ্কর যোগে দিলা ভর,
সাধনায় পুনঃ
লভিলা শঙ্করী! ১২

না জানিনু কোন্ সাধনার বলে?
কোন্ পুণ্য ফলে? কি গূঢ় কৌশলে?
ছিন্ন মূল হৈতে পুনঃ আচম্বিতে,
গজায়ে অঙ্কুর
পুষ্ট হৈল দলে! ১৩

পুনঃ কিশলয় নূতন নূতন
সোহাগে সতেজে দিল দরশন!
পুনঃ মঞ্জরিল, সৌরভ ছুটিল,
লাবণ্য প্রভায়
উজলিল বন! ১৪

কৃশ লতা ক্রমে বর্দ্ধিতা হইয়া
ছায়ায় সংসার ফেলিল ছাইয়া!
বৃন্তে বৃন্তে ফুল, কলিকা মুকুল,
দলে দলে মধু
পড়ে চলকিয়া! ১৫

নিয়তির গতি রোধে সাধ্য কার?
ফুটন্ত সময়ে লতিকা আবার!
সহসা কি হৈল, আছাড়ি পড়িল,
কিশলয় শীষ
লোটে চারিধার! ১৬

মুকুল কুসুম, কলিকা শুকায়,
কোমল পাবড়ী ঝ'রে প'ড়ে যায়!
বৃন্ত চ্যুত হৈয়া ভূমিতে খসিয়া
কচি কচি ফল
গড়াগড়ি যায়! ১৭

দেখিতে দেখিতে একি চমৎকার!
স্বর্ণ-লতিকার চিহ্ন নাহি আর!
মূল উৎপাটিয়া চিবিয়া চিবিয়া
গরাস করিল
কাল দুরাচার! ১৮

আর এ সংসারে লতিকা সুন্দরী
হাসিবে না পুনঃ বন আলোকরি!
সাজি ফল ফুলে, বাঙ্কি বাহু মূলে,
দোলিবে না আর
হৃদি দল ধরি! ১৯

স্নেহে সিক্ত করি প্রেম কিশলয়
আর না শীতল করিবে হৃদয়!
জনমের মত ফুরাল তাবত
পৃথিবীর সুখ
ভোগ সমুদয়! ২০

সংসারের সাধ মিটিল সকল!
নিবিল প্রবল আসক্তি অনল!
ফুরাইল আশা ঘুচিল পিপাসা,
উন্মূলিত হৈল
বাসনার দল! ২১

নীরস জীবন নিরাশে জ্বলিল!
হাহাকার রবে ভুবন ভরিল!
এ ঘর সংসার, কার তরে আর?
শূন্য গৃহ চির
শোকে পূর্ণ হৈল! ২২

বিধির বিচার অন্যথা কি হবে?
কোথা জন্মদুঃখী ভাগ্যে সুখ লভে?
না জানি সংসারে দুঃখ ভুগিবারে
এ পাপ জীবন
কত দিন রবে? ২৩

কেন আর শোক? দুঃখ কি কারণ?
কিসের বিপদ? কেন বিলাপন?
পালা ফুরাইল, লীলা সাঙ্গ হৈল,
প্রেমের প্রতিমা
হ'লো বিসর্জন! ২৪

৩রা ফাল্গুন—১২৯৯।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

সভ্যজগতে সচরাচর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দ্বিবিধ পদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে—শবদাহ ও শবসমাধি। প্রাচীন আর্য্যজাতি বহুদর্শন দ্বারা শবদাহ প্রথা প্রচলন কি করিয়া বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াই গিয়াছেন! ম্লেচ্ছজাতি অনার্য্য সুতরাং তাহারা আর্য্যজাতির বিপরীত আচরণ করিত। শব কবরসাৎ করিবার প্রথা তাহাদিগেরই দ্বারা প্রচলিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু অধুনা এই উভয় প্রথারই ফলাফল বিবেচনা করিয়া সভ্যজগতে ভয়ানক আন্দোলন উপ-

স্থিত হইয়াছে। য়ুরোপীয়গণ এক্ষণে শবদাহের আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্থানে স্থানে চিতা নির্ম্মাণ করিতেছে। এখানে শব সকল বৈজ্ঞানিক কৌশলে দাহ করা হইয়া থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে য়ুরোপে প্রথম চিতা নির্ম্মিত হয়। ইহার কিছুপূর্ব্বে ইতালিতে পরীক্ষার্থে কতিপয় চিতা প্রস্তুত হইয়াছিল। এক্ষণে লণ্ডন, রোম, ব্রসেল্স, মিলান, ড্রেসডেন, কোপেনহেগেন, ইত্যাদি অনেক নগরে স্থায়ী চিতা নির্ম্মিত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইতিমধ্যে ৪টী চিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে শবদাহ সমিতির সভাপতি সার হেনরি টমসন। তাঁহার মতে বাইবেল-প্রোক্ত "ভস্ম ভস্মে ও ধূলা ধূলীতে লীন" হইবে ইহা প্রগাঢ় সত্য। তিনি বলেন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বারা শরীরের শুদ্ধিসাধন হয়। শারীরিক ব্যাধি ও ব্যাধিবীজ সকল অগ্নিসংস্কারেই বিনষ্ট হয় এবং অবশিষ্ট অংশ ধূলি বা মৃত্তিকাসাৎ হয়। মৃত্যুর পর অঙ্গ অঙ্গ ইন্দ্রিয় ও উপাদানাংশ সকল মূল পদার্থে লীন হইয়া থাকে।" আমরাও ভৌতিক শরীর পঞ্চভূতে বিলীন হয় বলিয়া থাকি এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে সৎকার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি। দেহত্যাগের পর আত্মা মানসিক বৃত্তি সকলের সহিত অনন্ত আত্মার অনুগামী হইয়া অনন্তদেশে অনন্ত উন্নতি লাভ করিয়া পরিশেষে মুক্ত হইয়া থাকে।

একজন দর্শক পারিসের একটী স্থায়ী চিতাগৃহ দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন যে "চিতাগৃহের একপার্শ্বে তিনটী ফুকর আছে। এক একটী ফুকরে সাত ফিট লম্বা ও তিন ফিট চৌড়া চুল্লী আছে। ইহাতে কলে জ্বাল দেওয়া একটী অল্পভার কাষ্ঠের শয্যায় শব স্থাপিত করিয়া তাহা একটী লৌহের পাত্রে রাখা হয়। পাত্রটীও একটী ক্ষুদ্র লৌহ গাড়ির উপর রাখিয়া রেলের উপর দিয়া গড়াইয়া চুল্লী বা চিতার উপর চড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহা কলে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যেমনি পাত্রটি চিতার উপর উঠে, অমনি একটী দরজা কলে উঠিয়া ফুকরটী বন্ধ করে, অমনি প্রবল চিতানল প্রজ্বলিত হইয়া অলক্ষ্যে শবদাহ করিতে থাকে। একঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া দরজা উদ্ঘাটনপূর্ব্বক পাত্রটী বাহিরে আনিলে তখন দেখা যায় সমস্ত দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়াছে, কেবল যে সকল অস্থি দগ্ধ হইবার নহে, তাহাই অবশিষ্ট থাকে। সেইগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া একটী ক্ষুদ্রপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি সুগন্ধি পুষ্প ও অপরাপর গন্ধদ্রব্য প্রদত্ত হয়। স্ত্রীলোকেরা এখানে সমাগত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অন্যান্য কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই পরিপূর্ণ পাত্র অবস্থানুসারে সমাধিস্থ করা হয়।"

য়ুরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রকারে

শবদাহ হয়। এইরূপ স্থায়ী চিতার নির্ম্মাতা ইটালির লডি নগরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গরিণি, তজ্জন্য ইহাকে গরিণি চিতা বলে।

বাঙ্গালা প্রবচন।

ভ

১। ভক্তিহীন ভজন আর লবণহীন রন্ধন।

২। ভক্তের ভগবান্।

৩। ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট।

৪। ভগ্ন তরী।

৫। ভগ্ন গৃহে বাস, দুঃখ বারো মাস।

৬। ভগ্ন স্নেহেন যা মৈত্রী ন সা কল্যাণদায়িকা।

৭। ভট্টাচার্য্য খুঁটের খুঁট, স্বস্ত্যয়নে সবংশে ভুট।

৮। ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।

৯। ভবানীভ্রূকুটীভঙ্গী ভবো বেত্তি ন ভবানী।

১০। ভবের বাজী ভোর।

১১। ভবিতব্য কে খণ্ডাবে?

১২। ভবী ভোলবার নয়।

১৩। ভয়ও নাই ভরসাও নাই।

১৪। ভরা ডুবী।

১৫। ভরা পেটে মোণ্ডা তিতো।

১৬। ভরায় চেয়ে খালি ভাল যদি ভর্ত্তে যায়, আগের চেয়ে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।

১৭। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি।

১৮। ভস্মে ঘি ঢালা।

১৯। ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

২০। ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাম হাত পাই।

২১। ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির মাথায় টনক নড়ে।

২২। ভাগের কড়ী সাঙ্গে বয়।

২৩। ভাগের ভাগ না খেলেও চিবয়ে ফেলি।

২৪। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং।

২৫। ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।

২৬। ভাঙ্গা ঘরে জ্যোছনার আলো, যে দিন যায় সে দিন ভাল। খাই না খাই আছি ভাল।

২৭। ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা।

২৭॥। ভাঙ্গা শাঁখা কি যোড়া লাগে?

২৮। ভাঙ্গা ঢাক বা ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী।

২৯। ভাঙ্গা হাড়ে ভেল্‌কী খেলে।

৩০। ভাঙ্গলে পরে সকল-গড়ে মন গড়ে না।

৩১। ভাঙ্গে ত মচ্‌কায় না।

৩২। ভাজা বলো ভুজো বলো
ভাতের সমান নয়,
মাসী বলো পিসী বলো
মার সমান নয়।

৩৩। ভাজা মাছ উল্‌টে খেতে জানেন
না!

৩৪। ভাজে ঝিঙ্গে বলে পটল।

৩৫। ভাত উতলালে দিবে কাটি,
জ্বাল দিবে গুটি গুটি,
তবে ভাতের পরিপাটী।

৩৬। ভাত কাপড়ের কেউ নয়,
নাক কাটবার'গোঁসাই।

৩৭। ভাত খাই কাঁসী বাজাই
আর কিছুর ধার ধারি না।

৩৮। ভাত ঘর দেখে দিলে কাঠ ঘর হয়।

৩৯। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

৪০। ভাত রোচে না রোচে মোয়া,
চিড়ে রোচে পোয়া পোয়া।

৪১। ভাত হাঁড়ীর ভাত
একটী টিপলেই সব বোঝা যায়।

৪২। ভাতার পুতের কল্যাণ সকলেই
চায়।

৪৩। ভাতার যদি না চায়
দুঃখ নাই তাতে,
মর্‌তে যেন পারি ভাই
নোড়া রেখে হাতে।

৪৪। ভাতের চাউল চর্ব্বণে যায়।

৪৫। ভাদ্র মাসের তাল।

৪৬। ভায়ারও ফলার?

৪৭। ভারী নৈলে ভার বয় কে?

৪৮। ভারত ছাড়া কথা নাই।

৪৯। ভার্য্যার সমান নাই শরীর
তোষিকা।

৫০। ভাল কর্ত্তে পার্ব্বোনা মন্দ কর্ব্বো,
কি দিবি তা দে।

৫১। ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক,
ভাল মানুষকে এক কথা।

৫২। ভালর ভাল সকল ঠাঁই,
মন্দের ভাল কোথাও নাই।

৫৩। ভালবাসার এম্‌নি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুণ,
কম হৈলে লাগে ঝাল,
বেশী হৈলে পোড়ে গাল।

৫৪। ভাল কথা মনে পড়্‌লো আঁচাতে
আঁচাতে,
ঠাকুরঝিকে নিয়ে গেছে নাচাতে
নাচাতে।

৫৫। ভালুক জ্বর।

৫৬। ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।

৫৭। ভাবে ডগমগ তেলাকুচো,
হেসে মলো কালো ছুঁচো।

৫৮। ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

৫৯। ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

৬০। ভাঁড়ে ভবানী।

৬০॥। ভাঁড়ের নিমন্ত্রণ,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

৬১। ভিক্ষয়া নৈব নৈব চ।

৬১॥। ভিক্ষার চাউল,
তা আবার কাঁড়া না আকাঁড়া।

৬২। ভিজে বিড়াল।

৬৩। ভিটায় ঘুঘু চরে।

৬৪। ভিতরে গরল,
বাহিরে সরল।

৬৫। ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।

৬৬। ভিমরুলের চাকে ঘা দেওয়া।

৬৭। ভীমের গদা।

৬৮। ভীষ্ম দ্রোণ হত হৈল শৈল হৈল রথী,
চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল জোনাকীর পাছে বাতী।
৬৯। ভীষ্মের শরশয্যা।
৭০। ভূত ভোজ্য।
৭১। ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।
৭২। ভূতের বোঝা বহা।
৭৩। ভুঁই শূন্য রাজা।
৭৪। ভুঁইফোড় জমীদার।
৭৫। ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং কিন্তু কিন্তু সম্ভাবিতানাং।
৭৬। ভেক না লইলে ভিক্ মিলে না।
৭৮। ভেড়াকান্ত।
৭৯। ভেড়ার পাল।
৮০। ভেড়ার সাধ্য কি যব মাড়া।
৮১। ভেতো বাঙ্গালী।
৮২। ভেবে করা আর ক'রে ভাবা।
৮৩। ভোজনং যত্র তত্র
শয়নং হট্ট মন্দিরে,
মরণং গোমতীতীরে
অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।
৮৩। ভ্রাতুষ্পুত্রেণ পুত্রতা।

ভাই বোন।

আগে আগে শ্যামা যায় পিছুতে তাকায়।
পিছু পিছু ভাবী বোন দাদা বলে ধায়॥
শ্যামার পড়িয়ে গেল হাত হ'তে বই।
ভাবী এসে বলে দাদা দাঁড়ায়ে কেন তুই॥
পোড়ামুখী! তোর জন্যে বই প'ড়ে গেল।
মারে বল্‌বো শেমো পথে গাল দিয়ে ছিল॥
দূর হ'তে দেখে তোরে দাঁড়ানু হেথায়।
পড়ে গেল বই তোর জ্বালায় কাদায়॥
চখে কেন যাস নাই দেখিলি যে পিছু?
আস্‌ছিলি দেখে তুই হয় পাছে কিছু॥
হ'ত হ'ত আমার হ'ত তোর তায় কি?
তোর সব কথা মারে এখন বলে দি?
আমর দাঁড়ায়েছিনু তোর জন্যে ভাবী।
মোর কথা মার কাছে তুই কি বলিবি?
বল্‌বো পথে দিয়ে ছিল শেমো ফেলে বই।
শ্যামা বলে সত্তি বল্লে মা বকে নাতো কৈ॥
আস্‌ছিলি পিছু পিছু দাঁড়ালাম দেখে।
দেখ্‌তে দেখ্‌তে গেল পড়ে বই হাত থেকে॥
কোথায় হারিয়ে যাবি পথহারা হয়ে।
দূর থেকে দেখে আমি দাঁড়ানু সে ভয়ে॥
কোঁদল আবার এত করে মোর সঙ্গে।
চল মার কাছে আগে দিব হাড় ভেঙ্গে॥
রাস্তায় দাঁড়ায়ে গেল লোক যত শুনে।
হেসে বলে এ কি করে দেখ ভাই বোনে॥
কেহ কার কাছ নারে এদিকে ছাড়িতে,
ওদিকে ঝগড়া শুন দোঁহার মুখেতে॥

যার বাছা যার কাছে চলে যাও ধন।
চুপকর যাদুমণি বলি কথা শোন্॥

ভাই বোন যে জিনিস্ অন্যে কি জানিবে ?
অন্যে নয় শুধু ভাই বোনেই বুঝিবে।

বিজ্ঞান রহস্য।

নূতন কল—কিনেটোগ্রাফ।

(Kinetograph)

পাঠিকারা জানেন ফটোগ্রাফ দ্বারা কেমন স্বল্প সময় মধ্যে অবিকল প্রতিমূর্ত্তি সকল অনায়াসে অঙ্কিত বা তোলা হইয়া থাকে। প্রতিবিম্ব দর্পণে মুকুরিত হইবা মাত্রই বিজ্ঞান-কৌশলে অঙ্কিত হয় এবং যদৃচ্ছাক্রমে প্রদর্শিত হইয়া থাকে। ফটোগ্রাফে যেরূপ রূপের প্রতিভাস চিত্রিত হয়, ফনোগ্রাফে সেইরূপ শব্দের প্রতিঘাত মুদ্রিত হইয়া থাকে। গানবাদ্য বক্তৃতা বাদানুবাদ হাস্য ক্রন্দন ইত্যাদি যাবতীয় ধ্বনি ফনোগ্রাফে মুদ্রিত হয় এবং যদৃচ্ছাক্রমে তৎসমুদায়ের পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। এই শেষোক্ত যন্ত্রের আবিষ্কর্ত্তা আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ ইডিসন। বামাবোধিনীর পাঠিকারা ইঁহার নাম ও ইঁহার নির্ম্মিত তাড়িত যন্ত্র সকলের বিষয় অনেক বার শুনিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি কিনেটোগ্রাফ নামে আর একটী নূতন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহা ফটোগ্রাফ ও ফনোগ্রাফের একত্র সমাবেশ। ইহাতে ফটোগ্রাফের দ্বারা রূপ ও ফনোগ্রাফের দ্বারা কণ্ঠস্বর সকল মুদ্রিত হইয়া যুগপৎ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যাত্রা, উৎসব, রঙ্গভূমে, নাট্যালয়ে, বিরাট সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রেও ইহার ব্যবহার হইতো পারে। একদিকে যেমন ফটোগ্রাফের মুকুর দ্বারা প্রতিবিম্ব সকল চালিত হইয়া বিজ্ঞান-কৌশলে প্রস্তুত দীর্ঘ পটে অঙ্কিত হইতেছে, অন্যদিকে ফনোগ্রাফের সূচি শব্দসকল বিদ্ধ করিয়া রাখিতেছে। ঘর বাটী পশু পক্ষী নরনারী অস্ত্র শস্ত্র বাদ্যযন্ত্র বাদক গায়ক যাবতীয় আকারবিশিষ্ট পদার্থ ভাব ভঙ্গীর সহিত একেবারে অঙ্কিত হইতেছে অর্থাৎ যেমনই দর্পণে পতিত হইতেছে, অমনি প্রতিফলিত হইতেছে এবং শব্দ ও ধ্বনি সকল অবিকল উক্ত পটে মুদ্রিত হইয়া যাইতেছে। প্রতি সেকেণ্ডে ৪৬ ষষ্ঠ চত্বারিংশৎবার প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত বা ছবি তোলা হইয়া থাকে। পাঠিকারা অনুধাবন করুন কত স্বল্প সময়ের মধ্যে এই কার্য্য সমাধা হইতেছে। যন্ত্র তাড়িত-কৌশলে চলিতেছে, পট ছুলিতেছে—থামিতেছে—

প্রতিবিম্ব ধারণ করিতেছে, তাহাতে শব্দ মুদ্রিত হইতেছে ও গুটাইতেছে; আবার পট খুলিতেছে—থামিতেছে—গুটাইতেছে ইত্যাদি অবিশ্রান্ত বিদ্যুৎ বেগে চলিতেছে এবং প্রতি মিনিটে ২৭৬০ বার শব্দ সমেত ছবি তুলিতেছে। এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া ৮২৮৮০ ছবি তুলিতে পারে। এক একটী যন্ত্র আপাততঃ অর্দ্ধঘণ্টা চলিয়া থাকে। ইডিসন একটী রঙ্গালয়ের সম্পূর্ণ নাটকের অভিনয় তাঁহার কিনেটোগ্রাফে মুদ্রিত করিয়া চিকাগোর বিশ্ব মেলায় প্রদর্শন করিবেন স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন দর্শকদিগের সম্মুখে শুভ্র যবনিকা বিস্তার করিয়া ক্যালসিয়ম (calsiom) বৈজ্ঞানিক কৌশলে প্রস্তুত আলোক দ্বারা কিনেটোগ্রাফের প্রদর্শিত মূর্ত্তি ও বস্ত্রাদি সকল অবিকল প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ বিশেষ ভাবে সংস্থাপন করিয়া মুকুরের মধ্য দিয়া দর্শন করিলে জীবন্তবৎ অবিকল আকারে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ইডিসন এরূপ মুকুর ব্যবহার করেন না। তিনি তৎ পরিবর্ত্তে এই বৈজ্ঞানিক আলোক ব্যবহার করিয়া থাকেন। এতদ্দ্বারা ছবি সকল শুভ্র পটে প্রতিফলিত হইয়া, জীবন্তাকারে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেবল যে প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে এরূপ নহে, কিন্তু অভিনেতৃগণ কে কিপ্রকারে অভিনয়, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ইত্যাদি করিয়াছিল, তৎসমুদই প্রদর্শিত হইবে অর্থাৎ সমগ্র অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি হইবে। ধন্য বিজ্ঞানের কৌশল! আমরা আশ্চর্য্য নব যুগে বসবাস করিতেছি, আরও কত নূতন কাণ্ড দেখিব!

প্রহেলিকা বা হেঁয়ালী সংগ্রহ।

গতবারের শেষ।

মৎস্য মকর নহে পানি পানি বুলে।
কুম্ভীর কচ্ছপ নহে, দেখিলে সে গিলে॥
গিলিয়া উগারে যেন দেখে জগজ্জন।
হিঁয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মন॥ ৫১

জীয়ন্তে যেমন হোক মৈলে ভাল ডাকে।
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে॥
অবশ্য আনয়ে নর মঙ্গল বিধানে।
হিয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত ভাব মনে॥ ৫২

করতলে জন্ম তার বায়ু পথে ধায়।
আপনি আহার করে পরে লয়ে খায়॥
আহার করিতে গেলে হয়ত মরণ।
বুঝ বুঝ পণ্ডিত হে সেই কোন্‌জন॥ ৫৩

অন্তহীন মাজাক্ষীণ যুগল দশন।
দুই দিকে লঘুগুরু দন্তের মিলন॥
পাণিযুক্ত হইয়া যবে সেন্ধায় কাননে।
তরুসনে জীব জন্তু ধরে ধরে আনে॥

ধরিয়া আনিয়া সেই দেয় বধূগণে।
ভক্ষণ না করে তারা বধয়ে পরাণে॥
কহে কবি মাধব হিঁয়ালি প্রবন্ধ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ॥৫৪

তিন বর্ণ নাম তার শুন অতঃপর।
শেষ বর্ণ ছাড়ি দিলে হবে ক্লেশকর।
মধ্য বর্ণ ছাড়ি সবে রোজ তারে খায়।
আদ্য বর্ণ ছাড়িলে সে আসক্তি বুঝায়॥
আমাদের সকলের প্রিয় অতিশয়।
কি যে সেটী বলিতে কি পার বামাচয়॥৫৫

এমন কি আছে দ্রব্য ধরা ধাম মাঝে।
চিরদিন চিরকাল মিষ্ট বলে বুঝে॥
যদি হে থাকয়ে কোন পদার্থ সংসারে।
ত্বরা করি বলিবে বা পাঠাবে আমারে॥৫৬

নাহিক তাহার দন্ত, নহে কোন প্রাণী।
সময় বিশেষে ভাই দন্ত অনুমানি॥
বল হে ইহার তত্ত্ব, যদি জান ভাই।
কহিতে পারিলে সাধু বলিয়া সুধাই॥৫৭

গুণ গুণ করি তার গুণের নাহি লেশ।
বলদ বাহনে যায় নহেক মহেশ॥
ভোজন করিলে তার মুখ হয় বন্ধ।
মূর্খেতে বুঝিবে কি পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ॥৫৮

কহ দেখি হে সত্য কথা।
কোন্ জনের একুশ মাথা॥৫৯

কোন খানে জল নাই গাছের আগায়
জল।৬০

এমন প্রকাণ্ড পেট আর দেখি নাই।
ব্রহ্মাণ্ড খাইয়া বলে আরো খাব ভাই॥৬১

বনবাসী চিরদিন, অরণ্যে না যাই।
গৃহে নাহি থাকি আমি, ভবনে সদাই॥
বারিতে থাকি হে আমি, নাই যাই জলে।
গাছে নাহি উঠি কিন্তু বিটপী বল্কলে॥
শিব অর্দ্ধ অঙ্গ আমি না হই শিবানী।
বাল্মীকি-বদনে থাকি, মুখ নাহি চিনি॥
বৈকুণ্ঠে নিবাস মম, নহি নারায়ণ।
কি হয় আমার নাম, কহ নারীগণ॥৬২

এক রত্তি কানি।
শুকাতে না জানি॥৬৩

হাতে আছে হাতে নেই।
হাত বাড়ালে পেতে নেই॥৬৪

এখান থেকে মাল্লাম তীর।
ঐ গাছটা চৌচির॥৬৫

বুড়ি ঠাকুরমাকে আমি জোর করে ধরি।
কাটিলাম তাঁর অঙ্গ, দুই খান করি॥
এক ভাগে হল বাবা, অন্যেতে ধরণী।
এমন আশ্চর্য্য কথা, আর নাহি শুনি॥৬৬

ভাই ভগ্নী নাহি মোর বিধির বিধান।
ওর বাপ হয় মোর বাপের সন্তান॥৬৭

কিসে উকারটী দিলে, মজা হয় ভাই।
নাচিতে নাচিতে সবে বাড়ী চলে যাই॥৬৮

পিঠেতে করাত তার শিরে দুই কাণ।
বলি কই বোঝে না সে বড়ই অজ্ঞান॥৬৯

আমি খেয়ে ফেলে দিলে, সে তাহা খায়।
তাহাতেই সেই জন প্রাণে রক্ষা পায়॥
সে খেয়ে ফেলিয়া দিলে আমি তাই খাই।
তাহার উচ্ছিষ্ট খেয়ে আমি বেঁচে যাই॥৭০

ঘরের ভিতর ঘর।
নাচে কনে বর ॥৭১

প্রথম অক্ষর ছেড়ে দিলে দ্রব্যের মূল্য হয়।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে বাঁ দিক্ বুঝায়॥
শেষের অক্ষর ছেড়ে দিলে অর্থ হয় বন।
তিন অক্ষর যোগে ফল জান নারীগণ ॥৭২

দিবা নিশি চলে তাহা দেখে সর্ব্বজন।
সে না চলে আমি চলি নিশ্চয় কথন ॥৭৩

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডালে,
কৃষ্ণ ঠাকুর দোলে ॥৭৪

জলেতে নৌকার যোগ করিলাম সত্বর।
তাহে হল সৃষ্টি এক পায়রা সুন্দর॥
কি আশ্চর্য্য সংঘটন না দেখি কথন।
দেও হে উত্তর যদি পার বামাগণ ॥৭৫

লেজহীন, কালামুখ, পেটেতে গরল।
কোন্ জন্তু হয় তাহা নারীগণ বল ॥৭৬

মণি নয় মুক্তা নয় মনোহর হার।
ভক্ত সাধকের কাছে সমাদর তার ॥৭৭

ছটী "ত্র" একত্র করিলে কি হয়।
বল দেখি বুদ্ধিমতী পাঠিকা-নিচয় ॥৭৮

প্রথম অক্ষর ছেড়ে বুঝায় হরণ।
মাঝের অক্ষর ছেড়ে বুঝায় আমার॥
শেষাক্ষর ছেড়ে অর্থ মায়ার বন্ধন।
তিন অক্ষর যোগে হয় স্বর্ণ মুদ্রা সার ॥৭৯

উই পোকার আগে হা করিবে তুমি যাই।
আকাশে আগুণ হয়ে উড়ে যাবে ভাই॥৮০

দিন হলে মরে যাই রাত হলে বাঁচি।
বাতাস হইলে আমি দুলে দুলে নাচি ॥৮১

খায় তাহা গেলে না ॥৮২

মাতৃ বিম্ব ফল দুটি নিয়ে এস ভাই।
খেলিব দুজনে ইচ্ছা মনেতে সদাই ॥৮৩

ইংরাজিতে ঠাণ্ডা অর্থ বাঙ্গালাতে ফল।
কি হয় সে শব্দে ওগো বল নারীদল ॥৮৪

খাটের উপর খুরখানি।
তার উপরে যাদুমণি॥
বসে বিরাজ করে।
গা বেয়ে বেয়ে ঘাম পড়ে ॥৮৫

দুটি রি একত্র করিলে কি হয়।
বল দেখি বুদ্ধিমতী অবলা নিচয় ॥৮৬

এ ঘর যায় ও ঘর যায়।
দুম দুম করে আছাড় খায় ॥৮৭

এখান থেকে মারলাম দড়া।
দড়া গেল সেই বামন পাড়া ॥৮৮

অলি, অলি, গলি, গলি পাখীগুলি যায়।
(তার) হাড় নাই মাংস নাই সর্ব্ব লোকে খায় ॥ ৮৯

অজ্ঞানে পরেন বস্ত্র, সজ্ঞানে উলঙ্গ।
মাথায় শিবের জটা, ভিতরে সুরঙ্গ ॥ ৯০

দুই পাখা আছে তার কিন্তু পাখী নয়।
বল দেখি কোন্ বস্তু রমণী নিচয় ॥৯১

কি শব্দ হয় তাহা বুঝায় সে স্থান।
যোগী ঋষি তাহে বসে হয়ে ভক্তিমান্॥

অন্য অর্থে মন্দরূপ শাসন বুঝায়।
ত্বরায় উত্তর কর ঠেক নাক দায় ॥ ৯২

দুই হালি থাটি মুক্তা, অঙ্গে শোভা পায়।
উজ্জ্বল সে মুক্তা দেখে, নয়ন জুড়ায় ॥
গোল গোল নহে মুক্তা, চতুষ্কোণ মত।
গণিলে মুক্তার সংখ্যা বত্রিশ সতত ॥
কি ধনী গরিব সবে, করিছে ধারণ।
এমন কি মুক্তা আছে, কহ বামাগণ ॥ ৯৩

পশু হতে জন্ম তার, হয় গোলাকার।
কেহ নাহি দেখে কভু এই চমৎকার,
হেঁসে হেঁসে লোকে বলে, তুমি ইহা খাবে।
কি দ্রব্য হয় নারী ত্বরায় শুনাবে ॥ ৯৪

পা নাহি আমার কিন্তু চলি সর্ব্বক্ষণ।
দুই হাতে কাজ করি জানে সর্ব্বজন ॥
চলিতে চলিতে শব্দ, করি হে সদাই।
কি জাতীয় পশু আমি, কহ দেখি ভাই ॥৯৫

শ্রীরামের পিতা রাজা দশরথ নাম।
বহুদিন গিয়াছেন তিনি স্বর্গধাম ॥
এখনও সে দশরথে দেখিবারে পাই।
বড়ই আশ্চর্য্য কথা, একি শিশু ভাই ॥৯৬

এমন কি গাছ বল আছে এ ধরায়।
মজ্জা, ফল, ফুল যার সকলেই খায় ॥ ৯৭

বহুরূপী আমি, বল দেখি কিবা হই।
কখন সন্তুষ্টমনে শূন্য মার্গে রই ॥
কখন বা হই আমি গিরিশৃঙ্গবাসী।
কখন বা সাগর নদীর সঙ্গে মিশি ॥
ভিন্ন ভিন্ন স্থলে মোর ভিন্ন ভিন্ন নাম।
বল কেবা আমি ওহে শিশু গুণধাম ॥ ৯৮

দেখায় প্রস্তর খানি সুন্দর কেমন।
যথন উহারে রাখি সুশীতল স্থলে ॥
উষ্ণ স্থলে যদি আমি করি হে স্থাপন।
তথনি হইবে উহা পরিণত জলে ॥ ৯৯

এমন কি ফল বল আছে এ ধরায়।
তোলে যদি কেহ তার মরণ বুঝায় ॥
কহে কবি নবীন হিঁয়ালি প্রবন্ধ।
মূর্খে কি বুঝিবে পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ ॥১০০

নিন্দুক।

নিন্দুক যে কোন্ স্থানে অবস্থিত, মানবসমাজকে কি চক্ষে দেখিতেছে, তাহা ভরসা করি অনেকেই জানেন। মানব সমাজের মূলবন্ধন প্রীতি, নিন্দুকের হৃদয় সেই প্রীতি হইতে বঞ্চিত। সে প্রীতিশূন্য চক্ষে জগতের দিকে চাহিয়া কেবল দোষই দেখে, কেবল দোষেরই আলোচনা করিতে করিতে তাহার মন এত বিকৃত—এত নীচত্ব প্রাপ্ত হয়, যে কাহারও প্রশংসা শুনা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। পেচক যেমন সূর্য্য বা চন্দ্রের বিমল আলোক সহিতে পারে না, ঘন অন্ধকারই তাহার বাঞ্ছনীয়; নরক-কীট ফুলের সৌরভ সহিতে পারে না, পূতি-গন্ধময় নরকই তাহার বাঞ্ছনীয়; আর পরনিন্দায় অভ্যস্ত নিন্দুক পরের

সুখ্যাতি সহিতে পারে না, পরনিন্দাই তাহার বাঞ্ছনীয়। আবার এজগতে সকলের আকাঙ্ক্ষার একটা সীমা আছে—কোনও কার্য্য যত বড়ই হউক না কেন তাহার অবশ্য শেষাংশ আছে, কিন্তু নিন্দুকের আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, তাহার কার্য্যের "উপসংহার" নাই! সে চিরদিনই পরনিন্দা করে, নিন্দা করিবার সুযোগ পাইলে সে কাহাকেও ছাড়ে না; তাহার চরিত্র বিশেষ জানিয়াই কবি বলিয়াছেন,

"পরদোষ তোমার নিকটে যেই কয়,
বলে সে তোমার দোষ অপরে নিশ্চয়।"

পরনিন্দা অভ্যাস হইলে মানুষ এত অসংযত—এত নীচ হয় যে বিনাকারণে সাধুব্যক্তিগণের নিন্দাবাদ করে! পরের কুৎসা, পরের ছিদ্রানুসন্ধান করিতে পারিলেই সে কৃতার্থ হয়! গুণানুরাগ ও পরের যশঃকীর্ত্তনে ক্ষমতাপন্ন মানবের পক্ষে ইহা যে কি অবনতিকর, কি শোচনীয়, তাহা বলিতে পারা যায় না।

নিন্দুকের অর্থ সমালোচক নহে—কঠোর কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইলেও সমালোচক "নিন্দুক" কখনই নহেন। নিন্দুকের উদ্দেশ্য অতি নীচ, সমালোচকের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। সমালোচক মানবের দোষ গ্রহণ করিয়া থাকেন, মানবকে তাহার ভ্রম বা ত্রুটি দেখাইয়া দিলে সে সংশোধিত হইবে, এই আশয়ে; নিন্দুক মানবের দোষ প্রকাশ করে, দোষী সাধারণের নিকট ঘৃণিত হইবে—জগতে তাঁহার অপযশ হইবে এই এই আশয়ে। সমালোচক ন্যায়-পরায়ণ; তিনি সংসারকে প্রীতির চক্ষে দেখেন, সংসার যাহাতে সুখের আগার হয়, তাহাই করিতে চাহেন; নিন্দুক অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত, সে সংসারের প্রতি স্নেহ-মমতা-শূন্য, মানবকে ঘৃণার চক্ষে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া থাকে। সমালোচক স্বার্থশূন্য, তাঁহার কাজের উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য-পালন; নিন্দুক কর্ত্তব্য-জ্ঞান-শূন্য, তাহার কাজের উদ্দেশ্য নিজের হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। সমালোচক মানব সমাজের উপকারী বন্ধু, নিন্দুক অপকারী শত্রু। পরার্থ-পরতা ও স্বার্থপরতায় যে রকম প্রভেদ, দেবতা ও পিশাচে যে রকম প্রভেদ, সমালোচক ও নিন্দুকে সেই রকম প্রভেদ। সমালোচককে যে নিন্দুক বলিবে, সে ভ্রান্ত।

সমালোচক মানবের অতি প্রয়োজনীয়—সমালোচক অভাবে মানব-জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। নিজে আত্মানুসন্ধান করিয়া আপনার দোষ চিনিয়া বাহির করিতে অতি অল্পলোকেই পারেন; আত্মদর্শনে সূক্ষ্মদর্শী নরনারী ব্যতীত এরূপ ক্ষমতা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। এই সকল কারণে আমরা সমালোচকের প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভব করি। মানব জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য উন্নতি, সমালোচক সেই উন্নতি-

সাধনের পক্ষে প্রধান সহায়। অতএব যিনি আমাদিগের জ্ঞান, চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ভ্রম ত্রুটি প্রদর্শন করেন ও তাহা সংশোধনের উপায় বলিয়া দেন, আমাদের প্রকৃত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী তিনিই। "বন্ধু" শব্দ প্রয়োগ করিবার সময়ে আগে তাঁর নামই প্রযোজ্য।

কিন্তু সমালোচক হওয়া সাধারণের সাধ্য নহে। উপযুক্তরূপে আত্মগঠন না করিলে কেহ সমালোচক হইতে পারে না। যতদিন হৃদয় হিংসা, অহঙ্কার প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তির অতীত না হয়, যতদিন বিচার শক্তি উপযুক্তরূপে বিকাস প্রাপ্ত না হয়, যতদিন পক্ষপাতিতা ও স্বার্থপরতা সম্পূর্ণরূপে দূর না হয়, যতদিন গভীর প্রীতি ও কর্ত্তব্য বুদ্ধির উত্তেজনায় ব্যক্তিবিশেষের অথবা জনসমাজের মঙ্গলানুষ্ঠানে আত্মোৎসর্গ করিতে না পারা যায়, ততদিন মানব অন্য যাহা হউন—কদাপি সমালোচক হইতে পারেন না। সমালোচকীয় কর্ত্তব্য অতি গুরুতর কর্ত্তব্য। অশিক্ষিত, অসংযত ও অনভ্যস্ত মানব সহসা এই ভার গ্রহণ করিলে "নিন্দুক" হইয়া পড়ে। তাহার কার্য্য প্রকৃত প্রস্তাবে "শিব গড়িতে বাঁদর" হইয়া থাকে।

এ জগতে নিন্দুক সমালোচকের বিকৃতি। তদ্ভিন্ন হিংসা ও অহঙ্কার, পক্ষপাতিতা হইতেও নিন্দুকের উৎপত্তি হয়। নিন্দুক যে কারণেই আবির্ভূত হউক না কেন, সে যে মানবসমাজের পরম শত্রু, এ কথা বলা বাহুল্য। পাপাত্মাদিগের শ্রেণী বিভাগ করিবার সময়ে নিন্দুকেরা নরহন্তাদিগের নিম্নস্তরে স্থান পাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগের কার্য্য নরহন্তাদিগের কার্য্য হইতে কম ক্ষতিকর নহে। পতিপ্রাণা সীতা দেবী কাহার জন্য পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন? ঈশা, সক্রেটিস্ কাহার জন্য প্রাণদণ্ড পাইয়াছিলেন? ধর্ম্মপ্রাণা মীরা বাই কাহার জন্য গৃহচ্যুতা হইয়াছিলেন? কেবল নিন্দুকের জন্যই। আরও বলি নরহন্তা মানবের প্রাণ বিনাশ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাণের অপেক্ষা মান অধিক আদরের ও গৌরবের জিনিষ। নিন্দুক মানবের সেই সুযশে কলঙ্ক দিয়া থাকে। এতাদৃশ অপকারী ব্যক্তিকে নরহত্যাকারী ব্যক্তির অপেক্ষা অল্প ক্ষতিকারক বলিব কি করিয়া?

নিন্দুক মানব জগতের এরূপ দারুণ ক্ষতি করিলেও তাহার মত দুর্ভাগ্য অতি অল্পই আছে। সে পরের ক্ষতি করিতে গিয়া নিজেরই সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। মহাত্মা এপিক্‌টিটাস্ বলিয়াছেন "মানুষ আমার অনিষ্ট করিয়া নিজেরই অপকার করে, তবে আমি তাহার অপকার করিয়া নিজের ক্ষতি করিব কেন?" নিন্দুকের সম্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য। নিন্দুক পরের নিন্দা করিয়া, পরের সুযশে কলঙ্ক দিয়া নিজে নিন্দিতের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়; তাহার অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে কেবল রাগ

হয় না, দুঃখও হয়—আহা! নিন্দুক বড় কৃপাপাত্র!

নিন্দুক নিন্দিতের অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিসে? সে পরের হৃদয়ের দূষিত—ঘৃণিত পদার্থ সকল গ্রহণ করে বলিয়া তাহার হৃদয় অন্ধকূপ হইয়া থাকে। ক্রমাগত পরের দোষ আলোচনা করিতে করিতে তাহার গুণগ্রাহিতা শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়। তাহার অসংযত হৃদয়, অশাসিত রসনা কত সময়ে নির্ম্মল-চরিত্র সাধু ব্যক্তির দোষ—মিথ্যাপবাদ ঘোষণা করিয়া আত্মাকে মহা পাপ পঙ্কে ডুবাইয়া থাকে! তাই বলিতেছি নিন্দিত ব্যক্তি যদি প্রকৃত দোষী না হন, তবে নিন্দুকের অত্যাচারে তিনি যতই বাহ্যিক ক্ষতিগ্রস্ত হউন না কেন, নিন্দুকের মানসিক ও নৈতিক ক্ষতি তাহার অনেক উপরে।

পরনিন্দায় মহাপাপ, মহানীচত্ব জন্মে। ভারতীয় আর্য্যগণ এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে নিন্দুকের বিষয়ে যাহা বুঝিতে পারি, তাহাও সংক্ষিপ্তরূপে লিখিলাম। এখন কথা এই যেখানে ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিশুদ্ধ প্রীতির অনুরোধে পর নিন্দা করিতে হয়, যেখানে পরনিন্দার উদ্দেশ্য ব্যক্তি বিশেষের বা সমাজের হিতসাধন, যেখানে পর নিন্দার উদ্দেশ্য "সুশীল! গোপালের সহিত বেড়াইওনা, গোপাল বড় খারাপ ছেলে" এইরূপে ব্যক্তি-বিশেষকে সাবধান হইতে বলা, সেখানে পরনিন্দা নীচ বা পাপ কার্য্য কখনই নহে। শরীর রক্ষার্থে তিক্ত জিনিষও আবশ্যক হয়, সমাজ-শরীর রক্ষার্থে দোষ আলোচনারও আবশ্যক হয়।

এখন বলি পাঠিকা ভগিনি! "অনেক বঙ্গবাসিনী পরনিন্দা করিতে ভালবাসে" বলিয়া বাঙ্গালির মেয়েদের এক অখ্যাতি শুনা যায়। এ কথা সত্য কিনা, এ বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিবার সময় এখন নহে—কারণ পরের সহিত তর্ক বিতর্ক করা অপেক্ষা আপনাদের জীবন ভাল করিয়া গড়িতে পারাই মানুষের শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বঙ্গবাসিনী-দিগের জীবনে যেন ঐ অখ্যাতির অসত্যতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হয়, আমরা জগদীশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা করি। নিন্দুকের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিন্দার নীচত্ব জানিয়া বঙ্গ-মহিলাগণের মধ্যে কেহ যে "নিন্দুক" হইবেন—তাঁহাদের জীবনে "অনেক ত্রুটি লক্ষিত" হইলেও—আমি তাঁহাদিগকে ততদূর "অপদার্থ" মনে করিতে পারি না।

শ্রীমা।

অস্ত্রচিকিৎসা।

অস্ত্রচিকিৎসার নাম করিলেই ইংরাজী ডাক্তারগণের অস্ত্র চিকিৎসা বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালে অন্য চিকিৎসকগণের মধ্যেও অস্ত্র চিকিৎসা বিশিষ্টরূপে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে এবং অদ্যাপি কতকগুলি অস্ত্রের চিত্র পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। অস্ত্র চিকিৎসা, ইংরাজীই হউক, আর হিন্দুই হউক, বাহ্য দর্শনে অতীব ভয়ানক। যে কোন ঘটনা ক্লেশকর, হিন্দুর দেশে তাহাই আসুরী ঘটনা বা আসুর কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই জন্য অস্ত্র চিকিৎসাকেও আসুরী চিকিৎসা বলা হয়।

অঙ্গ বিশেষে স্ফোটক হইয়াছে, বেদনা ও যন্ত্রণার পরিসীমা নাই,—যন্ত্রণায় আহার নিদ্রা রহিত হইয়াছে, অষ্ট প্রহর রোগীর কাতরধ্বনিতে পার্শ্ববর্ত্তীর অশ্রুপাত হইতেছে, এমন অবস্থায়, তাহার উপর মৃদুতম ফুৎকার সহে না,—সেই স্ফোটকের উপর অস্ত্রাঘাত কি ভয়ানক দৃশ্য! কেবল অস্ত্রাঘাত নহে, ডাক্তার মহাশয়ের দেহে যত বল আছে, তাহার সম্যক্ প্রয়োগ সহকারে সেই কর্ত্তিত স্ফোটক নিষ্পীড়ন করিতেছেন, অর্থাৎ টিপিয়া দিতেছেন, ইহা দেখিলে ডাক্তার মহাশয়কে ভয়ানক নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর না বলিয়া থাকা যায় না। ফলতঃ অস্ত্রচিকিসা যে, কি কাণ্ড, প্রত্যক্ষদর্শনকারী ভিন্ন তাহা সম্পূর্ণরূপে অনুভব করিতে পারেন না—লেখনীতে বর্ণনা করা অসম্ভব। যাহাহউক, এই ভয়ানক নিষ্ঠুরতার পরিণাম, জীবের মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই বোধ হয় না। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বোঝাই গাড়ীর মাচান চাপা পড়িয়া কোন ব্যক্তির জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া মচ্‌কান সাঁড়কের ন্যায় অস্থি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল! যন্ত্রণায় মুহুর্মুহ মূর্চ্ছা যাইতেছে, ধনুষ্টঙ্কার হইয়া আশু প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা। এই অবস্থায় কোন ডাক্তার হাত-করাত দিয়া ভগ্ন জঙ্ঘাস্থির বহির্গত অংশ কাটিয়া দিলেন, কর্ত্তন ও কর্ত্তিত মুখ চর্ম্মমধ্যে প্রবেশন কালে ডাক্তার বাবুর প্রকাণ্ড দেহ ঘর্ম্মে প্লাবিত হইল,—পাঠক পাঠিকাগণ কল্পনায় অনুভব করুন, তখন রোগীর কি অবস্থা! যাহাহউক, এই রোগী ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়া পুনরায় কর্ম্মক্ষম হইল। এই প্রকার চিকিৎসার নাম, আধিভৌতিক অস্ত্র চিকিৎসা।

আমরা এক্ষণে মহাভারত হইতে একটী আধ্যাত্মিক অস্ত্র চিকিৎসার প্রকরণ লিপিবদ্ধ করিব। ইহা আরণ্য পর্ব্বের অধ্যায়িকা। সস্ত্রীক পাণ্ডবগণ বন মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা অপরাহ্ণে কোন স্থানে উপনীত হই-

লেন। সমস্ত দিন অনাহারে, ক্ষুৎ-পিপাসায় সকলেই অতি কাতর। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজাধিরাজ চন্দ্রবংশাবতংশ মহারাজ যুধিষ্ঠির মহারাণী দ্রৌপদীর সহিত ভীমার্জ্জুনসদৃশ ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়াও বনমধ্যে আজ জঠরের জ্বালায় ব্যাকুল। কাল-বশে আজ তাঁহাদের দুর্দ্দিন।

"চিরদিন কখনও সমান না যায়,

* * * * * *

অদৃষ্টেরই গুণে, কি হবে তা জেনে,
পাণ্ডু পুত্র পাশায় হেরে গেল বনে,
অজ্ঞাতে রহিল বিরাট ভবনে, দাসত্বে
কাল কাটায়।"

সেই দাসত্বের পূর্ব্বাবস্থায় আজ এই ঘটনা উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে আহার অন্বেষণ হইতে লাগিল। কোথাও কিছু মিলে না, বহু সন্ধান ও বিস্তর উৎকণ্ঠার পর হঠাৎ দেখা গেল একটা আম্র-বৃক্ষের অগ্রভাগে একটী মাত্র বৃহৎ আম্রফল পরিপক্কাবস্থায় দোদুল্যমান। যুধিষ্ঠিরের আদেশক্রমে অর্জ্জুন মহাশয় গাণ্ডীবে শর যোজনা করিয়া সেই অপূর্ব্ব ফল সংগ্রহ পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিলেন। যুধিষ্ঠির চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অসময়ের অপূর্ব্ব ফল আমরা ছয়জনে ভোজন করিব; কিন্তু এই সময়ে প্রাণসখা কৃষ্ণ এখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকেও ইহার অংশ দিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিতাম। দৈবচক্র দুর্জ্ঞেয়! সহসা কৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চ পাণ্ডবের আনন্দের সীমা নাই। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণসমীপে সমস্ত দিনের বিবরণ বর্ণন করিয়া অবশেষে আম্র ভোজনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

কৃষ্ণ সমস্ত বিবরণ শ্রবণান্তে বিষণ্ণভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আজ পাণ্ডবকুলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আপনাদের দুর্দ্দৈব অতিশয় বলবৎ। এই আম্র ফল সকল অনর্থের মূল। কোন উগ্রতপা ঋষি এই বনে বাস করেন। তিনি স্বকার্য্যসাধনে স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। বোধ হয় আগতপ্রায়। তাঁহার তপঃ প্রভাবে প্রতিদিন এই বনে একটী করিয়া আম্রবৃক্ষ জাত হইয়া এইরূপ একটী মাত্র ফল ধারণ করে। তিনি সমস্ত দিন তপশ্চর্য্যার পর সায়ংকালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ঐ ফল ভোজন পূর্ব্বক জীবন যাপন করিয়া থাকেন। অদ্য এই ফলটী আপনাদিগকর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলে অভিসম্পাতে আপনারা সবংশ বিনষ্ট হইবেন।

এই কথা শুনিয়া ভীমাদি পাণ্ডবগণ ভয়ব্যাকুলচিত্তে কহিলেন, এক্ষণে উপায়? কৃষ্ণ কহিলেন, উপায় দেখিতেছি না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, বিপত্তির মধুসূদন তুমি উপস্থিত থাকিতে আমরা এই বিপদে পতিত হইব, ইহা কেমন কথা ভাই? কৃষ্ণ কহিলেন, একমাত্র উপায় আছে; কিন্তু তাহা অবলম্বন করা বড় কঠিন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,

যতই কঠিন হউক, তাহা আমাদিগকে আশ্রয় করিতেই হইবে। এক্ষণে অগ্রে বল, কি করিতে হইবে? কৃষ্ণ কহিলেন, যদি আপনারা অকপটে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ফল পুনরায় যথাস্থানে সংযোজিত হইবে।

এই কথা শুনিবামাত্র, যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমার মনের ভাব এই, অপত্য নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া নিরন্তর যাগযজ্ঞ করি, সাধুসজ্জনের সহবাস করিয়া ধর্ম্মালোচনা করি এবং আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে সর্ব্বকার্য্যে তোমারে পাই। এই কথার পর, সেই আম্র ফল ভূমিহইতে কিয়ৎদূর উত্থিত হইল। অনন্তর মধ্যম পাণ্ডব ভীম কহিলেন, দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে যে উরু প্রদর্শন করিয়াছিল, সেই উরু এই গদার আঘাতে ভগ্ন করিব এবং যে দুঃশাসন পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, এই নখরে তাহার বক্ষ বিদারিত করিয়া কবোষ্ণ* বক্ষশোণিত পান ও রক্তরঞ্জিত হস্তে কৃষ্ণার বেণী সংহার† করিব, ইহাই আমার মনের ভাব। আম্র ফল আরও কিয়ৎদূর উত্থিত হইল। অনন্তর অর্জ্জুন নকুল সহদেব আপন আপন মনোভাব ব্যক্ত করিলে ফল প্রায় স্ববৃন্তের নিকটবর্ত্তী হইল। এখন দ্রৌপদীর পালা। দ্রৌপদীও আপনার মনের কথা বলিলেন; কিন্তু ফলটী আর উর্দ্ধে গমন না করিয়া ভূপতিত হইল! কি সর্ব্বনাশ!

এখন পাণ্ডব বংশ রক্ষা করার ভার দ্রৌপদীর হস্তে। পঞ্চপাণ্ডব স্তম্ভিত হইলেন। কৃষ্ণ মনে মনে হাসিতেছেন। পাণ্ডবগণ মনের কথা বলিবার জন্য দ্রৌপদীকে অনুনয় করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী লজ্জায়, ক্ষোভে, অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া কৃষ্ণের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, সখে কৃষ্ণ, এই কি তোমার মনে ছিল? আমার মনে কি আছে, তুমি কি তা জান না? তাই সেই কথা বলাইয়া আমাকে মর্ম্মাহত করায় কি তোমার সুখ হইতেছে? কৃষ্ণ কহিলেন, তোমার মনে কি আছে না আছে, আমি তা কিরূপে জানিব? সত্য কথা ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মশাপ হইতে পাণ্ডবকুল রক্ষা করিতে ইচ্ছা হয়, কর; না হয়, করিও না; আমি কি করিব? এই কথায় বিস্ফোটকে অস্ত্রাঘাত করিলে শরীরে যেরূপ যন্ত্রণা হয়, দ্রৌপদীর মনে তদপেক্ষাও অধিক যন্ত্রণা হইতে লাগিল। অধোবদনে নীরব হইয়া রহিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পাঞ্চালি, মনের প্রকৃত ভাব ব্যক্ত করিয়া নিদারুণ ব্রহ্মশাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। অতএব তাহা ব্যক্ত করিতে আর ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব করিও না, সত্বর বল; ঋষির আগমন কাল আসন্ন। তখন দ্রৌপদী অনন্যো-

* ঈষৎ উষ্ণ।
† বন্ধন।

পায়া হইয়া অগত্যা কহিলেন, কৃষ্ণ, তোমার ন্যায় নিষ্ঠুর আর কেহই নাই। তোমার এই কুটিল চক্রের ঘর্ষণে আজ অবলার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। আমার মনের কথা এই,—এই বলিয়া মনের একটী লুক্কায়িত গূঢ় মলিন বাসনা প্রকাশ করিলেন। এই ব্যাপারের কিরূপ উপসংহার হইয়াছিল, তাহার বর্ণন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যেটুকু, তাহা এই, দ্রৌপদীর ঐ কথার পর আম্র ফল বৃন্তে গিয়া সংযোজিত হইল। পাণ্ডবদিগের ব্রহ্মশাপ-শঙ্কার নিরসন হইল।

এক্ষণে দেখা যাউক, দ্রৌপদী সম্বন্ধে কৃষ্ণ কিরূপ ব্যবহার করিলেন। বস্ত্র হরণ, দুর্ব্বাসার পারণ প্রভৃতি ঘটনায় দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণ যেরূপ দয়ার্দ্র পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সাধারণের এই সংস্কার আছে যে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীর পরম সখা,—দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণ-কৃপার সীমা নাই। সেই দ্রৌপদীর প্রতি সেই কৃষ্ণের আজ একি ভাব! আমরা বলি, রোগীর প্রতি অস্ত্র-চিকিৎসকের যে ভাব, আজ প্রিয়সখী দ্রৌপদীর প্রতি কৃষ্ণের সেই ভাব। যে সকল পাপ-চিন্তা মানুষের হৃদয়ে লুকায়িত থাকে, তাহাই অন্তরের বিস্ফোটক। তাহা নিষ্পীড়িত ও বহির্গত হওয়া আবশ্যক। তাহা না হইলে হৃদয় সুস্থ ও বিশুদ্ধ হয় না, হৃদয় নির্ম্মল না হইলে তাহাতে ভক্তির স্থান হয় না। হৃদয়ে ভক্তি না হইলে জীবের ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। এই জন্য ভক্তি শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।"

অন্যাভিলাষ পরিশূন্য না হইলে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন অর্থাৎ সহজ প্রেম সাধন হয় না। অনুকূল অনুশীলনই শুদ্ধ ভক্তি। এই শুদ্ধ ভক্তিই কৃষ্ণাকর্ষণী শক্তিরূপা। কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে বড়ই ভাল বাসেন। দ্রৌপদীকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আপনার করিয়া লইবেন এই জন্যই আজ দ্রৌপদীকে অস্ত্র-চিকিৎসা করিলেন। কৃষ্ণ অস্ত্র-চিকিৎসকটী মন্দ নহেন!

বরাহনগরের পারিতোষিক বিতরণ।

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারি বরাহনগর ফিমেল বোর্ডিং ও বিধবাশ্রমের পারিতোষিক বিতরণ সমাধা হইয়া গিয়াছে; ডেলিনিউস সম্পাদক মাননীয় উইলসন সাহেব, জাতীয় বেঙ্গল সমিতির সেক্রেটরী মিসেস গ্র্যাণ্ট, মিস ক্লাইপার, জেনানা মিসনের মিস হাইটন প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় মহিলাগণ এবং কুমার দৌলত

চন্দ্র রায়, বাবু কিরণচন্দ্র রায় জমীদারগণ, বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্ চেয়ারম্যান বাবু বিনোদলাল ঘোষ, বাবু কেদারনাথ গাঙ্গুলী ডাক্তার প্রভৃতি সম্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। নিম্নলিখিত মহোদয়গণ এই উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপে সাহায্য করিয়াছেন ;—

শ্রীযুক্ত বাবু মাণিকচন্দ্র সেন সভাবাজার সেনবংশীয়, ২টী রৌপ্য পদক মূল্য ২০৲ ; বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় জমীদার, বরাহনগর, ১ থান রামপুর চাদর ; বাবু নীমচাঁদ মৈত্র বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ-সমাজের নেতা ১ থান তসর কাপড় ; রায় ক্ষেত্রচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বাহাদুর ১ থান র‍্যাপার ; কুমার দৌলতচন্দ্র রায় ইংরাজি পুস্তক মোট মূল্য ৩০৲ ; বাবু কেদারনাথ গাঙ্গুলী (ডাক্তার) ১টী টাইমপিশ ; বাবু চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, জমীদার, ১ থান তসর কাপড় ; বাবু বিনোদলাল ঘোষ, ভাইসচেয়ারম্যান, পুস্তক ও জ্যাকেটের কাপড় মূল্য ১০৲ ; বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু বিপিনবিহারী পাল, বাবু দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, বাবু ভুবনমোহন ঘোষ ও বাবু কানাইলাল ঘোষ বাঙ্গালা পুস্তক ও ইংলণ্ড হইতে আনীত পুতুল, বাক্স ও পুস্তক, মিসেস গ্র্যাণ্ট পুস্তক বাক্স ও নগদ ১০টী টাকা, মিস ক্রাইপার ৪৲ এবং একটী হিন্দু-মহিলা (যাঁহার নিজ নাম বা স্বামীর নাম অপ্রকাশ্য) নগদ ১০৲ টাকা দয়া সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কুমার দৌলতচন্দ্র রায় মহোদয় ১০০০৲ টাকা এককালীন দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

এই বিদ্যালয় ও হিন্দু-বিধবাশ্রমের উপকারিতা সাধারণ হিন্দুগণের ও হিন্দু-সমাজ নেতৃগণের বিশ্বাস ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া আমরা সাতিশয় আশ্বস্ত ও আনন্দিত হইতেছি। ইহাতে পাশ্চাত্য জাতির বিশেষ দৃষ্টি, সাহায্য ও সহানুভূতি আছে। কিন্তু শুদ্ধ তাঁহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া তৃপ্তিলাভ হইতে পারে না। স্বদেশীয় লোকের সাহায্যই একান্ত বাঞ্ছনীয়। এক্ষণে আশা করা যাইতেছে যে, মঙ্গলময় জগদীশ্বর উত্তরোত্তর ইহার উপকারিতা বৃদ্ধি করিবেন এবং যাঁহার দেশ-হিতৈষিতা গুণে এই বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে ও পরিপুষ্ট হইতেছে, অচিরে তাঁহার সাধু-ইচ্ছা পূর্ণ করিবেন।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে যখন এই বিদ্যালয় প্রথম স্থাপিত হয়, তখন বরাহ নগর মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার কোন উপায় ছিল না। এমন কি স্থানীয় অনেকেই ইহার বিরোধী ছিলেন। যাহা হউক শ্রীযুক্ত শশিপদ বাবুর সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায় গুণে ইহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ১৮-৭২ শালে এই নগরের দক্ষিণভাগে কুঠীঘাটায় একটী শাখা বিস্তার করে। পরে ১৮৮৭ শালে নিরাশ্রয়া হিন্দু বিধবাদিগের জন্য একটী আশ্রম ও একটী বোর্ডিং বিভাগ ইহাতে সংযোজিত হয়। ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা, স্ত্রীজাতির মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন ইহার মূল উদ্দেশ্য। বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিয়া অথবা সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে থাকিয়া শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়া যাহাতে দীনহীনা বিধবাগণ আপন

আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়, বিধবাশ্রমে তাহারই অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সাধারণ বিদ্যালয়ের আলোচ্য বিষয় সকল এই স্কুলে যথানিয়মে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং তদ্ভিন্ন রন্ধন,সীবন, শাক সবজীর চাষ, সাধারণ পীড়ার চিকিৎসা ও গার্হস্থ্য-শৃঙ্খলা প্রভৃতি যে সকল বিষয় শিক্ষা করিলে বালিকারা বড় হইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইলে আপনাদিগের পরিবার প্রতিপালন ও সুখ স্বাস্থ্য বিধান করিতে পারেন, এথানে তৎসমুদায় বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদি হইতে নানাবিধ উপদেশ দিয়া হিন্দুরমণীদের আচরণীয় ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ ও ড্রইং রীতিমত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। লর্ড লান্সডাউন আগামী ৩রা এপ্রেল সস্ত্রীক সিমলা যাত্রা করিবেন, পথে রেওয়া রাজ্য পরিদর্শন করিয়া যাইবেন।

২। কটক মেডিকেল স্কুলে ৫টী ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। ঢাকা ও পাটনাতে ছাত্রী গ্রহণের চেষ্টা হইতেছে। বোম্বাই প্রদেশে দিন দিনই (ডাক্তারীতে) স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তৃত হইতেছে। একজন কাস্ত্রী রমণী মহাসার হাঁসপাতালে চাকুরি লইয়া গিয়াছে।

৩। বিগত কার্ত্তিক বারুণী মেলা হইতে একজন ভদ্রবংশীয় স্ত্রীলোক তাঁহার শিশু সন্তানটী লইয়া নৌকাযোগে বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নৌকার মুসলমান মাজি তাঁহাকে অসহায় ভাবিয়া ধলেশ্বরী নদীর পর পারের চড়ে নৌকা লইয়া যায়। চড়ের উপরে স্ত্রীলোকটীকে ফেলিয়া দা দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহাকে মৃতপ্রায় করে। পরে নৌকার জিনিষ পত্র ও শিশুটীকে লইয়া প্রস্থান করে। ঘটনাক্রমে একটী ভদ্রলোক এই মৃতপ্রায় দেহ দেখিতে পাইয়া হাঁসপাতালে পাঠাইয়া দেন। সেখানে তিনি ক্রমে সুস্থ হইতেছেন। কিন্তু মাজি ও শিশুটীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।

৪। মহারানী ভিক্টোরিয়া চিকাগো প্রদর্শনীতে তাঁহার স্বহস্ত রচিত কয়েকখানি ছবি পাঠাইয়াছেন।

সমস্তিপুর বালিকা-বিদ্যালয়।

স্বদেশবৎসলা বিদ্যোৎসাহিনী শ্রদ্ধেয়া ভগ্নীগণ

সমীপেষু:—

শ্রদ্ধেয়া প্রিয়ভগ্নীগণ!

বৎসরত্রয় অতিবাহিত হইল, অত্রত্য ভদ্র মহোদয়দিগের বিশেষোদ্যমে ভগবানের কৃপায় এখানে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আপনাদের এই দরিদ্রা ভগ্নী এই বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করিয়াছে। রেলওয়ে হইতে এই বিদ্যালয়ে মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু অর্থাভাব বশতঃ বিদ্যালয় সম্বন্ধে অনেক অভাব আছে।

আপনারা ২।৪ আনা করিয়া সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলে সে অভাব পূরণ হইবে। আপনাদের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছি।

সমস্তিপুর বালিকাবিদ্যালয় ৯ই ফেব্রুয়ারি

আপনাদের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগ্নী
শ্রীমতী সুমতি মজুমদার

বামারচনা।

পতিতোদ্ধারিণী।*

"মাটীর শরীর মাটীতে মিশিবে বিফলে মিশিবে কেন?"

১

যে ডোবে, সে ডুবে যায়, আমাদের ঘরে,
কখনো সে পায় না আশ্রয়,
আমাদের ঘর বাড়ী আমাদেরি তরে,
যে গড়ে তাহার ঠাঁই নয়!

২

অনুতাপে যদি তার হৃদয় ভাঙিবে,
তবু মোরা দূরেই রহিব,
অভাগা সে যদি কভু উঠিতে চাহিবে,
ছিছি, তার হাত না ধরিব!

৩

সুখের সাধক মোরা—আত্ম-সুখ-দাস,
সে পতিত পথের কাঙ্গালী—
তার তরে নাই—ক্ষমা, করুণা, আশ্বাস;
আছে শুধু পদাঘাত, গালি!

৪

এই আমাদের নীতি—চিরদিন সবে
পতিতেরে পায়ে দ'লে যাই—
আমাদের কত পাপ—সীমা নাহি হবে,
তার পানে কভু নাহি চাই!

৫

এখানে সহসা কি এ,—কোন্ দেবী এলে,
মরদেশে স্বরগের বালা—
তুমি কি কাটিয়া শির, রক্ত-স্রোত ঢেলে
জুড়াইবে পাতকীর জ্বালা?

৬

এই সব পতিতার অশ্রুমাখা-তাপ,
ভেসে কি গো স্বরগে গিয়েছে?—

---

* বঙ্গজননীর যে দুহিতা পতিতোদ্ধার মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, এই কবিতা সাদরে তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত হইল।—লেখিকা।

পতিতপাবনী, তাই মুছাইতে পাপ
তোমারে কি পাঠায়ে দিয়েছে ?

৭

তাই কি স্বরগ মেয়ে দেখা দিলে আসি
আমাদের নিঠুর ভবনে,
পতিতারে কোলে নাকি নেবে ভালবাসি
মা'র স্নেহে—ভগিনী-যতনে ?

৮

ওদের কি ক্ষমা আছে, আছে কি মুকতি,
আছে উষা, কাল নিশি প'রে ?
পতিতপাবনী মা কি অগতির গতি,
ওদেরো কি দয়া স্নেহ করে ?

৯

মুছিলে পাপের ধুলি ওরাও কি কভু
মা'র কোলে পারিবে যাইতে ?
নরকের কীট হোক্—মা'র প্রাণ তবু
"মা" বলিলে পারে না থাকিতে ?

১০

কও দেবি, কও তুমি, কি অমিয়া-ধারা
ঢেলে দিলে নীরস হিয়ায় ?—
ফুটিছে অমার রেতে এযে শুকতারা,
তটিনী বহিছে সাহারায় !

১১

অন্ধ আমি মন্দমতি কথনো বুঝিনে
জগতের সবি ভাই বোন ;
অধম পাতকী আমি আপনা খুঁজিনে,
পর-পাপে ফিরাই আনন !

১২

তুমি প্রাণ দিবে যদি পতিতার তরে,
আমরা কি দাঁড়ায়ে রহিব ?—
অণু, রেণু, কণা হই, তবু মা'র তরে
যাহা পারি তাহাই করিব।

১২

ও অমৃত মন্ত্র বলে উঠিবে জাগিয়ে
এই মৃত কোটী কোটী প্রাণ,
অহঙ্কার অবিচার যাবে পলাইয়ে,
হব সবে মায়ের সন্তান।

১৪

মা'র সে অমৃত ধামে কে কে যাবি আয়—
ছোট বড় ভেদ সেথা নাই,
সবারি পরাণে ব'বে ত্রিদিবের বা'য়,
সবে হ'ব বোন আর ভাই ?

১৫

চল দেবি ! আগে চল, স্বরগের বালা !
ক্ষুদ্র মোরা, পিছনে রহিব,
তুমি জুড়াইয়ে দিও পাতকীর জ্বালা,
আমি মা'র নাম শুনাইব !
দেহ মোর যেথানে রহিবে,
হৃদি প্রাণ তোমারি হইবে !
জীবন মরণে নাহি ভয়,
জয় বিশ্ব-জননীর জয় !

প্রিয়প্রসঙ্গ-রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৩৯ সংখ্যা। } চৈত্র ১২৯৯—এপ্রেল ১৮৯৩। { ৪র্থ কল্প। ১ম ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বর্ষ শেষ—এই চৈত্র মাসে ১২৯৯ সাল শেষ হইল, আগামী বৈশাখ হইতে ১৩০০ সাল লিখিতে হইবে। এক এক শতাব্দীর আরম্ভ ও শেষ ইংরাজদের দেশে অতি মহৎ ঘটনা, তদুপলক্ষে কত ধুমধাম হয়! নববর্ষের ন্যায় নব শতাব্দীকে বিশেষ স্মরণীয় করিবার চেষ্টা করা আমাদেরও কর্ত্তব্য।

স্ত্রী-উকীল—জাপানের সর্ব্বপ্রথম আইনজ্ঞ রমণীর নাম শ্রীমতী টেল-সোনা। তিনি ইংলণ্ড দর্শন করিতে গিয়াছেন।

ভারতের আশা—ভারত হিতৈষী ওয়েডারবরণ সাহেব পার্লেমেণ্টের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। দাদাভাই ও তাঁহাতে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে এ দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবেন।

হোম-রুল—ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন সাহেব অনেক দিন হইল আয়র্লণ্ড শাসনের জন্য হোমরুল নামে স্বতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রণয়ন করেন। ইহা বিধিবদ্ধ করিবার জন্য এখন তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। পার্লেমেণ্টে ইহার আলোচনা হইতেছে। লর্ড সালিসবরী-প্রমুখ তাঁহার বিপক্ষ দলও ইহা যাহাতে ব্যর্থ হয়, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

দান—মহারাণী স্বর্ণময়ী প্রধান সেনাপতি লর্ড রবার্টের স্মরণার্থ ফণ্ডে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন। বেথিয়ার

মহারাজা ও মুর্শিদাবাদের নবাবও এই রূপ দান করিয়াছেন। গড়ের মাঠে সেনাপতির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে।

মেয়ে ডাক্তার—কুমারী মার্স এম, ডি, আগ্রার স্ত্রী-হাঁসপাতালে কার্য্য করিতেছিলেন, এখন বেথিয়া মহারাজের স্ত্রী-হাঁসপাতালের তত্ত্বাবধায়িকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার—ভারতীয় ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভায় দেশের প্রতিনিধি সকল যাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা হইতেছে। বঙ্গদেশীয় সভা ১০ জন রাজকর্ম্মচারী ও ১০ জন প্রতিনিধি লইয়া শীঘ্র নূতন আকারে গঠিত হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, বণিক্‌সমিতি প্রভৃতি হইতে প্রতিনিধি গৃহীত হইতেছে। ভারতীয় সভা আগামী বর্ষে গঠিত হইবে। এই মহৎ পরিবর্ত্তন যে জাতীয় কন্‌গ্রেসের আন্দোলনের ফল, তাহার সন্দেহ নাই।

বন্য-বালক—ভাগলপুরের জমিদার ভাগলু সিং শিকারে গিয়া জঙ্গল হইতে এক বন্য বালক ধরিয়া আনিয়াছেন। সে চারি পায়ে চলে, কাঁচা মাংস ও ভেক প্রভৃতি খায়। ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল, কোনও মতে ঔষধ খায় নাই, কিন্তু জলাশয়ের জল পেট পূরিয়া খাইয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছে। ইহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইবে, কথা কহিতে পারে না। বালকটী এখন বাজিতপুরে আছে।

পৃথিবীর বয়ঃক্রম।

বোধ হয় মানবের সৃষ্টি অবধিই পৃথিবীর বয়ঃক্রম সম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে। অনেক জাতির ধর্ম্মপুস্তকে পৃথিবীর বয়ঃক্রমের কথার উল্লেখ আছে। কিন্তু কাহারও সহিত কাহারও মিল নাই। হিন্দু চিন প্রভৃতি জাতি ইহা এক প্রকার অসংখ্য বৎসর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। খৃষ্টিয়ানদিগের ধর্ম্মপুস্তক বাইবেলের মতে ৬০০০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। যতদিন য়ুরোপখণ্ডে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ অনুশীলন হয় নাই, ততদিন তত্রত্য লোকে বাইবেলের এই মতের পোষকতা করিত। কিন্তু যতই বৈজ্ঞানিক আলোচনার বৃদ্ধি হইতেছে, ততই লোকের মন হইতে পূর্ব্বসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। ভূতত্ত্বশাস্ত্র প্রমাণ করিতেছে এক এক স্তর নির্ম্মাণের কাল লক্ষ লক্ষ বৎসর। পৃথিবীর নিম্নস্তরে যে মনুষ্য কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মানবজাতিরই সৃষ্টিকাল

লক্ষ বৎসর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্প্রতি ডাক্তার ওয়ালেস নামক একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে পৃথিবীর বয়ঃক্রম অনূন (২,৮০,০০,০০০) দুইকোটী আশীলক্ষ বৎসর। তাঁহার মতে পৃথিবীর জমির কালি৫,৭০,০০,০০০ পাঁচকোটী সত্তর লক্ষ বর্গ মাইল। উপকূলের পরিমাণ একলক্ষ মাইল, সঞ্চিত জমীর প্রশস্ততা গড়ে ৩০ মাইল অর্থাৎ তিনকোটী বর্গ মাইল। গড়ে তিন হাজার বৎসরে এক ফুট জমি সমস্ত পৃথিবীতে প্রস্তুত হইতেছে। ধরাময় মেরু স্তরের গভীরতা ১৭৭২৮০ ফিট, এই হিসাবে দুইকোটী অশীতি সহস্র বর্ষে জমি প্রস্তুত হইয়াছে। তিনি আরও প্রমাণ করিয়াছেন যে এক একটী স্তর প্রস্তুত হইবার সময় পৃথিবী এক একবার জলমগ্ন হয়। হয় এককালে নতুবা ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সমস্ত ভূখণ্ড জলমগ্ন হইয়াছে। এই নিমজ্জন ও উন্মজ্জনের দেদীপ্যমান চিহ্ন সকল স্তরে স্তরে প্রকটিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান ভূপৃষ্ঠে পর্ব্বতের উপর সামুদ্রিক জন্তুদিগের এবং সমুদ্রগর্ভে ভূচরদিগের দেহাবশেষ এই জলপ্লাবনের সাক্ষ্য দিতেছে।

নিদ্রা।

আধুনিক বিজ্ঞানবিৎদিগের মতে শরীরস্থ শৈরিক কন্দরে জলাতিশয্য নিবন্ধনই নিদ্রা হইয়া থাকে। শিরা ও ধমনী সকল বহুক্ষণব্যাপী শ্রমদ্বারা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইলেই তাহাদিগের রন্ধ্রে রন্ধ্রে জলপ্রবাহের সঞ্চার হয়। ইহার কারণ—শরীরস্থ বাষ্প ও শ্বাস যন্ত্রের বিকলতা প্রযুক্ত শ্বাস বায়ুর আংশিক রোধ এবং কার্য্যকালে শৈরিক পদার্থ বিশেষের জলরূপে পরিবর্ত্তন। এই শরীরস্থ জল জাগ্রদবস্থায় শ্বসন ক্রিয়ার সময় কতকটা বাষ্পরূপে বহির্গত হয়, কিন্তু অধিকাংশই নিদ্রাকালে তিরোহিত হইয়া থাকে। শারীরিক সম্প্রসারণ নিয়মে রক্তপ্রবাহের মধ্য দিয়া এই জল বহির্গত হয়। রক্তের যেরূপ অবস্থা, তদনুসারে ইহারও গতিক্রিয়ার সুবিধা বা অসুবিধা হয়। নিদ্রাকালে যে পরিমাণে শরীরস্থ জল বাষ্পকারে বহির্গত হইতে থাকে, ভুক্ত পদার্থ সকলের সারাংশ সেই পরিমাণ তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলে। জলের তিরোভাব ও তৎস্থান খাদ্যের সারাংশ দ্বারা পূর্ণ হওয়াতেই শারীরিক সংস্কার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অপচয়ের এইরূপ পূরণ দ্বারাই ক্লান্ত দেহ পুনর্ব্বার সবল ও উদ্যমযুক্ত হইয়া উঠে। এই মহোপকারক ব্যাপার

নিদ্রাকালেই বিশেষরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে বুদ্ধিরও পরিমাণ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন জল যে পরিমাণে মস্তিষ্ক হইতে অন্তরিত হয়, বুদ্ধিও সেই পরিমাণে তৎস্থান পূর্ণ করিয়া থাকে।

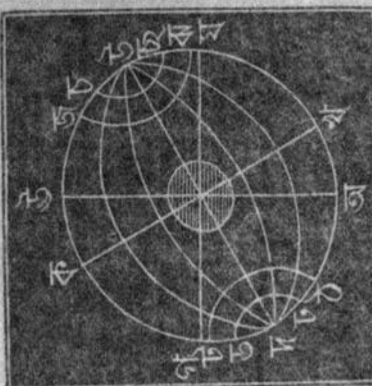
রাজকবি লর্ড টেনিসন।

গত ৬ই অক্টোবর (১৮৯২) দিবসে ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড টেনিসন কলেবর ত্যাগ করিয়াছেন। ইহাঁর নাম আলফ্রেড টেনিসন। ইনি খৃষ্টীয় ১৮০৯ অব্দে ৬ই আগষ্ট দিবসে সমারস্বি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা ডাক্তার জি সি টেনিসন এই সময় উক্ত গ্রামস্থ ধর্ম্মমন্দিরের (রেক্টার) প্রধানযাজক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলফ্রেড কেম্ব্রিজ কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং শীঘ্রই তথায় কাব্য রচনা জন্য খ্যাতিলাভ করেন। যতই তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁহার কাব্যশক্তির বিকাশ ও রচনামাধুরি প্রকাশ পাইতে লাগিল। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কাব্য রচনাশক্তি কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তিনি কবিশ্রেষ্ঠ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উত্তরাধিকারী স্বরূপ "রাজকবি" (Poet Laureate) উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৮৪ অব্দে "ব্যারণ" উপাধি লাভ করেন। তাঁহার বয়স কিঞ্চিদধিক তিরাশী বৎসর হইয়াছিল। ইহাঁর রচিত অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কাব্য আছে, তাহার কয়েকখানি আমাদিগের উচ্চ বিদ্যালয় সকলে পাঠ্য পুস্তক মধ্যে প্রচলিত। ইহাঁর বিষয়ে কথিত আছে যে ইহাঁর অন্তিম পীড়াকালে একজন মহিলা ইহাঁর সেবা শুশ্রূষায় নিযুক্ত হন, তাঁহার পরিশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ তাঁহাকে দুইশত পাউণ্ড (প্রায় ৩০০০ টাকা) দেওয়া হয়, তিনি তৎসমুদায় রাজকবির অশীতিতম জন্মদিনের উৎসব জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। লর্ড টেনিসন স্ত্রীজাতির পরম বন্ধু ছিলেন এবং তাহাদের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য বিশেষরূপে লেখনী চালনা করিয়াছেন। নারীগণ যেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হন।

খগোল চিত্র।

ভূপৃষ্ঠের ন্যায় খগোল চিত্রেও কতকগুলি বৃত্ত কল্পনা করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের গতি স্থির করা যায়। ভূপৃষ্ঠের অনেকগুলি বৃত্তের

সহিত খগোলের অনেকগুলি বৃত্তের সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিবার



জন্য উপর প্রদর্শিত চিত্রে পৃথিবীকে মধ্যস্থলে অঙ্কিত করিয়া বাহিরের বৃহৎ বৃত্তটীকে খগোল চিত্র স্বরূপ কল্পনা করা গেল। এতদ্দ্বারা দৃষ্ট হইবে যে পৃথিবীর মধ্যদেশ দিয়া উত্তর দক্ষিণ ভাবে একটী রেখা অঙ্কিত করিলে ঐ রেখা যে যে স্থানে বৃহৎ বৃত্তটীকে স্পর্শ করে, ঐ স্থানদ্বয় খগোলের উত্তর এবং দক্ষিণ। এই দুইটীকে খগোলের সুমেরু ও কুমেরু বলা যাইতে পারে। আকাশের মধ্যদেশকে বেষ্টন করিয়া যে রেখা ভূগোলকে দ্বিভাগে বিভক্ত করে, তাহাকে বিষুব রেখা কহে, যথা ক খ। এই বিষুব বৃত্তাংশ ভূপৃষ্ঠের বিষুব বৃত্তাংশের সহিত মিলিত হইয়াছে। পৃথিবীর বার্ষিক গতির পথে সূর্য্য যখন এই বৃত্তে সমাগত হয়, তৎকালে দিবারাত্রি সমান হয়, সেই জন্য ইহার নাম বিষুব বৃত্ত হইয়াছে। যে সকল ক্ষুদ্র বৃত্ত এই বিষুব বৃত্তের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সমান্তরালভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, সে সমস্তকে "অয়নবৃত্ত" কহে, যথা চছ, জঝ, টঠ, ডঢ। এই সমস্ত বৃত্ত দ্বারা সূর্য্য ও নক্ষত্রের অয়ন অর্থাৎ উত্তর দক্ষিণাভিমুখ গতি নিরূপিত হয়। উ হইতে দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বৃত্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকে "হোরাবৃত্ত" কহা যায়, যেহেতু ইহাদের দ্বারা সময় নিরূপিত হইয়া থাকে।*

সূর্য্য যে পথ দিয়া স্বীয় বার্ষিক গতি সম্পন্ন করে, উহাকে রাশিচক্র কহে। চিত্রে গঘ নামক বৃত্তাংশ রাশিচক্র বৃত্ত। রাশিচক্র দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে এক একটী রাশি আছে, সূর্য্য প্রতি মাসে এক একটী রাশিতে প্রবেশ করে†। সমস্ত বর্ষের মধ্যে

---

* পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় ৩৬০ অংশ ভ্রমণ করে; অতএব প্রত্যেক স্থান এক ঘণ্টায় ১৫ অংশ পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে; সেই জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে যে স্থান ১৫ অংশ পশ্চিম, তথায় ১ ঘণ্টা বিলম্বে সূর্য্যোদয় হইবে। যথা,—কলিকাতায় যখন মধ্যাহ্ন বা ১২ টা, তখন বোম্বাই নগরে ১১টা হইবে। কলিকাতা হইতে বোম্বাই প্রায় ১৫ অংশ পশ্চিম।

† শ্রাবণমাসে দক্ষিণায়ন ও মাঘমাসে উত্তরায়ণ সংক্রান্তি। আষাঢ় ও পৌষে কর্কট ও মকর সংক্রান্তি। আমাদের দেশে (উত্তর গোলার্দ্ধে) ১০ই আষাঢ় দিবা দীর্ঘ ও রাত্রি অত্যন্ত অল্প হয় এবং ১০ই পৌষ দিবা অত্যন্ত অল্প ও রাত্রি দীর্ঘ হয়। ১০ই আশ্বিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়। এই দিবসকে বিষুব দিবস কহে। ১০ই চৈত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়। ঐ দিবসকেও বিষুব দিবস কহে। চৈত্র মাসের শেষ দিনকে মহাবিষুব সংক্রান্তি কহে, কারণ এই মাসে দিবা ও রাত্রি সমান হয়। অনেকে বলেন চৈত্র সংক্রান্তি দিবসে পূর্ব্বে দিন রাত্রি সমান ছিল, কাল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘটনারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মিথুন, কন্যা, ধনু ও মীন রাশিতে সূর্য্যের সংক্রমণকে ষড়শীতি সংক্রান্তি বলে।

সূর্য্যকে কেবল দুই দিবস, ঠিক পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখা যায়। নতুবা মাঘ হইতে আষাঢ় ছয় মাস কিঞ্চিৎ উত্তরের দিকে, এবং শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্য্যন্ত ছয় মাস দক্ষিণের দিকে সূর্য্য উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যের এই অবস্থা পরিবর্ত্তনকে অয়ন বলে।

দ্বাদশ রাশির নাম এবং সূর্য্য যে মাসে যে অয়নে ও যে রাশিতে গমন করে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

অয়ন কাল	রাশির নাম	সূর্য্য যে মাসে যে রাশিতে প্রবেশ করে।
উত্তর অয়ন	মেষ	বৈশাখ
	বৃষ	জ্যৈষ্ঠ
	মিথুন	আষাঢ়
দক্ষিণ অয়ন	কর্কট	শ্রাবণ
	সিংহ	ভাদ্র
	কন্যা	আশ্বিন
	তুলা	কার্ত্তিক
	বৃশ্চিক	অগ্রহায়ণ
	ধনু	পৌষ
উত্তর অয়ন	মকর	মাঘ
	কুম্ভ	ফাল্গুন
	মীন	চৈত্র

আমরা ক্রমে ক্রমে এই দ্বাদশ রাশির ও তদন্তর্গত নক্ষত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ বর্ণনা করিতেছি। প্রথম রাশি ছয়টী আকাশের মধ্যস্থিত বিষুব রেখার উত্তরাংশে এবং শেষ ছয়টী দক্ষিণাংশে অবস্থিতি করে।

মেষ। এই রাশিতে তিনটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। ইহারা মেষের মস্তকে স্থিত। প্লিয়াডিস নামক যে নক্ষত্র স্তবক আছে, তাহার উত্তর পশ্চিমে দেখিলে মেষের ঐ তিনটী বড় নক্ষত্র দেখা যাইবে। প্লিয়াডিস নক্ষত্রকে কৃত্তিকা নক্ষত্র বলে। বৈশাখ মাসে সূর্য্য এই রাশিতে থাকে।

বৃষ। প্লিয়াডিস অর্থাৎ কৃত্তিকা নক্ষত্র এবং তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে চারিটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র একত্রে এবং তাহারই নিকট যে ঈষৎ রক্তবর্ণ একটী নক্ষত্র দেখা যায়, এই কয়েকটী বৃষের প্রধান নক্ষত্র। জ্যৈষ্ঠমাসে সূর্য্য এই রাশিতে থাকে।

মিথুন।—মিথুন বৃষের পূর্ব্বদিকে স্থিত। মিথুনের মস্তকে দুইটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র এবং তাহাদের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে চারিটী তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। ঐ উজ্জ্বল নক্ষত্র দুইটী নিকটে নিকটে আছে এবং কৃত্তিকা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে। আষাঢ় মাসে সূর্য্য এই রাশিতে আসিয়া পুনর্ব্বার দক্ষিণবাহী হয়; সেই জন্য শ্রাবণ মাস হইতে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হয়।

বৃষ এবং মিথুনের দক্ষিণে একটী নক্ষত্রমালা আছে, তাহাকে লোকে কালপুরুষ বলে। ইংরাজিতে ইহাকে ওরায়েন কহে। উহাই মৃগশিরা নক্ষত্র। এই নক্ষত্রমালা দেখিতে নরাকৃতি। উহার মস্তকে কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র; দক্ষিণ ও বামস্কন্ধে দুইটী উজ্জ্বল নক্ষত্র,

বিশেষতঃ দক্ষিণ স্কন্ধের নক্ষত্রটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র; কটিদেশে তিনটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র; কয়েকটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র নাভিস্বরূপ হইয়াছে; বামপদে একটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র।

কালপুরুষ অর্থাৎ মৃগশিরার দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, ইহাকে ইংরাজিতে ডগষ্টার কহে। এবং তাহার পূর্ব্বদিকে আর একটী উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে, ইহা ইংরাজি লিটিল্-ডগ নক্ষত্রমালার একটী নক্ষত্র। কালপুরুষের দক্ষিণ স্কন্ধের ঈষৎ রক্তবর্ণ নক্ষত্র এবং এই দুইটী নক্ষত্রকে পরস্পর সরল রেখা-দ্বারা যোগ করিলে একটী ত্রিভুজ হয়।

এই সমস্ত উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা থাকায় আকাশের এই ভাগটী অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখা যায়।

কর্কট। কর্কট রাশিস্থ নক্ষত্রগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাহাদিগকে সেই জন্য স্পষ্ট দেখা যায় না। কর্কট মিথুনের পূর্ব্বদিকে। সূর্য্য শ্রাবণ মাসে এই রাশিতে সঞ্চরণ করে।

সিংহ। সিংহ, কর্কটের পূর্ব্ব-উত্তর-দিকে। এই রাশিতে চারিটী প্রথম শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। তন্মধ্যে দুইটী দক্ষিণভাগে, আর দুইটী উত্তরভাগে।

* * সিংহের উত্তর পশ্চিম কোণে সাতটী
* * নক্ষত্র এইরূপে আছে, এই নক্ষত্র-
* মালাকে ইংরাজিতে (গ্রেট বেয়ার)
* বৃহৎ ভল্লুক কহে। ইহার চারিটী
* এক চতুর্ভুজক্ষেত্র স্বরূপ; অপর

তিনটী বক্ররেখার ন্যায় ভল্লুকের লাঙ্গুল স্বরূপ হইয়াছে। ইহার মধ্যে ছয়টী নক্ষত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর।

কন্যা।—এইরাশি সিংহের পূর্ব্ব-দিকে। ইহাতে পাঁচটী ঈষৎ উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। একটী প্রথম শ্রেণীর অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র পূর্ব্বসীমায় অবস্থিত। সূর্য্য আশ্বিন মাসে এই রাশিতে সঞ্চরণ করে। এই রাশিতে আসিলে দিবা ও রাত্রি সমান হয়। এই স্থলে রাশিচক্র ও বিষুবরেখার সম্পাত হয়। এই রাশির পরের রাশি-গুলি দক্ষিণ খগোলার্দ্ধে স্থিত, অর্থাৎ আকাশের দক্ষিণভাগে।

তুলা। তুলারাশি কন্যার দক্ষিণদিকে। উহার মধ্যে চারিটী নক্ষত্র আছে; একটী অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অপর তিনটী দ্বিতীয় শ্রেণীর নক্ষত্র। এই চারিটীতে একটী চতুর্ভুজ ক্ষেত্র হইয়াছে।

বৃশ্চিক। বৃশ্চিক, তুলার পশ্চিমে। ইহাতে দুইটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে। একটী প্রথমশ্রেণীর নক্ষত্র বোধ হয়। ধনু এবং বৃশ্চিকের মধ্যে ছায়াপথ, যাহাকে যমের জাঙাল বলে। ইংরাজিতে ইহাকে (Milky way) মিল্কি ওয়ে কহে।

ধনু। ধনু ছায়াপথের পশ্চিমদিকে। ইহার চারিটী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাশির দক্ষিণে আর সূর্য্য গমন করে না। এইখান হইতেই তাহার উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। সূর্য্য এই রাশিতে আসিলে দিবাভাগ অত্যন্ত অল্প ও রাত্রি দীর্ঘ হয়।

মকর। মকর, ধনুর পশ্চিমদিকে। ইহার উত্তরভাগে তিনটী এবং দক্ষিণে দুইটী ক্ষুদ্র নক্ষত্র আছে। মকরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র আছে।

কুম্ভ। কুম্ভরাশি মকরের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে। ইহার পাঁচটী নক্ষত্র দেখা যায়; দুইটী স্কন্ধে এবং আর তিনটী উহার কিঞ্চিৎ অন্তরে দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে।

মীন। এই রাশি কুম্ভের উত্তর পশ্চিমদিকে। এই স্থানেই সূর্য্যের পশ্চিমগতি শেষ হইয়া পূর্ব্বাভিমুখ গতি আরম্ভ হয়। সূর্য্য এই রাশিতে থাকিলে দিবা রাত্রি সমান হয়। এই স্থানে বিষুববৃত্ত ও রাশিচক্রের পুনর্ব্বার সম্পাত হয়। এই রাশিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র নাই। কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী অত্যন্ত উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়।

সূচী-নির্ম্মাণ।

এক পয়সায় ২৫টী সূচী বিক্রয় হইয়া থাকে, কিন্তু এগুলি নির্ম্মাণ করিতে যে পরিশ্রম, কৌশল ও সময় ব্যয় হইয়া থাকে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। উৎকৃষ্ট ঢালা ইস্পাতের সূক্ষ্ম তার যন্ত্রদ্বারা এক একবারে যোড়া যোড়া ডবল সূচের আকারে কাটা হয়, পরে সেই গুলি এক লৌহ টেবেলে উঁখা দ্বারা সমান করা হয়; অপর একটী যন্ত্রের দ্বারা ঘষিয়া তীক্ষ্ণ করিয়া থাকে। এই কাজটী অত্যন্ত বিপদজনক। উখার ঘর্ষণে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইস্পাত ও শাণ প্রস্তরের গুঁড়া শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিলে শরীরের সমূহ অনিষ্ট হয় এবং যাহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত তাহারা অল্পায়ু হইয়া থাকে। কথিত আছে একজন সূচী-নির্ম্মাণের কর্ম্মকার সর্ব্বদা একটী চিকিৎসকের নিকট বলিত যে তাহার বক্ষস্থলের ও কণ্ঠদেশের মধ্যে বর্ত্তুলের ন্যায় একটা ভারী পদার্থ উঠিয়া ও নামিয়া থাকে, ইহাতে তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয়—এমন কি শ্বাস প্রশ্বাসেরও ব্যাঘাত হইয়া থাকে। চিকিৎসক কোনও পীড়ার চিহ্ন না দেখিয়া কেবল উপহাস করিতেন এবং বলিতেন যে শরীরের মধ্যে বর্ত্তুলের আবির্ভাব কেবল মস্তিকের বিকারমাত্র। কর্ম্মকার সন্তুষ্ট হইলেন না। শেষে যখন তাহার পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল, তিনি সেই চিকিৎসককে অনুরোধ করিলেন যে তাঁহার মৃত্যু হইলে শবচ্ছেদ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করা হয়। তদনুসারে শবচ্ছেদ করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটী ডিম্বের ন্যায় পদার্থ দৃষ্ট হইল —ইহা ইস্পাতও প্রস্তরের বর্ত্তুল। হৃৎপিণ্ডের উপরেও ইস্পাত প্রস্তরের জমাট বাঁধিয়া এমন কঠিন হইয়াছে যে,

তাহা ছুরিকা দ্বারাও সহজে বিদ্ধ হয় নাই। ইহাতে অনুমিত হইতে পারে যে, এ ব্যবসায় কিরূপ বিপদ্‌জনক! কিন্তু শিল্পযন্ত্রের কৌশলে এক্ষণে আর এই সকল কার্য্যে কোনও আপদের সম্ভাবনা নাই। লৌহশলাকার অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ হইলেই পেষণ যন্ত্রের দ্বারা মূলদেশ প্রশস্ত ও বিদ্ধ করা হয়। সূক্ষ্ম তার বিঁধ করা যে কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা সহজে অনুমিত হইবার নহে। অতি সন্তর্পণে সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে ইহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে প্রত্যেক সূচীতে দুইটী করিয়াও বিঁধ হয়। পুনর্ব্বার ঘর্ষণ যন্ত্রের দ্বারা মূলদেশ মসৃণ করা হয়। এতক্ষণ ইহা যোড়া বা ডবল সূচ ছিল। পরে সামান্য নাইএর উপর রাখিয়া অপর একটী যন্ত্রের সাহায্যে চিরিয়া দুইটী পৃথক্‌ করা হয়, পুনরায় ঘর্ষণ যন্ত্রের দ্বারা সুগোল করিয়া সম্পূর্ণ সূচী প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখনও ইহা ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। কারণ কাঁচা সূচী অত্যন্ত নমনশীল, সুতরাং তাহাকে পাকাইয়া লওয়া আবশ্যক। এইজন্য ইহার বিঁধ রঞ্জিত করিয়া উত্তপ্ত করিতে হয়, এবং শেষে তৈলে ডুবাইয়া রাখিতে হয়। কিন্তু ইহাতেও সূচী শক্ত হয় না, প্রত্যুতঃ ইহা কাচের ন্যায় সামান্য চাপেই ভাঙ্গিয়া যায়; সুতরাং ইহাকে আবার উত্তপ্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে শীতল করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ার সময় অনেক সূচী তেড়া বাঁকা হইয়া থাকে, তাহাদিগকে হাতুড়ীর দ্বারা এক একটী করিয়া আস্তে আস্তে পিটিয়া সোজা করিতে হয়। মাথাগুলি পুনর্ব্বার রঞ্জিত করা হয়, এবং সূচীগুলি মাজিয়া চক্‌চকে করা হয়। এই প্রক্রিয়া প্রায় এক সপ্তাহে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। একটী শ্লথ ক্যাম্বিসের থলিয়াতে কোমল সাবানও (emery powder) এমারি চূর্ণ দ্বারা তৈলসিক্ত সূচীগুলি বদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়, পরে উষ্ণজলে ধৌত করিয়া করাতের গুঁড়া দিয়া শুকাইতে হয়। এই প্রক্রিয়াকালে অনেক সূচীর বিঁধ সকল বদ্ধ ও তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভোঁতা হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং তাহাদিগকে ঘর্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইতে হয় এবং মাথাগুলি রঞ্জিত করিতে হয়। পরিশেষে প্রস্তুত চর্ম্ম মধ্য দিয়া অপর একটী যন্ত্র দ্বারা পালিস করিতে হয়। এইবারেই ব্যবহারোপযোগী সূচী প্রস্তুত হইল। অবশেষে সূচীগুলি গণিয়া চীরখণ্ডে আটকাইয়া কাগজে মুড়িয়া লেবেল বা শিরোনামা লিখিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করা হয়। আমেরিকা বা যুরোপে এই প্রকারে প্রস্তুত সূচী সকল আমাদের দেশে পয়সায় ২৫টী করিয়া বিক্রয় হয়। পাঠিকাগণ দেখুন একটী সূচী নির্ম্মাণের ঝঞ্ঝাট কত!

বীরাঙ্গনা বর্ব্বর রমণী।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণভাগে একটী দ্বীপপুঞ্জ আছে। এই পুঞ্জের একটী দ্বীপে কিলোইয়া নামে এক ভীষণ দৃশ্য আগ্নেয়গিরি আছে। অগ্ন্যুদ্গীরণ কালে এই পর্ব্বতের ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি বর্ণনাতীত, কিন্তু তাহা ছাড়া সাধারণতঃও ইহার দৃশ্য দেখিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়। ইহার গহ্বর হইতে দিবারাত্রি ধূমপুঞ্জ উদ্গীরিত হইতেছে। দিবাভাগে এই ধূম শ্বেতাভ ঘনঘটার ন্যায় লক্ষিত হয়, কিন্তু রজনীর অন্ধকারে ইহার জলন্ত শিখা চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইয়া অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। বর্ব্বর দ্বীপবাসিগণ এই পর্ব্বতকে পিলী নাম্নী ডাকিনীর মত এক দেবীর আবাস স্থল বলিয়া বিশ্বাস করিত। ইহার পার্শ্বদেশস্থ জঙ্গলের উপর এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা পিলীর কেশ এবং দ্রবীভূত অগ্নিবর্ণ ধাতুতে পরিপূর্ণ ইহার গহ্বর তাঁহার স্নান-কুণ্ড। ভ্রান্ত দ্বীপবাসিগণ নানা কাল্পনিক দেবতার উপাসনা করিত বটে, কিন্তু কিলোইয়ার অধিষ্ঠাত্রী পিলী তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা ছিলেন। সেই আগ্নেয়গিরির ধাতু-নিঃস্রব, ধূমপুঞ্জ, গভীর গর্জ্জন ও অগ্নি-শিখা দিবানিশি তাহাদের চক্ষুর উপরে পিলীর মাহাত্ম্য বিস্তার করিত। কালক্রমে ইউরোপ হইতে খ্রীষ্টান মিশনরিগণ তথায় যাইয়া তাহাদিগকে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা শিখাইতে লাগিলেন। দ্বীপবাসিগণ মিশনরিদিগের শিক্ষায় আপনাদের কাল্পনিক দেবদেবী পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। কিন্তু তথাপি তাহারা পিলীর উপাসনা ভুলিতে পারিল না। যে পিলীর মাহাত্ম্য তাহারা দিবানিশি চক্ষুর উপরে দেখিত —যাঁহার প্রভাবে পর্ব্বত, অগ্নি ও ধূম বমন করে এবং ভূমি কম্পিত ও সাগর উদ্বেলিত হয়—সেই ভয়ঙ্করী পিলীর অবমাননা তাহারা কেমন করিয়া করিবে? নিরাকার ঈশ্বর মানব-চক্ষুর অতীত। দ্বীপবাসিগণ তাঁহার উপাসনা করিতে প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া যে দেবতার অস্তিত্ব তাহারা চর্ম্ম চক্ষে দেখিতে পাইত, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার সাহস তাহাদের কিছুতেই হইল না। সুতরাং খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও দ্বীপবাসিগণ পূর্ব্ববৎ পিলীর উপাসনা করিতে লাগিল। মিশনরিগণ তাহাদিগকে এই কাল্পনিক উপাসনা হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা বিফল হইলেও এক বর্ব্বর রমণীর দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল।

তৎকালে সেই দ্বীপে কেপিওলেনী নাম্নী এক রমণী বাস করিতেন। তিনিও

মিসনরিগণ কর্ত্তৃক খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসিগণ যেমন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও পিলীর নামে কম্পিত হইত, তিনি সেরূপ হইতেন না। অনাদি অনন্ত অদ্বিতীয় ঈশ্বরে তাঁহার গভীর বিশ্বাস ছিল, সুতরাং স্বদেশবাসীদিগকে পিলীর কাল্পনিক ভয়ে ভীত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যেমন করিয়া হউক তিনি তাহাদিগকে সেই অমূলক ভয় হইতে মুক্ত করিবেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনার্থ তিনি যে উপায় অবলম্বন করিলেন তাহা অতি বিস্ময়কর। পিলী কিলোইয়া গিরির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অতএব তিনি যদি পিলীর দেবত্ব অস্বীকার পূর্ব্বক সর্ব্বজন সমক্ষে সেই আগ্নেয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া নিম্নে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে অবশ্যই লোকের ভ্রম দূরীভূত হইবে। বীরাঙ্গনা সত্যের মাহাত্ম্য বিস্তার করিবার জন্য এই উপায় অবলম্বন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সেই দ্বীপে এক প্রকার ফল জন্মিত। পিলীর উপাসনায় এই ফল ব্যবহৃত হইত বলিয়া দ্বীপবাসিগণ ইহাকে পবিত্র বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু স্ত্রীলোকের ইহা স্পর্শ করিবার অধিকার ছিল না। কেপিওলেনী এই বিভীষিকায় ভীত না হইয়া সেই ফল কতকগুলি হস্তে করিয়া ধীরে ধীরে সেই পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী কেপিওলেনীর দুঃসাহস দেখিয়া ভয়ে স্তম্ভিত হইল। পর্ব্বতের উপরে পিলীর উপাসকগণ বাস করিত। কেপিওলেনী কিয়দ্দূর না উঠিতে উঠিতে তাহারা অগ্রসর হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিল। কেপিওলেনী তাহাতে ভীতা হইলেন না। তিনি কোন উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ আরোহণ করিতে লাগিলেন, এবং অবশেষে অতি কষ্টে সেই ক্রোশাধিক উচ্চ পর্ব্বতের শিখরে আরোহণ করিয়া তাহার ধূমপুঞ্জময় গহ্বরের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন তিনি হস্তস্থিত সেই ফল গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া স্থির গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন—"স্বদেশবাসীগণ! তোমরা পিলীর ভয়ে ভীত। আমি তোমাদের সম্মুখে তাহাকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিলাম। সে যদি আমাকে ধ্বংস করিতে পারে, তবেই তোমরা তাহাকে ভয় করিও; আর আমাকে যদি ধ্বংস করিতে না পারে, তাহা হইলে আজ হইতে নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও উপাসনা করিও না।"—এই বলিয়া বীরাঙ্গনা ধীরে ধীরে অবতরণ করিলেন, এবং সেই দিন হইতে দ্বীপবাসিগণ মহাভয়ঙ্করী পিলীর উপাসনা পরিত্যাগ করিল।

এক্ষণে পাঠিকাবর্গ হয়ত জিজ্ঞাসা

করিবেন—"কেপিওলেনীর চরিত্র প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু তাহাতে বীরত্বের লক্ষণ কোথায় ?" অতএব তাঁহাকে বীরাঙ্গনা মধ্যে কেন গণ্য করিলাম—তাহা বলা আবশ্যক। মানুষ কুসংস্কারের দাস। একবার কোন কুসংস্কার হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত হইলে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া বড়ই কঠিন। আমি মুখে বলিতে পারি "অমুক বিশ্বাসটি নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক—আমি এ কুসংস্কারের বশীভূত নহি।" কিন্তু কার্য্যকালে দেখা যায় যে আমি মুখে যাহা বলি, কার্য্যে তাহা করিতে অক্ষম। কুসংস্কার হৃদয়ে পাষাণের মত চাপিয়া আছে, সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়াও করিতে পারি না। কেপিওলেনীর স্বদেশবাসীগণ ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মিশনরিগণ কর্ত্তৃক তাহারা সকলেই অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরোপাসনায় দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু তথাপি পূর্ব্বসংস্কার বশতঃ ভয়ঙ্করী পিলীর নামে তাহাদের হৃদয় কম্পিত হইত। সকলে যে মিথ্যা ভয়ে ভীত, একজন রমণী যদি সে বিভীষিকায় জ্ঞানশূন্য না হন, তাহা হইলে তুমি তাঁহার সাহসের—তাঁহার বীরত্বের প্রশংসা করিবে না কি ? শুধু ইহা নহে। সেই ক্রোশাধিক উচ্চ পর্ব্বতে আরোহণ করা সকলেরই পক্ষে—বিশেষতঃ রমণীর পক্ষে—বড় সামান্য কথা নহে। আরোহণ-জনিত ক্লেশেরত কথাই নাই—পর্ব্বত হইতে পদস্খলিত হইয়া প্রাণবিয়োগেরও খুব সম্ভাবনা। অতএব যে রমণী সত্যের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ক্লেশকে গ্রাহ্য করিলেন না, মৃত্যুভয়কে গ্রাহ্য করিলেন না, তাঁহার বীরত্বের কি তুমি প্রশংসা করিবে না ? শুধু ইহাও নহে। দ্বীপবাসিগণ পিলীকে সর্ব্বদেবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করিত। কেপিওলেনী তাহাদের ভ্রম দেখাইবার জন্য আপনার উপর দেবকোপের ভার লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ইহা কি অল্প সাহসের কথা ? সামান্যা নারী বা সামান্য পুরুষ হইলে কখনই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইত না। লোকে কি বলিবে—হয়ত লোকে উত্তেজিত হইয়া তাঁহার প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইবে—এই ভয়ে অবশ্যই তাহার হৃদয় কম্পিত হইত। কিন্তু বর্ব্বর রমণী কেপিওলেনী কর্ত্তব্যের অনুরোধে কোনও বিভীষিকায় ভীত না হইয়া সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিতা হইলেন না। পাঠিকাবর্গ তাঁহাকে বীরাঙ্গনা মধ্যে স্থান দান করিতে স্বীকৃত হইবেন কি ?

মহারাণী স্বর্ণময়ী।

দয়ার প্রতিমা খানি তুমি,
তব গুণে গুণী বঙ্গভূমি।
মুছাইলা কত অশ্রুধার
অভাগিনী বঙ্গবিধবার,

মাতৃহীন শিশুলয়ে ক্রোড়ে
বাঁধিলা অপত্য-স্নেহ ডোরে।
অকালে ছাইল যবে দেশ,
ঘুচাইতে নরনারী ক্লেশ,—
অন্নছত্র খুলি শত শত
বিলাইলা অন্ন অবিরত।
অর্থরাশি দিলা দেশহিতে
ধন্যা তুমি ধন্যা অবনীতে।
তোমার দয়ার তুলনা নাই!
'স্বর্ণময়ী' গুণ সাধে কি গাই?
দয়াতে মায়াতে গঠিত হিয়া,
সাধিছ মঙ্গল হৃদয় দিয়া।
পরের কল্যাণে সঁপিছ প্রাণ,
নিঃস্বার্থ উদার তোমার দান।
কে বলে মা তুমি যশের তরে
রাশি রাশি অর্থ দিতেছ পরে?
কে বলে মা তব দয়ার সর
শুকাইয়া গেছে? পাষণ্ড নর
না হ'লে কি কেহ দুর্নাম রটে,
'নির্দ্দয়তা' নাই তোমার ঘটে।
আজিও সে সরে গরিব কত,
জুড়াইছে ডুবি জনমের মত।
অগাধ সলিল শুকায় কবে?
যত লও নাহি নিঃশেষ হবে।
পাত্রাপাত্র ভেদ নাহিক দানে
এত উদারতা কাহার প্রাণে?
এ মহাপ্রাণতা ক'জনে সাজে
বিনে স্বর্ণময়ী বঙ্গের মাঝে?
ধন কুবেরের অভাব নাই,
ক'টী প্রাণ হেন দেখিতে পাই?
দয়াময়ী তুমি যথার্থই মা
ভারতে তোমার নাহি উপমা।
না জানি কি উপাদানে
মিলেনা যা এ সংসারে
বিধাতা বিরলে বসি
গঠিলেন মা তোমারে?
পর দুঃখ নিরখিলে
কেঁদে উঠে তব প্রাণ,
আপন ভাণ্ডার খুলি
অকাতরে কর দান!
স্বর্ণাক্ষরে তব নাম
রবে বঙ্গ ইতিহাসে
"স্বর্ণময়ী" দয়াময়ী—
নারী রত্ন বঙ্গদেশে।"
রাখিলা অতুল কীর্ত্তি
সাধি সদা পরহিত,
সকলে আনন্দে মাতি
গাবে তব যশোগীত।
জীবনের মহাব্রত
পালিলে যা এজীবনে
পুরস্কার পাবে তার
গিয়ে নিত্য নিকেতনে।
বঙ্গের গৌরব তুমি
লভেছ রাজ-সম্মান
কিন্তু সে সম্মানে তব
বিচলিত নহে প্রাণ।
সাধিছ কর্ত্তব্য জানি
স্বদেশের উপকার,
কর্ত্তব্যের কাছে সেই
রাজোপাধি কোন ছার!
মহারাণী স্বর্ণময়ী
'সি, আই, ই' উপাধি তব,

তাহাতে কি বাড়িয়াছে
তোমার এত গৌরব?
'দয়াময়ী' তুমি তাই
গৃহে গৃহে তব নাম
লইতেছে নরনারী
দিবানিশি অবিরাম!
যে ব্রত সাধনে মাগো বঙ্গে অতুলন,
সফল জনম তব সার্থক জীবন।
ভারত ললনা মাঝে ধন্যা দয়াময়ী—
লভিলা অক্ষয় যশঃ রাণী স্বর্ণময়ী।
যে ঋণেতে ঋণী বঙ্গ শোধিবার নয়,
দানেতে করিলা আজ সবে পরাজয়।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ঘুষিবে সুযশ,
তোমার (ও) উৎসব হবে বরষ বরষ।
'স্বর্ণোৎসব' সবে মিলি দিব তার নাম,
পূজিয়ে তোমারে বঙ্গ হবে পূর্ণকাম!
হরষে রমণীকুল দিবে উলুধ্বনি,
তোমারে উদরে ধরে ধন্যা এ ধরণী।
ধন্যা ধন্যা স্বর্ণময়ী দয়ায় অতুল,
তোমার নামেতে আজ ধন্যা নারীকুল।

দুঃখিনী রমণী ও বালিকাদিগের আশ্রম।

লণ্ডন মহানগরীতে ১৮৭৮ সালে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংলণ্ডের যে যে স্থানে ইহার বড় আবশ্যক, সেই সেই স্থানে ইহার শাখা আছে। ইহাতে এক্ষণে ৫০২টী যুবতী ও বালিকা আছে। ইহারা এখানে অবস্থিতি করিয়া কল কারখানায় শারীরিক পরিশ্রম করিয়া উদরান্নের উপায় করে। আশ্রম এক সুগঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সভা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সভার উদ্দেশ্য কেবল সেই সকল নিরাশ্রয়া যুবতী ও বালিকা-দিগকে সাহায্য করা, যাহারা সাধুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সদুপায়ে স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইহাদের জন্য নির্দ্দোষ আমোদ উদ্ভাবন করা এবং জীবনের বিষম প্রলোভনের সময় সৎপথে পরিচালনা করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষার সংস্কারিণী শক্তি দ্বারা ইহাদিগকে সংস্কৃত করা সভার আর একটী মহদুদ্দেশ্য। যাঁহার চরিত্র তত্ত্বাবধায়কের নিকট ভাল বলিয়া বোধ হইবে, সেই রমণী আশ্রমে স্থান পাইবার যোগ্য। পতিতা বা যাহার বয়ঃক্রম ২৫ পঁচিশ বৎসরের অধিক, তাহার ইহাতে কোনও মতে প্রবেশের অধিকার নাই। ভালরূপ বাসা খরচ ও খাইখরচের জন্য প্রতি সপ্তাহে ৫।৭ টাকা লাগে। চা প্রভৃতি পান করিবার অনুমতি নাই। পরিধেয় বস্ত্রাদি স্ব স্ব অর্থে ক্রয় করিতে হয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল স্থানে ও ভাল সংসর্গে বাস করা যাহা গরিবদিগের অদৃষ্টে ঘটে না, তাহা আশ্রমে অনায়াস-লব্ধ; সুতরাং ইহা অপেক্ষা বেশী সুবিধা আর কোথায় হইবে? পীড়িতাদিগের জন্য প্রতি সপ্তাহে এক এক পেনি করিয়া আশ্রম-নিবাসিনীদিগের নিকট হইতে

সংগৃহীত হয়। যাহারা পীড়ায় শয্যাস্থ হইয়া থাকে, তাহাদিগকে এক পক্ষকাল দৈনিক এক শিলিং করিয়া, দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা বিনামূল্যে ২১ একুশ দিন ঔষধ পাইয়া থাকে। সদাশয় চিকিৎসকগণ আছেন, তাঁহারা কিছু না লইয়া চিকিৎসা ও ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রতি সপ্তাহে আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্মপুস্তক (বাইবেল) অবলম্বন করিয়া আলোচনা হইয়া থাকে। গীতবাদ্য এখানকার নির্দ্দোষ আমোদের আর একটি অঙ্গ। অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা দ্বারা এই সুন্দর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। যাহাদিগের দৈহিক ও মানসিক মঙ্গলের জন্য বায়ু ও স্থান পরিবর্ত্তন আবশ্যক, তাহাদিগের জন্য এক সপ্তাহ বা এক পক্ষকাল অবধি সমুদ্র উপকূলে যাওয়া হয়। এরূপ ব্যবস্থা দ্বারা কত উপকার, তাহা বলা যায় না। লোকে এইরূপ গতিবিধি এত ভালবাসে যে, পুনর্ব্বার কোন দিন যাইবে বলিয়া উৎসুক থাকে। আশ্রমের এক এক স্থানে এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঠাগারে ভাল ভাল পুস্তক থাকাতে পাঠেরও সুব্যবস্থা হইয়া থাকে।

উপরে যে আশ্রমের উল্লেখ করিলাম, অবিকল সেইরূপ না হউক, তদনুরূপ একটি আশ্রমের অভাব এ দেশে আছে এবং ক্রমে আরও অধিক হইবার সম্ভাবনা। এ দেশে কল কারখানা হইয়াছে, অনেক স্ত্রীলোক পেটের জ্বালায় তথায় গিয়া কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু নর-পশুর সম্মুখে পতিত হইয়া ইহারা বিপন্ন হয়—জন্মের মত উৎসন্ন যায়। তাহারা আশ্রমের আশ্রয়ে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু সে আশ্রম করিবে কে, সেইরূপ মহানুভব লোক কোথায়?

ছোট ভাইটী আমার।

(১২৯৯—৮ই চৈত্র)

১

ছোট ভাইটী আমার!
এ জগতে তুমি যাহা,
ভাষায় আসে না তাহা,
সে দেব-শকতি নাই প্রাণে কবিতার;
বিধাতার প্রেম ফুল,
মরতে মিলেনা তুল!
নীরবে নীরবে শুধু বুকে রাখিবার!
ছোট ভাইটী আমার!

২

ছোট ভাইটী আমার!
এক ফোঁটা একটুক,
তোর অই কচি মুখ,
হেরিতে উথলে তবু প্রীতি পারাবার!
ও মুখ আনন্দ খনি,
ভূতলে পরশ মণি,
ও'ই চুমি সোণা হয় হৃদি সবাকার!
ছোট ভাইটী আমার!

৩

ছোট ভাইটী আমার!
বুঝি এ অমূল নিধি,
মরতে দে'ছেন বিধি,
জানা'তে জগত-জনে সুখ-সমাচার!—
কি আছে নন্দন বনে,
পারিজাত-সমীরণে,
কেমন অমৃত-গন্ধ গা'য় দেবতার!
ছোট ভাইটী আমার!

৪

ছোট ভাইটী আমার!
ভাই অই মুখ চেয়ে,
সুখে যায় ধরা ছেয়ে,
থাকেনা সে রোগ,শোক,পাপ,হাহাকার,
মলয় পরশে যথা,
হাসে সে শুকানো লতা,
তোরে পেলে হাসে,প্রাণে বড় জ্বালা যায়।
ছোট ভাইটী আমার!

৫

ছোট ভাইটী আমার!
তোর ও অমিয় ভাষে,
সুখ আসে, সাধ আসে,
তুই এক স্নেহ-ছায়া বুক জুড়া'বার!
পাঁচ বছরের ছেলে,
এ শকতি কোথা পেলে,
এ স্নেহ-বাঁধন যে গো বিশ্ব বাঁধিবার!
ছোট ভাইটী আমার!

৬

ছোট ভাইটী আমার!
হেরি ক্ষুদ্র হৃদিখানি,
আমি শত হারি মানি,
ও টুকুনি, অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার!
বড় সাধ হয় তাই,
তোরি মত হ'য়ে ভাই,
প্রাণ ভ'রে ভালবাসা ঢালি একবার!
ছোট ভাইটী আমার!

৭

ছোট ভাইটী আমার!
দিন পর দিন যায়,
সিত পক্ষ শশী প্রায়,
নব জীবনের পথে হও আগুসার;
চিরদিন বেঁচে থা'ক,
মা' বাপ গৌরব রাখ,
স্বরগ মাধুরী থা'ক্ হিয়ায় তোমার;
নীরোগ, নিষ্পাপ, হও,
সত্য সুখ ভোগে রও,
স্বদেশের প্রাণে দিও সন্তোষ অপার!
চিরদিন—অবিরত,
জগদীশে হও রত,
অনন্ত মঙ্গল হো'ক্ জীবনে তোমার!
আমি তাই ভিক্ষা চাই পা'য় বিধাতার।

৮

ছোট ভাইটী আমার!
আজি দেবতার বরে,
পা' দিয়েছ ছ' বছরে,
পুলকে গেঁথেছি তাই, এ সাধের হার;
তুই কি আদর করে,
দাঁড়াবি গলায় প'রে,
জনম দিনের তোর, স্নেহ-উপহার—
ছোট ভাইটী আমার!

—লেখিকা
"দিদি"—

বাঙ্গালা প্রবচন।

ম

১। মগের মুলুক।
২। (মঘা, এড়াবি ক ঘা?
৩। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।
৪। মণিহারা ফণী।
৫। (মৎস্য চিনে গভীর গমা,
পক্ষী চিনে ডাল,
মা জানে পুতের দরদ,
ছাতি বিদরে যার।
৬। (মৎস্যানি সর্ব্বভক্ষ্যানি।
৭। মদ খায়, না মদে খায়।
৮। মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যং।
৯। মধ্‌ নাই মধুর পাত্র আছে।
১০। মধু পান করিতে পারি,
মাছির কাপড় সইতে নারি।
১১। মধুমাখা কথা বা মধুমাখা পাথর।
১২। মধুরেণ সমাপয়েৎ।
১৩। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ।
১৪। মনটী সখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই।
জোনাকী পোকার আলো দেখে,
গ্যাস বাতীর সখ মিটাই।
১৫। মন চায় বাদ্‌সা হ'তে,
খোদা না দেয় মেঙ্গে খেতে।
১৬। মনময় রাজ্য।
১৭। মন ভাল নয় তীর্থ কর,
বৃথা কাজে ঘুরে মর।
১৭। মনঃপূতং সমাচরেৎ।
১৯। মনের অগোচর পাপ নাই।
২০। মনের কথা খুলে বল্লে সকলেই
পাগল।
২১। মনের মানুষ।
২২। ময়না টিয়া উড়য়ে দিয়ে খাঁচায়
পোষেন কাক।
২৩। ময়দা পেষা কর্‌বো।
২৪। মরকট বৈরাগ্য।
২৫। মরণকালে হরিনাম বা রাম নাম।
২৬। মরণকালে জল সেক।
২৭। মরণ নাই কোনও কালে,
মোচ রেখেচে তোবড়া গালে।
২৮। মরণ নাই মরবি কিসে,
আমার কাছে ঔষধ নিসে।
২৯। মরণ বাড় বাড়া।
৩০। মরতে বস্‌লে পীরের দিকে পা।
৩১। মরদ্‌কো বাত,
হাতিকো দাঁত।
৩১॥। মর্‌বে মেয়ে উড়্‌বে ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।
৩২। মরার উপর খাঁড়ার ঘা।
৩২॥। মরার বাড়া গাল নাই।
৩৩। মরা বাঘকে কিলয়ে মারা।
৩৪। মরা হাতী লাখ টাকা।
৩৪॥। মরা কামড় দেওয়া।
৩৫। মরা বিড়ালের দাঁত খাম্‌টী।
৩৬। মরেও মরে না রাম এ কেমন
শত্রু।
৩৭। ম'লে রোগ থাকবে না।

৩৮। মশা মার্‌তে গালে চড়।
৩৯। মশা মার্‌তে কামান পাতা।
৪০। মশালের আগে চেরাকের আলো।
৪১। মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল।
৪২। মহিষের শিং বেঁকা, যোঝবার সময় একা।
৪৩। মহীরাবণের বেটা অহীরাবণ।
৪৪। মহেন্দ্র ক্ষণ।

বঙ্গগৃহ।

(দ্বিতীয় আভাস।)

(৩১২ পৃষ্ঠা—পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পিতা কন্যাকে স্নেহচুম্বন দিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিয়বালা সকলের সংবাদ দিতেছে, এমন সময়ে ভগ্নীর আনন্দ কোলাহলে উৎফুল্ল হইয়া খোকাবাবু পিতার মুখের দিকে তাকাইয়াছে। তাহার বিভক্ত অধরওষ্ঠে সুমিষ্ট মৃদু হাসির ছোট ছোট ঢেউ উঠিতেছে আর মুখামৃতে গায়ের ফ্রকটি ভিজিয়া যাইতেছে। অবিনাশ বাবু খোকা বাবুর নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত না হইলেও সর্ব্বদা একত্রে না থাকার জন্য বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে নাই—এখনও পর পর ভাব আছে, এজন্য খোকা বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার কোলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল না। কিন্তু তার বাহিকার আনন্দ ও উৎসাহ দেখিয়া তাহার জড়সড় ভাব তখনই চলিয়া গেল, অবিনাশ বাবু হাতের ব্যাগটি রাখিয়া তাঁর নবকুমারকে কোলে লইলেন। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে বার বার তার মুখচুম্বন করিয়া তাঁর প্রাণ আনন্দপূর্ণ হইয়া গেল। প্রাণে কি যেন এক অব্যক্ত মধুর তৃপ্তি সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। খোকাকে কোলে করিয়া সদর বাটী পার হইয়া অন্দরে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়বালা বাবার ব্যাগটি লইয়া বহু কষ্টে পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু খানি গিয়া বলিল "বাবা ব্যাগটা এত ভারি কেন? বাবা আমাদের জন্য কল্‌কেতা থেকে কি এনেছ?" বাবা বলিলেন, মা, আমি গরিব লোক কোথায় কি পাব বল ত? তোমাদের খাবার জন্য দুটা ফুলকপি, একটা বাঁধাকপি আর গোটাকতক লেবু আনিয়াছি। বাবা, কম্‌লা লেবু এনেছ? বাবা বলিলেন হাঁ মা, কটা কম্‌লা লেবু এনেছি। লেবুর কথা শুনিয়া প্রিয়বালা উৎসাহপূর্ণ হইয়া ব্যাগটি কাঁকে করিয়া তুলিয়া লইল, তার গায়ের জোর যেন দ্বিগুণ হইল। সে ব্যাগটি লইয়া পিতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, বাড়ীর ভিতর গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ব্যাগ রাখিয়া মাকে কম্‌লা লেবুর সংবাদ দিতে ছুটিল। অবি-

নাশ বাবুর গৃহে গৃহিণী, একটি কন্যা, একটি পুত্র, এক বিধবা ভগ্নী ও তাঁর এক পুত্র, এক কন্যা। ভগ্নী পুত্রকন্যা সহ নিকটস্থ পুষ্করিণীতে কাপড় কাচিতে গিয়াছেন। অবিনাশ বাবু বাড়ী আসিয়া সর্ব্বাগ্রে ভগ্নীকে ডাকিলেন। গৃহিণী অবগুণ্ঠন মধ্যহইতে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া একটু মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুরঝি ঘাটে গিয়েছেন, এখনই আস্‌বেন। তুমি কেমন আছ?

স্বা। দেখে কেমন বোধ হয়?

স্ত্রী। দেখে ত সব সময়ে বোঝা যায় না।

স্বা। সব সময় বোঝা যায় না সত্য, এখনও কি তাই?

স্ত্রী। কথার ধরণে বোধ হয় ভাল আছ, তবে ভিতরে কি তা কি করে ব'ল্‌বো?

স্বা। থাক্‌লেও তা তোমার হাসি-ভরা মুখ দেখে, তোমার ছেলে মেয়ের মধুমাখা কথা শুনে ও তাদের মুখ চুম্বন করে সেরে গেছে।

স্ত্রী। বা ওষুদ ত মন্দ নয়, বিনা পয়সায় বিনা কষ্টে এমন ওষুদ পেলে লোক বেঁচে যায়।

স্বা। বিনা পয়সায় বিনা কষ্টে কি ক'রে হল? আট আনা রেল ভাড়া দিয়া এতটা পথ হাঁটিয়া এত বড় একটা মোট ব'য়ে এনেও যদি বিনা পয়সায় বিনা কষ্টে হয়, তা হলে কষ্ট কাকে বলে তাত জানি না।

স্ত্রী। তোমার সঙ্গে কথায় কে কবে পেরেছে? আমি কোন্ ছার! তোমার পায়ে নমস্কার এই বলিয়া গলায় কাপড় দিয়া হাসিতে হাসিতে ঢিপ করিয়া এক প্রণাম। যেমন প্রণাম করা আর অমনি ননদিনী খিড়কীর দরজা দিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুলোচনা গৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া বউকে দাদার পায়ে প্রণাম করিতে দেখিয়া বলিলেন এ কি এ—এযে অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ—এ কেন? এই মাত্র তোমার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া চোখ্ ছল ছল কর্‌ছিল, মুখ অন্ধকার হয়ে এসেছিল, যেন অমাবস্যার সন্ধ্যার মত মনে হচ্ছিল। তা মাথা খোঁড়া খুঁড়ি কেন? দাদা, তুমি কি এসেই বোয়ের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধিয়েছ নাকি?

দাদা। না না, আমার কপি কমলা লেবু আনার কেরামৎ দেখে তোমার বউ ভক্তি করে আমায় প্রণাম কচ্ছিল। লজ্জা ও ভয় সমানভাবে গৃহিণীর মন প্রাণ অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু কর্ত্তার কৈফিয়তের কায়দা দেখিয়া ভয়স্বরে হাসিতে হাসিতে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন। সে হাসিতে অবিনাশ বাবুর মন প্রাণ জুড়াইয়া গেল। সমস্ত পথশ্রম ভুলিয়া গেলেন। হাত মুখ ধুইবার পূর্ব্বেই ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে ও নিজের কন্যাকে কমলা লেবু বাহির করিয়া দিতে বসিলেন। সুলোচনা ছেলে মেয়ে গুলাকে ধমক্ দিয়া দূরে

লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া দাদা বলিলেন দেখ ওরা ত রোজ রোজ আমাকে পায় না। ওদের মুখ দেখেই আমার সমস্ত ক্লান্তি দূর হইয়াছে, আগে ওদের লেবু দিই—তার পর হাত মুখ ধোবো, তুমি আমার এ সুখভোগে বাধা দিও না। অগত্যা ভগ্নী বিরত হইলেন।

অবিনাশ বাবু লেবু বাহির করিতে করিতে পাশের বাড়ীর সুরেশ ও সরলাকে ডাকিতে বলিলেন—কেহই ডাকিতে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তিনি প্রিয়বালাকে ডাকিতে বলিলেন। প্রিয়বালার সঙ্গে লীলা ও নলিনও (ভগিনী ও ভাগিনেয়) ছুটিল। তিন জনে দৌড়িল দেখিয়া খোকা বোনের কোলে যাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল, তখন খোকার পিসি আসিয়া খোকাকে কোলে লইলেন। কিন্তু ইত্যবসরে সুন্দর সুন্দর লেবু বাহির হইয়াছে দেখিয়া খোকা তার পিসিমার কোল হইতে নামিয়া হামা দিয়া তার বাবার কাছে আসিয়া বসিল। অনেক চেষ্টা করিয়া একটা লেবু হস্তগত করিতে পারিতেছে না দেখিয়া অবিনাশ বাবু তার হাতে একটা লেবু দিলেন। সে লেবুটা দুহাতে ধরিয়া চাটিতে ও মুখামৃতে সিক্ত করিতে লাগিল—তাহার নিকট তাহাই মিষ্ট। অনেক প্রবীণ লোকেও খোকার মত অনেক সময়ে খোলা চাটিয়া সন্তুষ্ট হয়। দেখিতে দেখিতে প্রিয়বালা, লীলা ও নলিন, সুরেশ ও সরলাকে ডাকিয়া আনিল। তখন অবিনাশ বাবু প্রিয়বালাকে একটা লেবু দিয়া আর নলিন্‌কে একটা লেবু দিয়া দুজনকে বলিলেন তোমরা আগে সুরেশ ও সরলাকে লেবু দেও, তার পর নিজেরা খাবে। প্রিয়বালা সরলাকে আর নলিন সুরেশকে লেবু দিল, তখন অবিনাশ বাবু প্রিয়বালাকে আর একটা লেবু দিয়া বলিলেন প্রিয় তোমার দিদিকে এই লেবুটা দাও। লীলা লেবুটি লইল। তখন প্রিয়বালার জন্য একটি লেবু রাখিয়া সমস্ত লেবু আর কপি প্রিয়বালার দ্বারা তার পিসিমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। প্রিয়বালা লেবু না পাইয়া একটু বিষন্ন হইতেছিল, তখন অবিনাশ বাবু বলিলেন যাও ওগুলি তোমার পিসিমাকে দিয়ে এস, তোমার লেবু এই রহিল।

প্রিয়বালা আসিয়া যখন লেবুটি লইল, তখন অবিনাশ বাবু তাহাকে এবং লীলা ও নলিন্‌কে বুঝাইয়া দিলেন যে কোন ভাল দ্রব্য আসিলে আগে অন্য সকলকে দিয়া তবে নিজে খেতে হয়, বুঝলে ত? সকলেই একবারে মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া মহা আনন্দে লেবু খাইতে লাগিল।

অবিনাশ বাবু হাত মুখ ধুইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে বাহির বাটীতে দুই একজন বন্ধু আসিয়া জুটিতে লাগিলেন, অবিনাশ বাবু একটু জল খাইয়া বাহিরে গেলেন।

যুনানী দ্বীপ ঝান্তি।

ভূমধ্য সাগরের পূর্ব্বোত্তর ভাগই যুনানী সাগর। ইহা গ্রীশ দেশের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে সাতটী দ্বীপই অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ। এগুলিকে সপ্ত যুনানী দ্বীপপুঞ্জ বলে। ঝান্তি ইহারই অন্যতম দ্বীপ। ইহার পরিমাণ দীর্ঘে ২৫ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ১২ মাইল। কালি প্রায় ২৭৭ বর্গ মাইল এবং জনসংখ্যা ৪৮০০০ সহস্র। এই দ্বীপের পূর্ব্বভাগে বিলক্ষণ শস্যশালী উর্ব্বর ক্ষেত্র সকল বিস্তৃত আছে, তাহার পশ্চিমেই চূর্ণ প্রস্তরের বা ঘুটিনের পাহাড়। ইহার উচ্চতা ১০০০ হইতে ১২০০ পাদ। দ্বীপের প্রধান নগর ঝান্তিনগর। এখানকার জনসংখ্যা প্রায় ১৩০০০ সহস্র। গত ৩১এ জানুয়ারী প্রাতঃকাল হইতে ২০এ ফেব্রুয়ারী (যে পর্য্যন্ত সমাচার পাওয়া গিয়াছে) পর্য্যন্ত উপরি উপরি বহুবার ভূকম্প হইয়া দ্বীপ ও নগরটী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছে। এতাবৎ প্রায় ৬০০,০০০ পাউণ্ড বা এক কোটী টাকা মূল্যের দ্রব্যের ক্ষতি হইয়াছে। অনেকের গৃহশূন্য ও ভূসম্পত্তি ভূগর্ভসাৎ হইয়াছে। ইহার নিকটবর্ত্তী সিফেলোনিয়া দ্বীপেও ভূকম্প হইয়াছে। ঝান্তিদ্বীপে এরূপ ভূমিকম্প প্রায়ই হইয়া থাকে, কখন কখন অত্যন্ত বিপদজনকও হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ৩০এ অক্টোবর দিবসে এক ভয়ানক ভূকম্প হইয়াও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। এই ঘটনায় অনেকগুলি গ্রাম একবারে উৎসন্ন হয়, প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের দ্রব্য অপচয় হয়। এই ভয়ানক ভূকম্পের পরও উপরি উপরি অনেকবার ভূমিকম্প হইয়াছিল। ৩০এ অক্টোবর হইতে নবেম্বর পর্য্যন্তও দিনে অন্যূন ৯৫ বার ভূমিকম্প হইয়াছিল। একজন গ্রন্থকার এই সময়ে লিপিবদ্ধ করেন যে যুনানী দ্বীপপুঞ্জ আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত, এখানে কেবল এক একটী দ্বীপেই ভূমিকম্প আবদ্ধ থাকে। ঝান্তিতে ভূমি কম্প হইলে সিফেলোনাতে হয় না। ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য কথা বটে, কিন্তু এবারে ২রা ফেব্রুয়ারী ভূমিকম্প ঝান্তি ও সিফেলোনিয়া উভয় দ্বীপেই হইয়াছে। এই উভয় দ্বীপে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে দুই বৎসর তিন মাস ধরিয়া অনেকবার ভূমিকম্প হইয়াছিল, কিন্তু উভয় দ্বীপে যুগপৎ ভূমিকম্প একবারও হয় নাই অর্থাৎ যখন ঝান্তিতে ভূমিকম্প হইত সিফেলোনিয়াতে হইত না এবং সিফেলোনিয়াতে হইলে ঝান্তিতে হইত না। কখন কখন একদ্বীপে ভূমিকম্প হইলে তাহার অনেকদিন পরে অপর দ্বীপে হইত, কিন্তু কখনই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উভয় দ্বীপে ভূমিকম্প

হয় নাই। অথচ উভয় দ্বীপের দূরত্ব এত অল্প যে একদ্বীপ হইতে গোলা ছুড়িলে অপর দ্বীপে পতিত হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী দিবসেও ঝান্তিতে ভূমিকম্প হয়। আশ্চর্য্য—এই দিন ভিনিসের উপসাগরে ভাঁটা হইয়া এত জল কমিয়া যায় যে অনেক নদী ও খাল বিল হঠাৎ শুকাইয়া গিয়াছিল। কতকগুলি ব্যবসায়ী পোত বিলক্ষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেকগুলি ডাঙ্গায় লাগিয়া ভগ্ন হয়। এদিনে সিফেলোনিয়া দ্বীপেও বিলক্ষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল।

অসতর্ক মাতা।

নরেশ বাবু পল্লীগ্রামের একজন ক্ষুদ্র জমীদার। তাঁহার চারি বৎসরের একটী কন্যা ও দুই বৎসরের একটী পুত্র, গৃহিণী, বিধবা ভগিনী, একজন হিন্দুস্থানী চাকর ও একটী বৃদ্ধ চাকরাণী এই মাত্র পরিবার। তদ্ভিন্ন গোমস্তা রপ্তান প্রভৃতি আছে, কিন্তু তাহারা পৃথক্ আহার করে। কোন সময় নরেশ বাবুর স্ত্রীর ও অন্যান্য গ্রামবাসী স্ত্রীলোকদিগের পশ্চিম পাড়ায় নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। এই সময় নরেশ বাবুর কন্যাটী তিন দিবস সামান্য জ্বরে পীড়িত বলিয়া তাহার পীড়ার প্রতি মাতার মন আকৃষ্ট হয় নাই, আর নরেশ বাবুর স্ত্রীর সন্তানের প্রতি মাতৃসুলভ স্নেহ থাকিলেও তাদৃশ যত্ন ও লালনপালন তিনি করিতেন না, বোধ হয় তাহা তিনি ভালরূপ জানিতেন না বা জানিতে চেষ্টা করিতেন না। যাহা হউক গৃহিণী স্নানান্তে বেশ বিন্যাস করিতে বসিয়াছেন, নরেশ বাবুর ভগিনী পূজা আহ্নিক সমাপন করিয়া রন্ধই ঘরে ঢুকিয়াছেন, বাবু ও চাকরটী বহির্ব্বাটীতে এবং কন্যাটী একাই উপরে শয়নাগারে আছে। খোকা নীচের ঘরের বারাণ্ডায়—যেখানে তাহার মাতা বেশ বিন্যাস করিতেছিলেন, তাহারই অনতিদূরে বারেণ্ডার মেজের একটী ভগ্ন স্থানে জল ঢালিয়া সুরকী মর্দ্দন করিতেছিল, তাহাতে তাগাড়ের চুণ সুরকীর ন্যায় সুরকী উঠিতেছিল, আর খোকাবাবু মহা আনন্দে তদ্দ্বারা নিজের মস্তক, মুখ ও সর্ব্বাবয়ব দাগরাজি বা মেরামত করিতেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ খোকার সে কার্য্যটুকু অধিকক্ষণ থাকিল না, কেননা ঐ ভগ্ন স্থানে জল ঢালায় নিম্নে ডেয়ো পীপিলীকার আবাস স্থান আর্দ্র হওয়ায় তাহারা বহির্গত হইতে লাগিল এবং তাহাদের একটী খোকার আঙ্গুলের ফাঁকে দৃঢ়রূপে কামড়াইয়া ধরিল। খোকা কচি হাতে অতিশয় বেদনা পাইয়া চিৎকার করিয়া

কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার নিকট দৌড়াইয়া আসিয়া মাতাকে জড়াইয়া ধরিল, মাতা ব্যগ্রভাবে খোকাকে ক্রোড়ে করিতে গিয়া দেখেন যে তাঁহার তেমন সাধের সেমিজ, বডি ও ক্রেপের সাড়ী সমস্তই সুরকী মাখা হইয়া গিয়াছে। তখন আর তাঁহার ধৈর্য্য থাকিল না, তিনি খোকাকে ক্রোড় হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। হতভাগ্য খোকা ডেয়োর দংশনে ও প্রহার যন্ত্রণায় যতই মাতার ক্রোড় পাইবার জন্য মাতাকে জড়াইয়া ধরে, মাতা ততই তাহাকে ছুড়িয়া ফেলিয়া "ঝি" "ঝি" ও ঠাকুর উপসর্গ পূর্ব্বক ঝিকে ডাকিতে লাগিলেন। ঝি কিন্তু আসিল না, আসিলেন রসুই ঘর থেকে উপসর্গান্বিত ঝি। তিনি আসিয়াই খোকাকে বুকে লইয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গৃহিণী, খোকা হঠাৎ আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া কাঁদায় তাঁহার সাধের কাপড়গুলি কলঙ্কিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরঝি সাহসে বুক বাঁধিয়া বলিয়া ফেলিলেন যে "খোকা অপেক্ষা কি কাপড়গুলি অধিক মূল্যবান্?" খোকার মাতা বলিলেন "তোমার ঐরূপ অযথা আদরেই ত উহাদের ইহকাল পরকাল যাইতেছে।" কিন্তু আমরা জানি যে মাতার অযত্নে, কর্কশ ব্যবহারে ও অসতর্কতায় নরেশ বাবুর পুত্রটী ধূলা কাদা মাখিতে ও অপরিষ্কার থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং কন্যাটিও অবাধ্য ও দুরন্ত হইয়াছে। নির্ব্বোধ মাতা মনে করিতেন কেবল প্রহার করিলে ও গালি দিলে উহাদের সকল দোষ শুধরাইবে। যাহা হউক খোকার ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই কমিয়া আসিতে লাগিল, তখন খোকা তাহার পিসীমার গলা জড়াইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। এই সময় তাহার পিসীমা দেখিলেন খোকার একটী হস্ত রক্তমাখা। তখন তিনি "একি!" বলিয়া ভ্রাতৃজায়ার মুখ পানে চাহিলে তিনি হঠাৎ চমকাইয়া বলিলেন যে "ঐ ভগ্নস্থানে খোকা খেলা করিতেছিল, কিসে কামড়াইয়া থাকিবে।" তখন উভয়ের মনে শঙ্কা হইল যে খোকাকে সাপে কামড়াইয়াছে। এই আশঙ্কার কথা নরেশ বাবুর কর্ণে গেলে তিনি কাণে হাত দিয়া না দেখিয়া চিলের পিছে পিছে দৌড়িলেন, অর্থাৎ সর্পবৈদ্য ডাকিতে আদেশ দিয়া নিজে শয্যা আশ্রয় করিলেন। বৈদ্য মহাশয় যখন আসিলেন, তখন খোকা রোদন-পরায়ণা মাতার ক্রোড়ে ক্লান্ত দেহে নিদ্রা যাইতেছিল। বৈদ্য মহাশয় দেখিয়া বলিলেন "আহা! ছেলেটী যে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে" বলিয়া তিনি মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিলেন, অনন্তর খোকার রক্তাক্ত হস্তটীতে একটী ধূলার বেড় দিয়া বলিলেন 'বাবারে! এবে গোখুরা।' দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধ, গ্রামস্থ

স্ত্রী পুরুষ একত্র সমবেত হইয়া আজ নরেশ বাবুর বাটীতে উপস্থিত। ওদিকে নিমন্ত্রণের বাড়ীতে অন্ন ব্যঞ্জন পচিতেছে, কেহ খাইতে যাইতেছে না। সহর-বাসিগণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে তাঁহারা কোন বিপদের সময় এত লোকের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে পারেন না। যাহা হউক বৈদ্যবর মন্ত্র পড়িতে পড়িতে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিলেন, তবুও গোখুরার বিষ আর নামে না। এদিকে প্রায় বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছে। খোকার ক্ষুধা পাইয়াছে—ঘুমও শেষ হইয়াছে, সুতরাং সে মাতার ক্রোড়ে উঠিয়া বসিয়া খাইবার জন্য কাঁদিতে লাগিল। তখন বৈদ্যকে আর পায় কে! বৈদ্য বলিলেন "বাবু কোথায়? দেখুন এসে তাঁহার মৃত পুত্র জীবিত হইল।" বাবু এই সংবাদে উঠিয়া আসিয়া বৈদ্যের হস্তে ৩০৲ টাকা ও এক যোড়া শাল দিলেন। বৈদ্য কত দুই তিন দিনের সর্পদষ্ট মৃতকে বাঁচাইয়াছেন এবং মনসা দেবী স্বয়ং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করেন, এই সমস্ত গল্প করিতে করিতে বলিলেন "মা! আপনার পুত্রের ক্ষুধা বোধ হইয়াছে আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, অতএব উহার কপালে ৫৲ টাকা ছোঁয়াইয়া উহাকে খাইতে দাও।" গৃহিণী খোকাকে অন্যের ক্রোড়ে দিয়া তাহাই করিলে বৈদ্য বলিলেন "টাকা পাঁচটী আমার হাতে দাও, আমি ভোগ দিলেই মনসাদেবী পরিতৃপ্ত হইবেন।" গৃহিণী তাহাই করিলেন, অনন্তর সকলে আহারাদি করিলেন।

এই গোলমালে নরেশ বাবুর কন্যা-টীর কেহ কোন খোঁজ লয় নাই, সে উপরে শয়ন ঘরেই একা ছিল। সেই শয়নাগারের খাটের নীচে একটী পাত্রে সুপক্ব মর্ত্তমান কলা কতকগুলি ছিল, বালিকা উহা দেখিতে পাইয়া ইচ্ছামত যাহা পারিয়াছে তাহা খাইয়াছে, কিন্তু বেলা ৯টার সময় তাহার জ্বর খুব বৃদ্ধি হওয়ায় সে চুপ করিয়া শুইয়াছিল এবং সেজন্য মাতা ও পিসীমাকে আর ডাকা-ডাকি করে নাই, নীচেও আইসে নাই কিম্বা অন্য দিনের মত ভাত খাইবার জন্য আবদারও করে নাই সুতরাং নির্ব্বোধ মাতা নিমন্ত্রণে যাইবার জন্য যখন বেশবিন্যাসের উপযোগী অলঙ্কার বস্ত্রাদি বাহির করিয়া নীচে আইসেন তখনও কন্যাকে দেখিয়া আইসেন নাই। অনন্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন খাওয়া দাওয়া করিয়া শয়নাগারে গেলেন, তখন তাঁহার কন্যার জ্বরের কথা স্মরণ হইল এবং সে সমস্ত দিন কিছুই আহার করে নাই মনে করিয়া মাতা মিছরী ও জল লইয়া কন্যাকে ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখন উহা খায় কে? বালিকা বিকারপ্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞান অবস্থায় রহিয়াছে; তাহার ললাটে ও হস্ত পদে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। তখন চিকিৎসক ডাকা হইল, চিকিৎসক আসিলেন, ঔষধ দিলেন, টাকা লইলেন,

কিন্তু ঔষধ রোগীর উদরস্থ হইল না। রাত্রি ভোর হইতে না হইতে সে কুসুম কলিকা ঝরিয়া পড়িল। মাতার সে ঘোর বিলাসিতা স্বপ্নের মত ফুরাইল, পিতার বুকের একখানি অস্থি খসিয়া পড়িল, সুখের সংসার দুঃখময় হইল।

এইরূপ গৃহিণীর অসতর্কতা দোষে কত প্রতারকের উদর পূরণ হয়, কত সন্তান সময়ে চিকিৎসাভাবে কালকবলে পতিত হয়, কত সংসার দুঃখময় হয়, তাহার সংখ্যা নাই। যে সকল শিশু সন্তান ভবিষ্যৎ সংসার ক্ষেত্রের কর্ম্মচারী, যাহারা সংসার-কাননের প্রফুল্ল কুসুম, গৃহের ও নয়নের আনন্দ, হৃদয়ের আরাম, তাহাদের প্রতি অযত্ন করিয়া বিলাসের দিকে কোন প্রসূতির মনোযোগ দেখিলে সে দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? সন্তান পালনের যে গুরুভার ঈশ্বর প্রসূতির স্কন্ধে চাপাইয়াছেন, তাহাতে ত্রুটি হইলে অবশ্যই প্রত্যবায়-গ্রস্ত হইতে হয়। অনেক প্রসূতি "আমি ছেলেমানুষ, আমার আবার সন্তান পালনের ভার কি, উহা মাতা কিম্বা শাশুড়ীর কার্য্য, আমার কার্য্য প্রসব করা, তাহা করিয়াছি," ভাবিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, যখন ঈশ্বর তাঁহাদিগকে জননী করিয়াছেন, তখন সন্তান পালন করার ভার তাঁহাদেরই উপর চাপাইয়াছেন, অতএব সন্তান পালন, ভার বহন ও শিক্ষা দরিবার জন্য মাতা কিম্বা শাশুড়ীর সাহায্য লওয়া উচিত, কিন্তু উহাতে উদাসীন হওয়া কখনও উচিত নয়।

বরাহনগরের পারিতোষিক বিতরণ।

(গতবারের শেষ)

১ম ও ২য় শ্রেণীতে ১৮৯৪, ৯৫ শালের প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য, অপ-রাপর শ্রেণীতে মধ্যবৃত্তি, উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষার পাঠ্য সকল পাঠিত হইতেছে। সেনেটহলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৩টী ছাত্রীগত বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। কয়েকটী বিধবা বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ বা রীতিমত শিক্ষালাভ করিয়া বাটীতে গিয়া আত্মীয়গণের বালকবালিকদিগের শিক্ষা ও সংসারের অন্যান্য ভার গ্রহণ করিয়া কার্য্যতঃ শিক্ষার সুফল দেখাইয়া দিতেছেন। একটী বালিকা এখান হইতে ক্যাম্বেল স্কুলে ডাক্তারী শিক্ষা করিতে গিয়াছিল, তথা হইতে 'পাশ' হইয়া মফস্বলে ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। একটী বিধবা এখানে ২ বৎসর নিয়মিত শিক্ষার পর ইডেন্ হাঁসপাতালে ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করিতে-ছেন। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটীও

হিন্দুবিধবা এখানে শিক্ষালাভ করিতে সম্মত ছিলেন না। এখানে হিন্দু বিধবাগণ যে হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকিতে পারেন, একথা কেহ বিশ্বাস করে নাই। এত কাল পরে আশ্রমটী লোকের বিশ্বাস, অনুমোদন ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতেছে। জমীদার বাবু রাজকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান্ হিন্দু এবং বুদ্ধি ও বয়সে সুপরিণত, নীমচাঁদ বাবু বারেন্দ্র সমাজের অধিনেতা; ইহাঁরা এবং ভট্ট পল্লীনিবাসী গুরুবংশীয় মহাশয়েরা যখন ইহার অনুমোদন ও পোষকতা করিতেছেন, রায় রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর প্রেসীডেন্সী বিভাগের স্কুল ইন্‌স্পেক্টর বোর্ডিং স্কুল ও বিধবাশ্রম পরিদর্শন করিয়া যখন ইহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তখন বোধ হয় এই হিতকারী আশ্রমটীর ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়াছে।

১৮৯১ শালে ১৫টী ও ১৮৯২ শালে কুড়ীটী বিধবা এখানে ছিলেন। আশা করি বর্ত্তমান বর্ষে সংখ্যা আরও বৃদ্ধি হইবে। স্কুলের বালিকা ও বোর্ডারের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। স্কুলের সুশিক্ষা দেখিয়া পরিদর্শকগণ বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর করুন যেন বর্ষে বর্ষে এই ফিমেল বোর্ডিং ও বিধবাশ্রমের উন্নতি বিধান হয়।

এই আশ্রমে আরও কতকগুলি হিন্দুবিধবা ছাত্রী লইতে প্রস্তুত। তাহাদিগের আহার ও পরিধেয় খরচ আশ্রম হইতে দেওয়া হইবে।

১২৯৯ সালের বামাবোধিনীর বিষয়ানুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীশিক্ষা।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

৩। নীতি ও ধর্ম্ম।

৪। ইতিহাস ও দেশ ভ্রমণ।

৫। বিজ্ঞান।

৬। আশ্চর্য্য বিবরণ।

৭। উপন্যাস।

৮। গৃহশিক্ষা।

৯। পদ্য।

১০। বিবিধ।

১১। বামারচনা।

১২। সাময়িক প্রসঙ্গ।

১৩। পুস্তকাদি সমালোচনা।

১৪। নূতন সংবাদ।

১৫। (English) ইংরাজী।

নূতন সংবাদ।

১। ডাক্তার কাদম্বিনী গাঙ্গুলি নিরাপদে ইংলণ্ডে পৌঁছিয়াছেন, তিনি তথা হইতে আমেরিকায় যাইবেন।

২। চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনী আগামী জুন হইতে রীতিমত খোলা হইবে এবং ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে।

৩। বেথুন কলেজের প্রতিনিধি প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী কুমুদিনী খাস্ত-গির বি এ মহীশূরের উচ্চ শ্রেণী রাজ-বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি যেরূপ সুশিক্ষিত, সেইরূপ কার্য্যদক্ষ, তাঁহার প্রতি বিদেশ হইতে এই সম্মান প্রদর্শিত হইল দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি।

৪। কুমারী বার্জিনিয়া মেরী অতি প্রশংসিতরূপে (M. B.) ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভাগলপুরে কার্য্য করিতেছিলেন। তিনি স্বাধীন চিকিৎসা করিবেন বলিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন। তাঁহার আশা সফল হউক।

৫। কৃষ্ণা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ সম্পন্ন হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতা-সোপান—শ্রীমহেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ প্রণীত, মূল্য ⁄১০ পয়সা। শিশু শিক্ষার উপযোগী সরল কবিতা লিখিবার ক্ষমতা লেখকের বেশ আছে। পদ্য-মালার ন্যায় এখানি বিদ্যালয়ের প্রথম পাঠ্য হইবার যোগ্য।

২। নীতি-কবিতা—শ্রীমহেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। এখানি অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর জন্য। ইহারও কবিতাগুলি সরল ও নীতি পূর্ণ। "বালিকার রামায়ণ শ্রবণ" পদ্যটী বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

৩। আঁখিজল—"ভগ্নতরী" লেখনী প্রসূত, মূল্য ।৵০। ইহাতে প্রেমোচ্ছ্বাস-পূরিত কতকগুলি কবিতা আছে। লেখকের কবিত্ব শক্তি আছে, ইনি উৎসাহ পাইবার যোগ্য।

৪। উপদেশ কথা, প্রথম খণ্ড—তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় মহাশয়ের রচিত। ইহাতে অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ সার কথা আছে। লেখা হিঁয়ালীর মত ভাষায়। ইহা দ্বারা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হইতে পারে।

৫। নিশীথের অশ্রুধারা মূল্য ৵০ আনা। ইহাতে উক্ত রাজাবাহদুরের প্রণীত কতকগুলি সুন্দর পারমার্থিক কবিতা আছে।

৬। বিদ্রূপ ও বিকল্প শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি এ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। গ্রন্থকার ইহার প্রবন্ধ গুলিতে আপনার সুরসিকতার বেশ পরিচয় দিয়াছেন। ইহা পাঠ করিয়া খুব আমোদ হইবে, কিন্তু চিত্ত মলিন হইবে না।

বামারচনা।

বসন্ত স্বপ্ন।

ঘুম ঘোরে ছিনু অচেতন।
হিমানী-কম্পিত হিয়া, ঢাকা ছিল আবরণে
অস্ফুটন্ত যুগল নয়ন।
চাহিনি সংসার পানে, ধারিনি কাহার ধার,
আঁখি ভরা ঘুম!
আমি ছিনু আমা লয়ে, দেখিনি ভবের ওই,
আনন্দের ধুম!
শ্রান্ত দেহ,—শ্লথপ্রাণ, অবনী-কম্পিত কোলে
দিছিনু ঢালিয়া,
জানিতাম—গাঢ় তন্দ্রা, ভাসিবেনা বুঝিআর
হিয়া জাগাইয়া।
—সে যে মহা ভুল!
বিশ্বকেন্দ্রে যেই চক্র, ঘুরি ফিরি অনুদিন
করিছে আকুল,—
তারি মহা আবর্ত্তনে, আমারোএ জড় হিয়া
ঘুমন্ত জীবন,
অপসারি কুহেলিকা, দেখিল সহসা মরি!
বসন্ত স্বপন!
ঘুচে গেল মহা তন্দ্রা, শিথিলতা পরাণের,
মেলিনু নয়ন!
চেয়ে দেখি বিশ্বমাঝে, আনন্দের ছড়াছাড়ি
অপূর্ব্ব ভুবন!
পরাণ ঢালিয়া দিনু প্রকৃতির শান্তি কোলে!
তান লয় ধরি
গাহিনু বসন্ত গীতি; খেলিল পরাণে কত
সুখের লহরী।

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

The Bamabodhini Patrika.

In a recent Government resolution on the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1891-92 it is found that female schools increased in number from 2.270 to 2,743 and their pupils from 49,638 to 57,801. Of the children of school-going age, it is said that 26.2 per cent of the boys and 1.7 per cent of the girls are at school. The cause of female education demands more active support of the public.

Our readers may remember Mr. Sorabji Bengallee whose name we mentioned in connection with the Parsi Girls' School. It is with great regret that we have to announce the death of this benevolent gentleman on April 4th. It was he who, among other reforms, was the first to establish a Woman's Hospital under the superintendence of an English lady physician. For some time he personally bore the expenses for keeping up the Institution. In Mr. Bengailee, the country has lost a sincere social reformer. In this connection we have also to record the death of Mr. Nulkar, a prominent citizen of Poona. While staying in Calcutta as a member of the Imperial Legislative Council, he used to interest himself in all educational and social questions.

In connection with the extension of lectures among women for increasing their knowledge, there are more than thirty lady lecturers, all having university qualifications, working for the cause. Under their auspices the work has been carried on with great success and lately centres have been opened for holding lectures and examinations.

Village Homes, bearing the name of Princess May have been established for the training of children rescued from parents convicted of habitual crime. There are now 200 children educated and trained in this Institution in such a way that when grown up they may lead a happy and useful life.

The bridge over the river Krishna was opened the other day. In a few years we expect to travel through from Madras through the Circars straightway to Calcutta. The railway has been a great civilising factor. There will be a branch line of Railway to Jagannath.

It is with great pleasure that we announce the appointment of Miss Kumudini Khastagir, B.A., to a high and responsible post in the Maharajah of Mysore's High Girls' School. For her liberal education and amiable and cheerful disposition, Miss Khastagir is liked by all her pupils in the Bethune College. She carries the best wishes of her pupils and friends alike to her new place of work, where she may be as useful as she has been in Calcutta. It is again no less a gratification to find a gifted Bengali lady taking a high place in the educational work of the great Mysorean people.

The four Universities in Scotland are doing a good deal in furtherance of the higher education of woman in Arts and Science. The recent admissions in the Winter Session of the University shew an increasing number of ladies going in for the classes with good many scholarships and bursaries.

The Maharani and the Guicowar of Boroda have left England for India. The former was decorated by the Queen herself in Windsor Castle with the order of "Crown of India". Such visits to Europe do a god deal in the enlightenment of the Indian Princes and people. A Guzrati merchant of Bombay, after his return from travels in Europe founded some two months ago a free Library in his own city.

We cull the following interesting items of news from the Demorest's Family Magazine :—

Of three thousand teachers employed in the public schools of Chicago

over two thousand eight hundred are women.

Lady Tennyson has always been a notable housekeeper. Early in his married life her husband said distinctly, that should literature fail, his wife would keep the family from poverty by her culinary skill, and he added "I am sure the Tennyson tea biscuit would have a success."

Miss Florence Nightingale is seventy-two years of age. Her health is very poor, but she still continues to write for the nursing journals.

Miss Constance Smith is the head of the female staff at the Post Office Savings Bank in London. Subject to the Controller, she has command of seven hundred women and girls.

Miss Katherine Sharp, of Chicago, was awarded the prize of $100 for the best essay on "The Relation of University Extension to Local Libraries," at the recent Convocation of the University of the State of new york.

Miss Louisa Macdonald, M.A., Principal of the new University College for women in Australia, has been appointed by the Sydney University to be public examiner in Greek. She has also been asked to deliver a course of six lectures on Greek life and art.

Mlle. Marguerite Gombert passed the examination for a doctor's degree at Brussels, with marked success. It is the first time that a woman has attained such distinction in Belgium, and she is the first woman on whom the faculty of Brussels have been called to betow the honor.

Miss Mary Day of Londan has been successful in her experiment of taking deaf and dumb girls as pupils in type-writing. Miss Day is one of the long established woman-typewriters in England. As so much typewriting is transcribed from manuscript, the girl's affliction is no drawback.

Mrs Kumudini Mukherji of the Campbell Medical School stands first among the female students of her class in the recent diploma examination of the institution. She has gained a silver medal for her special proficiency in Surgery and another from the Lady Dufferin Fund for her general proficiency.

We are glad to hear that Babu Manilal Mullik of Sinduriapati, Calcutta, has endowed Rs. 32,000, the interest of which will be spent in educating orphan boys. The Trustees to this fund are the Chairman and the Secretary of the Calcutta Muncipality, the Minister of the Adi-Brahmo Samaj and the donor himself or after his death his representative in the family.

Mrs Kadambini Ganguli has reached England and will thence shortly proceed to America to be present at the Chicago Fair.

We learn with great pleasure that the lady doctor Miss. Virginia Mary M.B., has come back from Bhagulpur to settle in Calcutta as an independent practitioner. She has proved herself a distinguished medical scholar and is expected to be equally successful in her profession. We wish her god-speed.

The following are the compliments given to women by some of the greatest men :—

Earth has nothing more tender than a pious woman's heart.—Luther.

All I am or can be, I owe to my angel mother.—Abraham Lincoln.

No man can either live piously or die righteously without a wife.—Richter.

Eternal joy and everlasting love there's in you, woman, lovely woman. —Otway.

Even in the darkest hour of earthly ill, woman's fond affection glows.—Sand.